মাসুদ রানা

মাফিয়া

কাজী আনোয়ার হোসেন

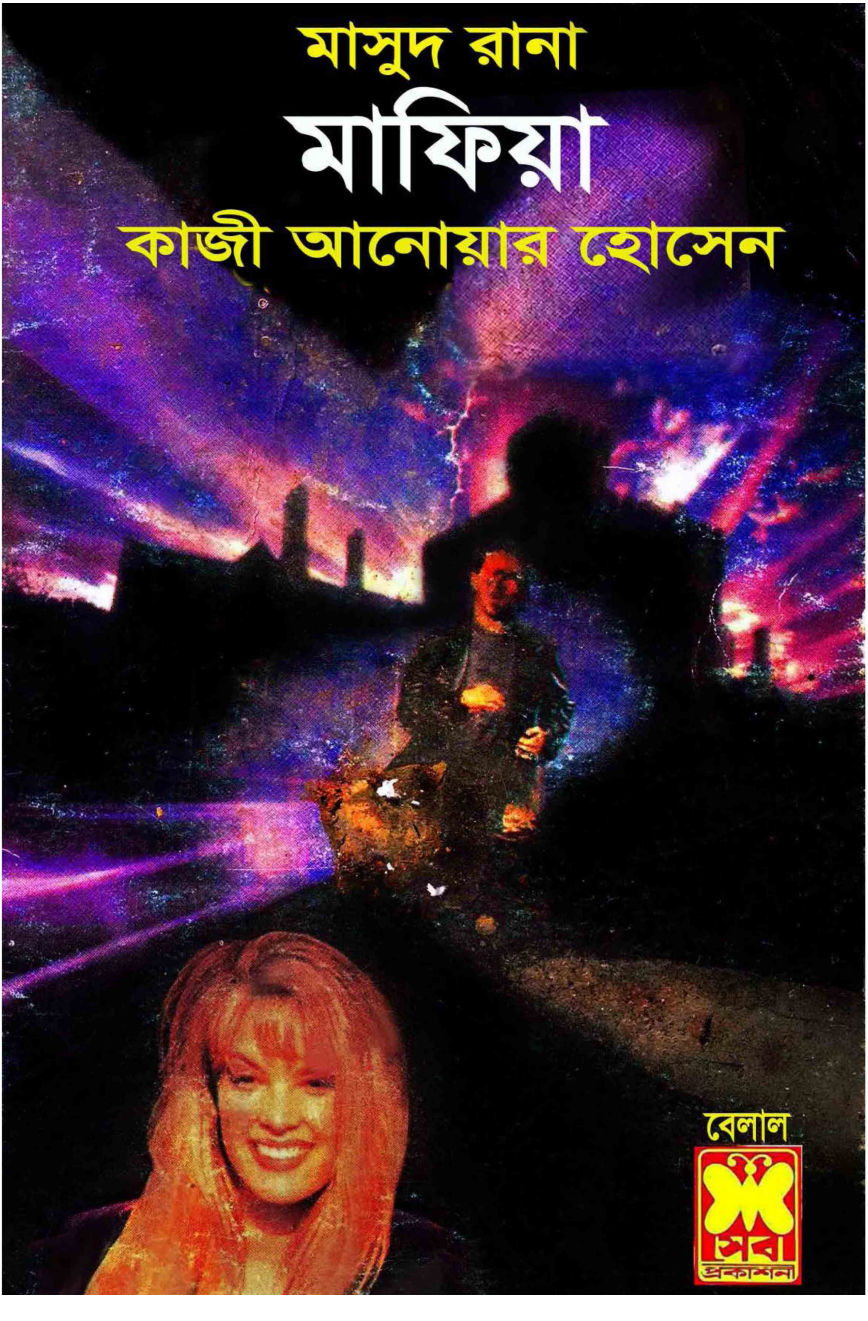

বেলাল

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

মাফিয়া

[একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস]

কাজী আনোয়ার হোসেন

হেরোইনে ছেয়ে গেছে দেশ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী,
খুলনা, সিলেটে হু-হু করে বেড়ে চলেছে মাদকাসক্তের সংখ্যা।
নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি।
খবর পাওয়া গেল, নিউ ইয়র্কের এক মাফিয়া ডন রয়েছে
এর পিছনে—বাংলাদেশে বিরাট নেটওয়ার্ক তার,
কয়েক ডজন ডিলারের মাধ্যমে হেরোইন
বাজারজাত করছে সে এ দেশে।

ডিলারদের নামের তালিকা আর ডনের মাথা, দুটোই চাই,
অতএব ছদ্মপরিচয় নিয়ে বৈরুত ছুটল মাসুদ রানা।
কায়দা করে ঢুকে পড়ল ডন 'পপআই' ফ্র্যানযিনির দলে।
একটু একটু করে কাজ গুছিয়ে এনেছে রানা,
শেষ সময় পরিচয় ফাঁস হয়ে গেল ওর।
তারপর…?

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

EXCLUSIVE

BANGLAPDF

Please, Give us Some Credit When U Share Our Books

Visit Us At BANGLAPDF.NET

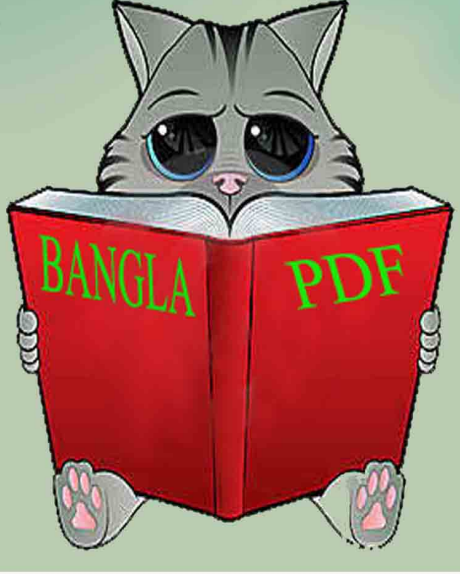

Scanning & Editing

BELAL AHMED

মাসুদ রানা ২৬২

মাফিয়া

(একখণ্ডে সমাপ্ত)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 7262 - 6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-262
MAFIA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সাতাশ টাকা
বত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল।

এক

বি.সি.আই হেড অফিস। মতিঝিল। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। সিগারেট টানছে। ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি হাসি। ওর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সোহেল, হাসির কারণ বোঝার চেষ্টা করছে। বাঁদরটা নিশ্চয়ই কোন কুকর্ম ঘটিয়েছে, ভাবছে সে।

এইমাত্র নিজ অফিসে ফিরেছে সোহেল, বস্ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সাথে জরুরী এক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে ও বসা। তার অনুপস্থিতিতে ঢুকেছে। ব্যাটার হাসি একটু একটু করে বাড়ছে দেখে সন্দেহের চোখে ডানে-বাঁয়ে তাকাল সোহেল, কুকর্মটা সনাক্ত করতে চাইছে। হঠাৎ কি খেয়াল হতে আঁতকে উঠল, সড়াৎ করে ডানদিকের ড্রয়ারটা খুলল। পেল না যা খুঁজছিল। বাঁ দিকেরটা খুলল। নেই।

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল সোহেলের। তাই দেখে প্রশ্ন করল রানা, 'কিছু খুঁজছিস্ নাকি, দোস্ত?'

'আমার সিগারেটের প্যাকেটটা কোথায়, রানা?' টেবিলে একটা কনুই রেখে ঝুঁকে বসল সোহেল। 'বের কর।'

ঘটনা কতদূর গড়াত কে জানে, হঠাৎ করে ইন্টারকম বেজে উঠতে হাঁফ ছাড়ল মাসুদ রানা। রাহাত খানের গমগমে গলা ভেসে এল। 'সোহেল, রানা তোমার ওখানে?'

'জ্বি, স্যার।'

'পাঠিয়ে দাও।'

'জ্বি।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল রানা। এই সুযোগে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। 'দেখলি তো, যাকে স্বয়ং আল্লা রক্ষা করেন, তাকে...' সোহেলকে তেড়ে আসতে দেখে দরজা খুলে এক লাফে বেরিয়ে পড়ল। আড়চোখে কাজে ব্যস্ত ওর সুন্দরী পি.এস. মেয়েটিকে দেখল। না, এদিকে লক্ষ নেই তার। 'আসি, দোস্ত,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'পরে আবার দেখা হবে।

পি.এস.-এর চোখে পড়ার ভয়ে ততক্ষণে ব্রেক কষেছে সোহেল। অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে রানার দিকে। কিছু না বললে খারাপ দেখায়, তাই বলল, 'হ্যাঁ,' কিল দেখাল নীরবে। 'পরে হবে।'

গা জ্বালানো হাসি দিল রানা। জানে সেক্রেটারির সামনে কিছু করবে না সোহেল, তাই নিশ্চিন্তে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ছুঁড়ে দিল ভেতরে। 'নে, একটা সিগারেট খা। মনে রাখিস, আজ আমি খাইয়ে গেলাম। পরেরবার এলে শোধ করে দিস্।' নিঃশব্দে টা-টা করে চলে গেল ও।

মেজর জেনারেলের পালিশ করা ঝকঝকে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দম নিল লম্বা করে। বুকের মধ্যে ছল্‌কে উঠল গরম রক্ত। কেন কে জানে, এই দরজার সামনে এলে, বৃদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবলেই এরকম হয় রানার। সব সময়। নক্ করল ও।

'এসো,' দরজার ওপরে নতুন বসানো স্পীকারের মাধ্যমে ভেসে এল বৃদ্ধের জলদ গম্ভীর কণ্ঠ।

মুখ তুলে জিনিসটা দেখল ও, আস্তে করে দরজা খুলল।

ঘন ঘন পাইপ টেনে মুখের সামনে ধোঁয়ার আড়াল তৈরি করে রেখেছেন বৃদ্ধ। ওর মাঝেও তাঁর চেহারায় উদ্বেগের ছাপ চিনতে ভুল হলো না রানার। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে, ভাবল ও, দুশ্চিন্তায় আছেন। মুখ খুললেন না তিনি, পাইপ-ইশারায় বসতে বললেন রানাকে।

বসল ও, দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছে। রাহাত খানের সামনে একটা প্লাস্টিক ফোল্ডার দেখল। তার ওপর একটা টাইপ করা শীট। কাগজটা ধপধপে সাদা। ফোল্ডারের পাশে চুরুটের মত লম্বা, চকচকে একটা ধাতব টিউব। চুরুটই হবে হয়তো। ওরকম টিউবেই আলাদা আলাদা প্যাক করা থাকে হাভানার সবচেয়ে দামী চুরুট। আবার নাও হতে পারে।

কিছুদিন পরপর রাহাত খানের ধূমপানের অভ্যেস বদলানোর কথা জানা আছে মাসুদ রানার। এক মাস কি দু'মাস পরপর পাইপ ছেড়ে চুরুট ধরেন তিনি, আবার চুরুট ছেড়ে পাইপ। তবে এ মুহূর্তে যখন পাইপ টানছেন, তখন সামনে চুরুট থাকার কথা নয়। বৃদ্ধের মুখ খোলার অপেক্ষায় থাকল ও।

মুখ থেকে পাইপ নামালেন তিনি। নড়ে বসলেন। রানাকেই দেখছেন অপলক, কিন্তু মন তাঁর আর কোথাও পড়ে আছে। দীর্ঘ সময় পরে সচকিত হলেন, দৃষ্টি স্থির হলো সামনের শীটটার ওপর। কাগজটা রানার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। 'এটা পড়ো।'

তুলে নিল ও কাগজটা। দেখেই বুঝল ওটা একটা ডোশিয়ে। পড়তে শুরু করল রানা। ওটা এরকম :

নাম : টনি ক্যানযোনেরি (২৮)
পিতার নাম : নিক ক্যানযোনেরি (মৃত)
জন্মস্থান : ক্যাসটেলমেয়ার, সিসিলি, ইটালি
উচ্চতা ৫'-১১"
চোখের মণি : কালো
চুলের রঙ : মেটে
দৃশ্যমান সনাক্তকরণ চিহ্ন কপালের ডানপাশে আধ ইঞ্চি দীর্ঘ কোনাকুনি গভীর এক কাটা দাগ
পেশা : হেরোইন চোরাচালান

ধরন : দাঙ্গাবাজ, মারদাঙ্গা মানুষ। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। কথার আগে হাত চলে। ভয় কাকে বলে জানে না।

অতীত কিশোর বয়স থেকেই ঘরছাড়া। কয়েক বছর বৈরুত অবস্থানের পর হঠাৎ হাওয়া হয়ে যায়। তিন বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিয়নসে উদয় হয় টনি ক্যানযোনেরি। দু'বছর পর ড্রাগ কেনাবেচার অভিযোগে মামলা হয় তার বিরুদ্ধে, পুলিসের তাড়া খেয়ে চলে যায় প্রেসকট। সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে অ্যারিজোনা, লস অ্যাঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিসকো প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায় তাকে। '৯২ সালে টিকতে না পেরে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে, ফের কয়েক বছরের জন্যে গায়েব হয়ে যায়। '৯৬ সালের শেষদিকে আবার বৈরুত এসে ঘাঁটি গাড়ে।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী বৈরুতেই আছে টনি ক্যানযোনেরি। পুরানো ব্যবসা অব্যাহত রেখেছে।

এর ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া গেলে বৈরুত পুলিসের 'মাদক নিয়ন্ত্রণ সেলে' রিপোর্ট করুন। তথ্য প্রদানকারীকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে।

ডোশিয়েটা দু'বার পড়ল মাসুদ রানা। চোখ তুলে রাহাত খানকে দেখল। তাঁর মুখের সামনের পর্দাটা আরও ঘন হয়েছে তখন। 'এ লোক কে, স্যার?'

'তুমি।'

'স্যার!'

আফসোস প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। ঠিক দেখল কি না নিশ্চিত নয় ও, মনে হলো ক্ষীণ হাসির আভাসও ফুটল তাঁর মুখে। 'তোমার মত নীতিবান কেউ হেরোইনের ব্যবসা করে, ভাবলে দুঃখ হয়, রানা।'

'স্যার...'

'পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকার হেরোইন নিয়ে ঘুরে বেড়াও তুমি,

ভাবতেই পারি না। আফসোস!'

এইবার বুঝল রানা। মুচকে হাসল। কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে বাধা দিলেন মেজর জেনারেল। 'মিথ্যে সাফাই গেয়ে লাভ নেই, রানা।' সেই চকচকে টিউবটা কাঁচের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিলেন তিনি ওর দিকে। 'তুমি যখন বৈরুত ল্যান্ড করবে, তখন এটা থাকবে তোমার পকেটে। কাজেই, বুঝতেই পারছ কথাটা মিথ্যে নয়। বৈরুত পুলিসের এই ডোশিয়ে একদম সত্যি। এবং গত তিন দিন থেকে এটা নিয়মিত ছাপিয়ে আসছে তারা ওখানকার সব বড় বড় খবরের কাগজে। কারও জানতে বাকি নেই এ কাহিনী।'

ফোঁস করে দম ছাড়ল ও। 'কি আছে এটার মধ্যে, স্যার?' টিউবটা হাতের তালুতে নিয়ে দোলাল।

'নিজেই দেখো না খুলে।'

ওটার মুখ খুলল রানা। অনুমান করতে পারছে কি আছে, তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ভরে দিল টিউবের সরু পেটে। তারপর জিভের ডগায় আলতো করে ছোঁয়াল আঙুলটা। হেরোইন! চোখ তুলল ও।

'একদম খাঁটি। পুরো দেড় লাখ ইউএস ডলার দাম ওইটুকুর।'

'বুঝেছি, স্যার। এখন আমাকে কি করতে হবে, এটা নিয়ে ধরা দিতে হবে বৈরুত পুলিসের হাতে?'

'না।'

'তাহলে?'

'নিউ ইয়র্কের মাফিয়া ডন, জোসেফ ফ্র্যানযিনির নাম শুনেছ নিশ্চই?'

'সেই পঙ্গু ডন? যে হুইল চেয়ারে বসে সাম্রাজ্য চালায়?'

'হ্যাঁ, সেই লোক। তার চোখে পড়তে হবে তোমাকে। মানে, তার রিক্রুটিং এজেন্টের চোখে।'

'কোথায় সে, বৈরুতে?'

'হ্যাঁ।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। জানে মূল প্রসঙ্গে যখন এসেছেন বৃদ্ধ, আর প্রশ্ন না করলেও চলবে, নিজেই বলে যাবেন সব গড় গড় করে। 'নিউ ইয়র্কের "মাফিয়া কমিশন" সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'মোটামুটি সবই, স্যার।'

'যেমন?'

'ওদের কমিশন আসলে অনেকটা সুপ্রীম কোর্টের মত। মাফিয়ার সর্বোচ্চ আনঅফিশিয়াল আদালত। নিজেদের ভেতরের সমস্ত সমস্যা ওই কোর্টে সমাধান করতে হয় ওদের। নিউ ইয়র্কের সাতজন সবচে' বেশি প্রভাব ও বিত্তশালী ডন এই কমিশনের খুঁটি। সবাই যার যার পরিবারের মাথা। এরা সহজে একে অন্যের সাথে মিলিত হয় না। যখন এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের খুব বড় ধরনের কোন সংঘর্ষ বা সমস্যা দেখা দেয়, তখন বৈঠকে বসে এরা। এবং সে বৈঠকে সিদ্ধান্ত যেটাই হয়, তাই মেনে নিতে হয় বাদী-বিবাদী পক্ষকে। এসব ব্যাপারে কমিশন অত্যন্ত কড়া। বিশ্বের সবচে' বেশি ক্ষমতাশালী রুলিং বা গভর্নিং বোর্ড যতগুলো আছে, অফিশিয়ালী, তাদের কোনটার চাইতে কোন অংশে কম নয় মাফিয়া কমিশন। না ক্ষমতার দিক থেকে, না টাকাকড়ির দিক থেকে।

'সমষ্টিগত কোন সমস্যা দেখা দিলেও একজোট হয়ে তা কাটানোর চেষ্টা করে কমিশন। মাফিয়া পরিবারগুলোর কার্যক্রম বলতে গেলে তারাই পরিচালনা করে। যেমন অমুক পরিবারের ব্যবসার চৌহদ্দি বেঁধে দেয়া, তমুক পরিবারের সুবিধের জন্যে প্রশাসনের "সুনজর" কেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্যে প্রয়োজনে যত কঠোর নিষ্ঠুর হওয়া প্রয়োজন, হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না কমিশন।

'এই কমিশনই আসলে নিউ ইয়র্কের পরিবারগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখেছে। দাপটের সাথে ব্যবসা করছে মাফিয়া। বিশ আর ত্রিশের দশকে মার্কিন সরকার প্রায় ধ্বংস করে দেয় এদের, তারপরও টিকে যায়

মাফিয়া। সব এই কমিশনেরই কল্যাণে। কমিশনের যে কোন রায় মাফিয়া পরিবারগুলোর সদস্যদের কাছে অনেকটা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণীর মত, বিনা ওজরে মাথা পেতে মেনে নেয় প্রত্যেকে।'

থামল ও। আরও কিছু তথ্যের আশায় নিজের স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়াল। মনে পড়ল না।

'গুড,' মুখ খুললেন রাহাত খান। 'এ-ও নিশ্চই জানো যে আজকাল আর আগের মত চুরি-ডাকাতি, লুটপাট-ছিনতাই, অর্থাৎ যে-সবের মাধ্যমে একদিন ওরা টাকা কামিয়েছে, সে সব হাত নোংরা করার মত কাজ করে না। ছেড়ে দিয়েছে। নোংরা ব্যবসা সবই করে বটে, তবে ভদ্রভাবে। নীট অ্যান্ড ক্লীন ওয়েতে।'

'জ্বি, স্যার।'

'হাতে যখন পয়সা জমে ওদের, ধরো, বছর ত্রিশেক আগে, তখন থেকে মাফিয়া পরিবারগুলো আইনসিদ্ধ যত ব্যবসা আছে, সবগুলোতেই নাক ঢোকাতে আরম্ভ করে দেয়। এবং সফলও হয়। চমৎকারভাবে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয় মাফিয়া। ওদের বুদ্ধি আছে, টাকা আছে, ক্ষমতা-প্রভাব আছে, প্রয়োজনে চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের হিম্মত আছে। শেষের এই জিনিসটা সাধারণ আমেরিকানদের ছিল না বলে দেখতে দেখতে ওদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে মাফিয়া।'

মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্প, ভাবল রানা। প্যাচাল ছেড়ে আসল কথায় এলেই হয়। 'জ্বি।'

'এর ফলে আজ বলতে পারো বেশ বিপদেই পড়ে গেছে ওরা। অনেকটা হিটলারের সেনাবাহিনীর মত। দেশ জয়ের উন্মাদনায় বিরতি না দিয়ে মাইলের পর মাইল এগিয়ে গেছে তার সেনাবাহিনী। অথচ গুরুত্বপূর্ণ আর সব—রসদ, ফুয়েল ইত্যাদি পড়ে গেছে অনেক পিছনে, এগোবার সময় খেয়াল ছিল না। যখন সৈনিকরা খিদেয় কাতর, তেলের অভাবে গাড়ি চলে না, শত্রু অতর্কিত হামলা চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে

দিয়েছে জার্মান বাহিনীকে। অনেক ফ্রন্টেই ঘটেছে এ ঘটনা।

'তেমনি মাফিয়া যতই আইনসিদ্ধ ব্যবসার সাথে নিজেদের জড়িয়েছে, ততই নিজেদের অতীত নিষ্ঠুরতার ধার হারিয়েছে। ভোঁতা হয়ে গেছে ওদের ছুরি। অর্থ আগের চাইতে হাজার গুণ বেশি আছে মাফিয়ার, প্রভাবও আছে, কিন্তু অর্গানাইজেশন পরিচালনা করার আগের সেই দক্ষতা নেই। সমস্যায় আছে মাফিয়া।'

'সমস্যা? কিন্তু, স্যার, আমার জানা মতে বর্তমানে আমেরিকায় অর্গানাইজড্ ক্রাইম অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।'

'করেছে,' ওপর-নিচে মাথা দোলালেন রাহাত খান।

'তাহলে?'

'তুমি নিজেই বললে অর্গানাইজড্ ক্রাইম, মাফিয়া-ক্রাইম নয়। আসল কথা হচ্ছে, আজকাল মাফিয়ার সেই একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। ধীরে ধীরে তাদের অতীতের ক্ষেত্রগুলো দখল করে নিচ্ছে স্প্যানিশ, পুয়ের্টো রিকানস্, চিকানোজ, কিউবানরা। এরা একজোট হয়ে ভঙ্গ করছে মাফিয়ার সমস্ত অতীত রেকর্ড।'

'জ্বি, বুঝেছি।'

'কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের হাতে প্রচুর মার খেতে হয়েছে মাফিয়াকে। আগে ওদের কোন পরিবারে ছেলে সন্তানের জন্ম হলে তাকে যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলার আয়োজন করা হত, এখন গড়া হয় ডিগ্রীধারী ব্যবসায়ী করে। প্রয়োজনের সময় স্বভাবতই এরা অস্ত্র ধরতে পর্যন্ত পারে না, লড়াই করা তো অনেক পরের কথা। এসব সমস্যার কথা ভেবে আবার আগের দিনে ফিরে যেতে চাইছে মাফিয়া। গত এক বছরে এ ব্যাপারে কয়েকবার বৈঠকে বসেছে কমিশন, সিদ্ধান্ত পাসও করেছে। এখন চলছে ওদের রিক্রুটিং। নিউ ইয়র্কের প্রতিটি মাফিয়া পরিবার নিজেদের জন্যে দুর্ধর্ষ সেনা-বাহিনী গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত এ মুহূর্তে।'

নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা।

'কয়েক জায়গায় রিক্রুটিং ক্যাম্প বসিয়েছে ওরা। খবর পৌঁছে গেছে

জায়গামত। সিসিলি থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে অল্পবয়সী, বেপরোয়া ব্যান্ডিটোরা। বাপ-দাদারা অতীতে যেভাবে দল চালিয়েছে, কমিশন তাই করতে চাইছে আবার নতুন করে।'

থামলেন রাহাত খান। নিভে যাওয়া পাইপ থেকে পোড়া তামাক ফেলে নতুন করে ভরলেন। যথেষ্ট সময় নিয়ে ধরালেন। 'মাফিয়া পরিবারগুলোর প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে নতুন এই অর্গানাইজড্ ক্রিমিনালদের শায়েস্তা করা, তারপর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা।'

'কাজটা ওরা কিভাবে করছে, স্যার?'

আবার হাসির আভাস ফুটল রাহাত খানের মুখে। 'বেশিরভাগ পরিবার তোমার জন্মস্থান, সিসিলির ক্যাসটেলমেয়ার থেকে লোক রিক্রুট করছে, ওখান থেকে বোটে করে পাঠিয়ে দিচ্ছে নিকোসিয়া। তারপর বৈরুত। সেখান থেকে বিভিন্ন পথে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের।'

'তাহলে বৈরুতে কোন নিয়োগ হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। ওখানেও আছে একটা রিক্রুটিং সেন্টার। কমিশনের অন্যতম সদস্য, ডন জোসেফ ফ্র্যানযিনির। বাংলাদেশে বর্তমানে হেরোইন আসক্তের সংখ্যা সম্পর্কে কতটা জানো তুমি?'

'মোটামুটি, স্যার। ভয়াবহ অবস্থা। পত্র-পত্রিকায় যা ছাপা হচ্ছে আজকাল, তাতে মনে হয় দেশে হঠাৎ করে সহজপ্রাপ্য হয়ে গেছে হেরোইন, দামও কমেছে। যারা বিকল্প নেশা করত, জরিপে নাকি দেখা গেছে তারা আবার হেরোইনের দিকে ঝুঁকেছে। নতুন আসক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে।'

'ঠিক। পুলিসসহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রমতে হঠাৎ করে দেশে হেরোইনের আমদানী খুব বেড়ে গেছে। কিছু লোক, কয়েক মাস আগে পর্যন্ত যাদের চাকরি-ব্যবসা কিছুই ছিল না, পত্রিকা অফিসের দেয়ালে সাঁটা পত্রিকার আবশ্যক কলাম পড়ে দিন কাটাত, এমন অনেকে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছে। এরা অনেকেই এখন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি।

মোটা অঙ্কের চাঁদা দেয় তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিনিময়ে ওরা তাদের প্রোটেকশন দেয়।'

'হ্যাঁ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমাদের দেশের এই ছবিটা আর কোনদিন বোধহয় বদলাবে না।'

'এবার বদলাবে,' দৃঢ় আস্থার সাথে বললেন রাহাত খান। 'নিশ্চই বদলাবে। সময় হয়েছে।'

'কি করে?' চ্যালেঞ্জের সুর ফুটল রানার কণ্ঠে। 'ক্ষমতাসীন বা বিরোধী, সব দলই সমান আমাদের। এদের জন্যে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরে এক পাও এগোতে পারেনি দেশ, বরং পিছিয়েছে, ক্রমে আরও পিছাচ্ছে।'

'জানি। তবে অন্তত একটা ছবি যে এবার বদলাবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। সে কথায় পরে আসছি, আগে কাজের কথা শেষ করে নিই।'

'জ্বি, বলুন।'

'সিরিয়ার নুসাইবিনে বড় এক হেরোইন মজুত ক্ষেত্র আছে বলে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে। জায়গাটা সিরিয়া-তুরস্ক বর্ডারে। বিভিন্ন স্থান থেকে এসে ওখানে জড়ো হয় হেরোইন, তারপর আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যায় স্থল, বিমান আর নৌ পথে। বড় একটা অংশ সাগরপথে বৈরুত আসে, সেখান থেকে দূর প্রাচ্য, দক্ষিণ-পুব এশিয়া ও ইন্দোচিনের বিভিন্ন দেশেও চালান হয়। বছর দুয়েক ধরে এটা চলছে, এতদিন ঘুণাক্ষরেও জানা যায়নি। হয়তো এখনও জানা সম্ভব হত না, যদি না ব্যবসা নিয়ে কামড়াকামড়ি, খুনোখুনি শুরু হত।'

'বুঝলাম না, স্যার।'

'নুসাইবিনের হেরোইন ঘাঁটির মালিক ডন জোসেফ ফ্র্যানযিনি। প্রথম থেকেই একচেটিয়া ব্যবসা করে আসছে সে, হঠাৎ করে আরেক ডন; সেও কমিশনের সাত সদস্যের এক সদস্য, এর একচেটিয়া আধিপত্যের ওপর হস্তক্ষেপ করে বসেছে। তারও ইচ্ছে ফ্র্যানযিনির

রমরমা বাজারে ব্যবসা করবে।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কমিশনের মাথাগুলোই নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'দ্বিতীয়জন কে?'

'গিতানো রুগেইরো।'

'আচ্ছা!' এ লোক ডন হিসেবে একেবারেই অল্পবয়সী, জানে রানা। মাত্র বেয়াল্লিশ বছর বয়স তার। পঁয়ষট্টির নিচে রুগেইরোই প্রথম এবং একমাত্র ডন। সে-ও নিউ ইয়র্কের।

'হ্যাঁ। রুগেইরোকে খাব্‌লা বসাবার জন্যে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আরও আগেই নিউ ইয়র্কে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে নতুন গজিয়ে ওঠা ক্রিমিনালদের হাতে। ফ্র্যানযিনিও তাই। পরেরজনের বয়স আর অভিজ্ঞতা বেশি বলে আগেই হেরোইনের ব্যবসা মধ্যপ্রাচ্যে সরিয়ে এনেছিল সে, চুটিয়ে মুনাফা করে যাচ্ছিল। সহ্য হলো না রুগেইরোর।

'এ যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে আজ হোক, কাল হোক, ফ্র্যানযিনির ব্যবসায় ভাগ সে বসাবেই। সেক্ষেত্রে হেরোইনের সরবরাহ এ অঞ্চলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা আছে। কিন্তু তা হতে দেয়া যায় না। সময় থাকতে দুটোকেই উপড়ে ফেলতে হবে।'

'কিভাবে, স্যার?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ। 'সে দায়িত্ব তোমার, রানা!'

'না, তা বুঝেছি;' তাড়াতাড়ি সংশোধন করল ও। 'মানে, আমি বলতে চাইছি কাজটা কিভাবে করতে বলেন আপনি।'

খানিক নীরবে ধোঁয়া গিললেন মেজর জেনারেল। 'অন্যদের রিক্রুটিঙের কাজ অন্যখানে চললেও ফ্র্যানযিনির চলে বৈরুতে। ওখানে তার প্রতিনিধি আছে, লোক বাছাই আর নিয়োগ করা তার দায়িত্ব। এই লোকের নজরে পড়তে হবে তোমাকে, ওই দলে ঢুকতে হবে। ফ্র্যানযিনি-রুগেইরোর মারামারি যত জিইয়ে রাখা যায়, ততই লাভ

আমাদের।

'জানা গেছে, ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা সিলেট, এই পাঁচটি শহরে প্রচুর ডিলার আছে ফ্র্যানযিনির। সন্দেহ যতই থাকুক, প্রমাণের অভাবে কাউকে স্পর্শও করা যাবে না। টাকার জোরে ছাড়া পেয়ে যাবে ওরা। আমি তা হতে দিতে চাই না। যাকে ধরব, প্রমাণসহ জন্মের মত ধরব। এ জন্যে ওদের নামের তালিকা চাই আমি।'

'কিন্তু, স্যার, প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করব আমি, আশা করি সফলও হব। কিন্তু তারপর? আপনি একদিক থেকে ওদের ধরবেন, আরেকদিক দিয়ে রাজনীতিকরা, আমলারা ফোন করে...'

বৃদ্ধকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল রানা। 'তোমাকে আগেই বলেছি, রানা, এবার অন্তত তা হবে না। কালই এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে মন্ত্রী পরিষদের সভাকক্ষে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে নিজমুখে কথা দিয়েছেন তেমনটা এবার হবে না। তিনি আমাকে লিখিতও দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিইনি। প্রধানমন্ত্রী নিজে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, রানা, এর বেশি আর কি আশা করো তুমি?'

'আর কিছু না, স্যার। তাঁর মুখের কথা যথেষ্টর চাইতেও বেশি।'

'আরও আছে। কাল অনেক রাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে নিয়ে মিন্টো রোডে গিয়েছিলাম আমি, কেন জানো?'

'বিরোধীদলীয় নেত্রীর সাথে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ। সব শুনে তিনি কি বলেছেন অনুমান করতে পারো?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল ও।

'বলেছেন, তাঁর দলের নেতা-কর্মীর কোন আত্মীয়-স্বজন যদি থাকে ওর মধ্যে, সেগুলোকে আগে ধরতে। কেউ যদি তাদের মুক্তির জন্যে এমনকি আকারে-ইঙ্গিতেও সুপারিশ করে, গোপনে তার নামটা জানাতে বলেছেন তাঁকে। এবার বুঝলে কেন এতটা নিশ্চিত আমি?'

জাতির স্বার্থে অন্তত এই একটি ব্যাপারে দুই নেত্রী এক হতে পেরেছেন জেনে আনন্দে বুক ভরে উঠল রানার। অন্যান্য সমস্যার

ক্ষেত্রেও যদি এঁরা এক হতে পারতেন! 'যদি আমার মৃত্যু না হয়, স্যার, খুব শিগ্‌গিরই সে তালিকা হাতে পেয়ে যাবেন।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন রাহাত খান। 'মৃত্যুর কথা ভুলে যাও, রানা। দেশের জন্যে এখনও অনেক কিছু করা বাকি আছে তোমার। কোনও প্রশ্ন?'

'ফ্র্যানযিনির প্রতিনিধি নতুন লোক রিক্রুট করে কোথায় পাঠায়, স্যার?'

'যুক্তরাষ্ট্রে। ওখানে তাদের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করা হয়। ষণ্ডাগুলোকে বেছে বেছে অস্ত্র চালনা শেখানো হয় যাতে তারা রুগেইরো বা অন্য শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে। অন্যদের হেরোইনের কুরিয়ার করে মধ্যপ্রাচ্যে ফেরত পাঠানো হয়। ফ্র্যানযিনির কুরিয়ারেরও অভাব চলছে এ মুহূর্তে। তার অনেক লোককে ধরিয়ে দিয়েছে রুগেইরো।'

'ও দেশে ঢোকে কি করে ওরা?'

'নকল পাসপোর্ট নিয়ে। বৈরুতে ফ্র্যানযিনির নিজস্ব পেনম্যান আছে। লোকটা এ কাজে এতই ওস্তাদ যে মার্কিন কাস্টমস এ পর্যন্ত একজনকেও জাল পাসপোর্টধারী বলে সনাক্ত করতে পারেনি। ধরা তো পরের কথা।'

'বুঝতে হবে সে-ও তাহলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'মার্কিন কাস্টমস যদি লেবানন থেকে আসা যাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়, তাহলে সিসিলিয়ানদের মিছিল ঠেকানো...'

'তা হবে কি করে? ওরা তো কেবল লেবানন থেকেই যায় না, যায় পৃথিবীর সবখান থেকে। বৈরুতে ওদের কেবল জড়ো করা হয়, আর মার্কিন পাসপোর্ট তৈরি করে দেয়া হয়। তা নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওরা, চারদিক থেকে ঢোকে আমেরিকায়। তাছাড়া বেশিরভাগই আসে রিটার্ন চার্টার ফ্লাইটে, এর ওপর কাস্টমসের তেমন একটা নিয়ন্ত্রণ নেই। আর জাহাজে চড়ে প্রবেশ তো অহরহই ঘটছে। নৌ পথেই বেশি ঢোকে

ওরা।'

ঘন ঘন পাইপ টেনে নিজেকে আবার আড়াল করে ফেললেন রাহাত খান। 'ফ্র্যানযিনির পাইপ লাইনে ঢুকতে হবে তোমাকে, রানা। কেঁচোর মত নয়, বাঘের মত জানান দিয়ে। কি ভাবে কি করবে তুমিই ভেবে ঠিক করো। আমি চাই সেই নামের তালিকা, ফ্র্যানযিনি-রুগেইরোর মাথা। আর, ফেরার পথে নুসাইবিন হয়ে এসো।'

'নুসাইবিন হয়ে?'

'হ্যাঁ। ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে আসবে সব।'

'কবে রওয়ানা হতে হবে আমাকে, স্যার?'

'আজই সন্ধেয় ফ্লাইট তোমার,' ফোল্ডারটা সামনে এগিয়ে দিলেন। 'এর মধ্যে যা যা আছে দেখে নাও সব। এগুলো বাইরে নেয়া চলবে না। কেবল টিউবটা ঢাকা ত্যাগের সময় সাথে থাকবে তোমার। ঢাকা বা বৈরুত কাস্টমস ওটা দেখলেও না দেখার ভান করবে।'

'সে জন্যে নিশ্চই কোন সঙ্কেতের ব্যবস্থা আছে?'

'আছে। কোটের বাটন হোলে একটা সাদা গোলাপ কুঁড়ি পরতে হবে তোমাকে। ওটা দেখলে ওরাই তোমাকে খুঁজে নেবে।'

ফোল্ডার খুলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। পনেরো মিনিট পর রাহাত খানের রুম থেকে বেরিয়ে এল। করিডরে দাঁড়িয়ে সোহেলের সিগারেটের প্যাকেট বের করল ও, একটা ধরিয়ে বুভুক্ষের মত এক টানে সিকিভাগ পুড়িয়ে ফেলল, তারপর নাকমুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগোল।

দু'দিন আগের কথা।

মন্ত্রী পরিষদের মীটিং কক্ষে জরুরী বৈঠক বসেছে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সচিব, উপ-সচিব এবং পুলিস, ডিএসবি, এনএস আই ও অ্যান্টি করাপশন ব্যুরোর প্রধানরা উপস্থিত বৈঠকে।

এছাড়া আছেন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বিশ্বস্ত দুই সিনিয়র মন্ত্রী আর তাঁর প্রেস সচিব। রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলছে।

সবার চেহারায় গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। ঘাড় গোঁজ করে যার যার সামনের ফাইল দেখায় ব্যস্ত তাঁরা। পুলিস আর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত রিপোর্ট আছে ফাইলে, আর আছে দেশের প্রায় সবগুলো পত্রিকার একই বিষয়ের ওপর গত ছয় মাসে ছাপা অজস্র রিপোর্টের সারাংশ। ফাইল এরমধ্যে একবার পড়ে শেষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী, আবার শুরু করেছেন। এক সময় মুখ তুললেন তিনি। একে একে উপস্থিত সবার ওপর দিয়ে থেমে থেমে ঘুরে এল তাঁর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি।

'এ ভাবে কোনও দেশ চলতে পারে না,' মৃদু, মার্জিত কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। 'এভাবে চলতে থাকলে আগামী দশ বছরে ধ্বংস হয়ে যাবে এ দেশের মেরুদণ্ড। শেষ হয়ে যাবে আমাদের ছেলেরা। জনগণের জন্যে ভাল কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে এতদিনে কি করতে পেরেছি আমরা? কিছুই না। কেন? আমাদের লোকবলের অভাব? সূত্রের অভাব? নাকি সৎ মানসিকতার অভাব?'

তর্জনী দিয়ে ফাইলে মৃদু টোকা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। 'কেন আমরা একটু গভীর ভাবে ভেবে দেখছি না যে এই মৃতরা আমাদেরই কারও না কারও সন্তান-ভাই? যদি তা ভাবতে পারি, তাহলে কেন আমরা ব্যর্থ হচ্ছি এদের গণ আত্মহত্যা ঠেকাতে? কেন আমাদের চোখের সামনে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে মরছে এরা? এভাবে আর কতদিন চলবে?'

মুখের সামনে হাত মুঠো করে মৃদু 'খুক্' করে কেশে উঠলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। সফল হলেন, ঘুরে তাকালেন প্রধানমন্ত্রী।

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এইসব ড্রাগ, বিশেষ করে হেরোইনের যারা ডিলার, তাদের খুঁজে বের করার কাজে এতদিন ব্যস্ত ছিল আমাদের প্রতিটি গোয়েন্দা সংস্থা। সবার পরিচয় আমরা পেয়েছি এমন দাবি করছি না, তবে শতকরা ষাটজনকে যে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, তাতে কোন

সন্দেহ নেই।'

'তারপর?'

'সবচেয়ে উদ্বেগের কথা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গত এক বছরে দেশে হেরোইন ডিলারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে।'

'সবাইকে সনাক্ত করা গেছে?'

'সবাইকে নয়, অনেককে।'

'কোত্থেকে আসে এদের মাল?'

'মধ্যপ্রাচ্য থেকে। বিশেষ করে বৈরুত থেকে। এদেশী ডিলাররা রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছে। বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা, কোনটারই অভাব নেই এদের।'

'এদের ধরা হচ্ছে না কেন?' হেলান দিয়ে বসলেন প্রধানমন্ত্রী।

'প্রমাণের অভাব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আজ এই মুহূর্তে তাদের অনেককে আটক করতে পারি আমরা, কিন্তু আদালতে মামলা গেলেই জামিন পেয়ে যাবে সবাই। আসল কাজ কিছুই হবে না। বিশেষ ক্ষমতা আইনে বা চুয়ান্ন ধারা মোতাবেক কাজটা করা যায় কি না, তাও ভেবেছি। করা যায়। কিন্তু এত সব অর্থবিত্তশালীকে একযোগে আটক করলে দেশে রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দেবে। আরও বড় অসুবিধে হচ্ছে, এদের আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্যে আটক রাখতে পারলেও আসলে যে জন্যে এতকিছু, সেই হেরোইনের চোরাচালান বন্ধ হবে না। সরবরাহকারী এদের ছেড়ে আরও নতুন ডিলার খুঁজে নেবে। বর্তমান ডিলারদের বেশিরভাগকে সনাক্ত করতে আমাদের এক বছরের কিছু বেশি লেগেছে, নতুনদের বেলায় হয়তো সময় আরও বেশি লাগবে।'

'তাহলে?' খানিকটা হতাশ দেখাল প্রধানমন্ত্রীকে। 'এর থেকে রেহাই পাওয়ার কি উপায়, ভেবেছেন?'

'জ্বি, ভেবেছি। এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে, সরবরাহকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। গত বছর দুয়েক ধরে এক মাফিয়া ডন বৈরুতের মাধ্যমে এশিয়ার এই অংশে হেরোইন সাপ্লাইয়ের বড় এক পাইপ লাইন

চালু করেছে। তার মালই বেশি আসছে বাংলাদেশে। আপনার সামনের ফাইলে দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা আকস্মিক ভাবে বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে রিপোর্টগুলো আছে, এর জন্যে সেই দায়ী। খুব শীঘ্রি সম্ভবত আরও এক ডন যোগ দেবে তার সাথে। বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ হেরোইন আসবে দেশে, সরবরাহ অতিরিক্ত হলে যা হয়, দাম পড়ে যাবে জিনিসটার। নতুন নতুন আসক্তের সংখ্যা বেড়ে যাবে হু-হু করে। সব তথ্যই আছে আমাদের হাতে।'

চেহারার রঙ মুছে গেল প্রধানমন্ত্রীর। 'সেই ডনকে নিশ্চিহ্ন করা গেলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলছেন?'

'অন্তত কিছুদিনের জন্যে হবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তবে শুধু ওতেই চলবে না, আমাদের বিশ্বাস, ডনের কাছে তার বাংলাদেশী ডিলারদের নামের তালিকা ও তথ্য প্রমাণ অবশ্যই আছে। সেটাও পেতে হবে আমাদের, এদেরও যাতে সমূলে ধ্বংস করতে পারি আমরা। এবং তা যথাসম্ভব দ্রুত করতে হবে, দেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আগেই।'

'সে কাজে হাত দিতে কোন সমস্যা আছে?'

'জ্বি, আছে।'

'কি সেটা?'

'কাকে দিয়ে করাব আমরা এ কাজ? পুলিসকে দিয়ে?' পুলিসের আইজির ওপর দিয়ে ঘুরে এল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি। 'পুলিস বাহিনীর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেই বলছি, তাদের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। হাজারটা ছিদ্র আছে আমাদের পুলিস বাহিনীতে, তারা দু'পা এগোবার আগেই খবর লীক হয়ে যাবে। নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত পৌঁছতেও সময় লাগবে না। এন. এস. আই., এস. বি., ডি. এস. বি., বা অ্যান্টি করাপশনকে দিয়ে হয়তো করানো যায়, কিন্তু এ কাজের জন্যে যে ধরনের মানুষ প্রয়োজন, তা এ মুহূর্তে এদের কারও হাতে নেই। এ কাজ যে করবে, তাকে হতে হবে রুথলেস। এবং দুর্দান্ত সাহসী। পাথরের মত হতে হবে তার অন্তর।'

'এ রকম একজনও নেই আমাদের?'

'আছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। একটি মাত্র সংস্থার আছে সে ক্ষমতা। যদিও এ কাজ তাদের নয়। তাছাড়া ওটা আমার অধীনেও নয়।'

'আপনি বিসিআইয়ের কথা বলছেন?'

'জ্বি। ওদের চীফ, মেজর জেনারেল রাহাত খানের সাথে আজ কথা বলেছি আমি। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'সরকারের অনুরোধে এ ধরনের কাজ করতে নেমে অতীতে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিসিআইয়ের। ওরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আসামী ধরে এনে দেয়, মন্ত্রী, সাংসদ বা আমলারা তাদের নিজেদের আত্মীয় স্বজন পরিচয় দিয়ে ছাড়িয়ে আনে, বহুবার ঘটেছে এরকম। তাই ওরা তেমন আগ্রহী নয়।'

'আপনি মেজর জেনারেলকে আসতে অনুরোধ করুন। আমি প্রয়োজনে তাঁকে লিখিত দেব যে এবার সে ধরনের কিছু ঘটবে না। তাহলে নিশ্চয়ই...'

হাসি ফুটল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে। 'সে ক্ষেত্রে অবশ্যই রাজি হবেন তিনি। শত হলেও এ দেশটা তাঁরও। দেশ গড়ার পিছনে প্রচুর অবদান রয়েছে মেজর জেনারেলের। দেশের স্বার্থে এ কাজ অবশ্যই করবেন তিনি।' পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে রাহাত খানের নম্বর পাঞ্চ করতে শুরু করলেন তিনি।

দুই

রাত ন'টায় বৈরুত এয়ারপোর্টের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। হাতে একটা মাঝারি সুটকেস আর একটা ব্রীফকেস। পরেরটার ফলস্ কম্পার্টমেন্টে শুয়ে আছে হেরোইন ভর্তি কন্টেইনার। ওটা যদি বুক পকেটে থাকত, তাও কোন অসুবিধে ছিল না। বাটনহোলের সাদা পতাকার জন্যে রীতিমত জামাই আদর পেয়েছে রানা জিয়া এবং বৈরুত এয়ারপোর্ট কাস্টমসের কাছে। স্রেফ নামকাওয়াস্তে চেক করা হয়েছে ওর লাগেজ। দুই এয়ারপোর্টের দুই অফিসারের ভাব দেখে রানার মনে হয়েছে, ওর লাগেজে হয়তো বিষাক্ত কেউটে আছে বলে তাদেরকে ধারণা দেয়া হয়েছিল, অথবা অ্যাটম বোমা।

ছোবল খাওয়ার অথবা ভিরমি খাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই দেখেইনি। ডালা দুটো খুলেছে কেবল, তারপর ঝপ্ করে ফেলে চক মার্ক করে দিয়েছে।

একেবারে খট-খট করছে শুষ্কং কাষ্ঠং বৈরুত। গরম কড়াই থেকে ভাপ্ উঠছে যেন। দু'মিনিটের মধ্যেই সারা গা চিড়বিড় করে উঠল রানার। সামনে এসে ব্রেক কষল একটা ফিয়াট ট্যাক্সিক্যাব। পিচ্চি। চালক নিজেও তাই। বাঁদরের মত এক লাফে বেরিয়ে এল সে। রানার সুটকেস লক্ষ্য করে থাবা চালিয়ে বসল।

বুকের মাঝ পর্যন্ত বোতাম খোলা হলুদ স্পোর্টস গেঞ্জি পরে আছে লোকটা, মাথায় তারবৃশ—মিশরীয় ফেজ টুপি। সুটকেস বুটে রেখে

ফিরে এল সে, ভাব দেখেই বুঝে নিয়েছে ব্রীফকেস নিজের সাথে রাখতে আগ্রহী আগন্তুক, তাই আর হাত বাড়াল না। প্রায় দুর্বোধ্য ইংরেজিতে বলল, 'হোয়্যার টু, স্যার?'

পিছনের বড়জোর হাত দুয়েক চওড়া স্পেসে নিজেকে বহু কষ্টে ঠেসেঠুসে ভরল রানা। বেকায়দা ভঙ্গিতে বসল। হাঁটু প্রায় থুতনির সাথে ঠেকে আছে। 'সেইন্ট জর্জেস হোটেল,' বলল ও। 'আর খোদার দোহাই, আস্তে চালিয়ো।'

গিয়ার স্টিকে হাত রেখে ঘুরে তাকাল ড্রাইভার, দাঁত বের করে মাথা ঝাঁকাল। 'ইয়েস, স্যার! উই ফ্লাই লো অ্যান্ড স্লো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই চলবে।'

'রাইট, স্যার।' পরক্ষণে কামানের গোলার বেগে ছুটল ওরা, সর্বোচ্চ গতিতে এয়ারপোর্ট এলাকা ত্যাগ করল ফিয়াট। তারপর ডানদিকের দু'চাকায় ভর করে চোখের পলকে এক বাঁক নিয়ে শহরমুখী পাহাড়ী রাস্তায় পড়ল। টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল চারদিক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। ইটালিয়ান ড্রাইভারদের মত এরাও বেয়াড়া, যা বলা হয় ঠিক তার উল্টো করে। যতটা সম্ভব আয়েশ করে বসে মনটা অন্য চিন্তায় ব্যস্ত রাখতে চাইল ও। প্রাচীন বৈরুতের কথা ভাবল, যিশুখ্রিস্টের জন্মের পনেরোশো বছর আগে পত্তন হয় এ শহরের। কথিত আছে, এখানেই ড্রাগনদের অগ্রযাত্রায় বাধা দিয়েছিলেন সেইন্ট জর্জ।

এক সময় মুসলমানরা কব্জা করে বৈরুত, পরে তাদের পরাজিত করে বল্ডউইনের নেতৃত্বাধীন খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারা। আরও পরে ইব্রাহিম পাশা তাদের হাত থেকে ফের মুক্ত করেন বৈরুত। পরে দীর্ঘদিন সালাউদ্দিনের দখলে ছিল এ শহর। ইংরেজ আর ফরাসীরাও বৈরুতকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে বহু লোকক্ষয় করেছে অতীতে।

একটু পর-পরই ট্যাক্সি বাঁক নিচ্ছে বলে চেষ্টাকৃত মনোযোগ নষ্ট হয়ে

গেল ওর। বিরক্ত হয়ে কাছের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে সাঁই-সাঁই ছুটছে ফিয়াট। ঢাল বেয়ে নামছে তো নামছেই। অবশেষে এক সময় শেষ হলো 'লো অ্যান্ড স্লো ফ্লাই'। অখণ্ড অবস্থায় হোটেলের সামনে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা।

ভূমধ্যসাগরের সৈকত ঘেঁষে সবুজ পামগাছ ঘেরা অভিজাত সেইন্ট জর্জেস মধ্যপ্রাচ্যের নামকরা হোটেলগুলোর অন্যতম। বিশাল এলাকা নিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে, ঝলমল করছে আলোয় আলোয়। ছয়তলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের রুম বুক করা ছিল, পাসপোর্ট জমা রেখে রেজিস্টারে সই করল ও। কথা আছে কালকের মধ্যে ঘুষ দিয়ে ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে এখানকার বিসিআই স্টেশন চীফ।

আধঘণ্টা ধরে শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে দেহমন জুড়িয়ে নিল রানা। সাগরের দিকের খোলা ব্যালকনিতে এসে বসল। চাঁদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে কালো পানি। সাড়ে দশটা বাজে। উঠে টেলিফোনটা নিয়ে এল ও, রিং করল বিসিআই স্টেশন চীফের নম্বরে। দ্বিতীয় রিঙে সাড়া দিল সে। 'কে বলছেন?'

'এম আর নাইন।'

'ওহ্, কখন পৌঁছলেন?'

'ঘণ্টাখানেক।'

'কোন অসুবিধে হয়নি তো পথে?'

'না, ধন্যবাদ। এদিকের প্রস্তুতি কতদূর?'

'প্রায় কমপ্লিট। কয়েকটা বিকল্প ব্যবস্থার আয়োজন করেছি, দেখেশুনে যেটা উপযুক্ত বলে সাজেস্ট করবেন, সেটাই হবে।'

'ভেরি গুড। ওদের কাজ কেমন চলছে?'

'ধুমসে! উপযুক্ত কাউকে পেলেই ঝোলায় পুরছে। দু'দিন আগে হেড অফিস থেকে দামী এক মক্কেলও এসেছে এখানে।'

'তাই নাকি?'

'সে অবশ্য অন্য কাজে এসেছে, খোঁজ নিয়েছি আমি। আপনার লাইনের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই।'

'রাতটা বিশ্রাম নিতে চাই আজ। কাল সকালে দেখা হবে।'

সকাল ন'টা। ব্যালকনিতে বসে আছে রানা আর শাহেদ হোসেন, বিসিআইয়ের বৈরুত স্টেশন চীফ। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স হবে শাহেদ হোসেনের। ছোটখাট মানুষ। হাসিখুশি। কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল সে। 'যা বলছিলাম। ফ্র্যানযিনির ভাইয়ের ছেলে সে, লুই লাযারো।'

'লাযারো?' বলল রানা। 'ফ্র্যানযিনি নয়?'

'না। তবে ও যে সত্যিই তার ভাইপো, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আমি ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়েছি।'

'আচ্ছা, তারপর?'

'চারদিন হলো এসেছে লোকটা।'

'কাল বললেন সে অন্য কাজে এসেছে, সেটা কি?'

'অলিভ অয়েল শিপমেন্টের কাজ, সব সময় নিজে উপস্থিত থেকে করায় সে কাজটা। আমেরিকায় ফ্র্যানযিনি অয়েল মোটামুটি নাম করা। এখান থেকেই আমদানী করা হয় তা।'

'আই সী!'

'চাচার হেরোইন তো নয়ই, অন্য যত দু'নম্বরী ব্যবসা আছে, তার কোনটার সাথেই এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে চাচার আস্থা আছে এর ওপর, কোনরকমে যদি একবার এর চোখে পড়া যায়, মনে হয় কাজ অনেক সহজে উদ্ধার হবে।'

আরও দু'কাপ কফি খেলো ওরা পর পর, নানানরকম সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করল, অবশেষে সন্তুষ্ট হলো দু'জনই। পছন্দ হয়েছে পরিকল্পনা। সারাদিন হোটেলেই থাকল মাসুদ রানা। সন্ধের খানিক আগে শাহেদ হোসেনের এক সহকারী এসে একটা ম্যাপ আর চাবি দিয়ে

গেল। আর দিল এক ম্যাগাজিন ফাঁকা গুলি। কেবল আওয়াজই করবে ওগুলো। ম্যাপের ওপরে একটা ঠিকানা লেখা। বৈরুত রেড লাইট ডিস্ট্রিক্টের।

কোন রাস্তা দিয়ে গেলে সহজে যাওয়া যাবে সেখানে, দেখিয়ে দিয়ে গেল ছেলেটা। বৈরুত রানার যথেষ্ট পরিচিত, কাজেই একবার দেখেই চিনে ফেলল জায়গাটা। ফিরিয়ে দিল ম্যাপ। 'আপনার সুটকেস আর ব্রীফকেসটা দিন,' বলল সে। 'জায়গামত রেখে দিয়ে যাই।'

এক ঘণ্টা পর বের হলো রানা। পরনে জিনস্, ভেলভেট গেঞ্জি। তারওপর চকলেট রঙের জ্যাকেট। বাঁ বগলের নিচে হোলস্টারে ঝুলছে ওয়ালথার। পিছনের ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ি দিয়ে হোটেল ত্যাগ করল ও। হেঁটে রওনা হলো গন্তব্যের উদ্দেশে। জায়গাটা কাছেই। একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট। দশ মিনিটে পৌঁছে গেল রানা জায়গামত।

রেস্টুরেন্টের সামনের লটে প্রচুর গাড়ি পার্ক করা। রাস্তা অতিক্রম করে সেদিকে এগোল। ফুটপাথে পা রাখামাত্র এক খোঁড়া ভিক্ষুক পথ আগলে দাঁড়াল। 'বাখশিশ্, সাদিকি!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'বাখশিশ্! বাখশিশ্, সাদিকি!'

রাত বলেই হাসি চাপার কোন চেষ্টা করল না রানা। আজব বেশ নিয়েছে শাহেদ হোসেন। পকেট থেকে মুঠো করা খালি হাত বের করে তার প্রসারিত হাতের ওপর রাখল ও। শূন্য হাত নাকের সামনে ফিরিয়ে নিয়ে দেখল শাহেদ, চেঁচিয়ে উঠল, 'শুক্‌র আলহামদুলিল্লাহ্!' পরমুহূর্তে গলা খাদে নেমে গেল। 'ভেতরে বাঁ দিকের পাঁচ নম্বর টেবিলে বসেছে লুই। লাল টাই। আরেকজন আছে তার সাথে। ওদের দুই টেবিল আগে আছে আপনার "শত্রু"। চারজন। স্থানীয় আরব। অল্পবয়সী। ল্যাঙ মারবে ওরা আপনাকে।' আবার হাঁক ছাড়ল সে, 'শুক্‌র আলহামদুলিল্লাহ্!'

কাঁচের সুইং ডোর অতিক্রম করার আগেই চট্ করে ভেতরের

পরিস্থিতি বুঝে নিল মাসুদ রানা। এদিকে মুখ করে বসেছে লুই। তার সামনে চওড়া কাঁধের আরেকজন। মাঝের টেবিলটায় কনুইয়ের ভর রেখে বসেছে সে, নিচু গলায় কিছু বলছে লুই লাযারোকে। কথার তালে তালে বাঁ হাতে ধরা কাঁটা চামচ দোলাচ্ছে। তার দিকে এক কান ব্যস্ত রেখে একটা আস্ত মুরগির রোস্ট থেকে ঠ্যাং আলাদা করছে লুই।

ওদের এপাশে বসেছে রানার চার 'শত্রু'। বিশ-বাইশের ওপরে নয় কেউ। ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। দুই কোমরে হাত রেখে চোখ কুঁচকে এদিক ওদিক তাকাল। চেহারায় ফুটে আছে ড্যাম কেয়ার ভাব। রেস্টুরেন্ট ভর্তি খদ্দের, খেয়ালই নেই সেদিকে। শিস্ বাজাচ্ছে জনপ্রিয় এক ইটালিয়ান গানের সুরে। খুব সম্ভব সেটাই আকৃষ্ট করল লুইকে, চোখ তুলে তাকাল সে, হাতের কাজ থেমে গেছে।

একটু একটু করে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখ, ঝুলে পড়ল চোয়াল। চেহারা দেখেই বোঝা যায় রানাকে চেনার চেষ্টা করছে। হঠাৎ চিনে ফেলল সে, নিচু কণ্ঠে দ্রুত কিছু বলল সঙ্গীকে, সে-ও তাকাল। পা বাড়াল মাসুদ রানা। খদ্দেররা অনেকে বিরক্ত চোখে দেখল ওকে, খেয়াল নেই তবু। শিস্ বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে। লুইদের পিছনের একটা খালি টেবিল চোখে পড়েছে, ওটায় বসার ইচ্ছে।

আরেকদিকে তাকিয়ে ছিল, তাই দেখতেই পায়নি ব্যাপারটা। দরজার দিকে মুখ করে মাঝের আইল ঘেঁষে বসা এক আরব যুবক সাঁৎ করে বাড়িয়ে দিল তার বাঁ পা, মুহূর্তে দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল রানা। আওয়াজটা এত জোরে হলো যে ভেতরের প্রত্যেকে চমকে উঠল।

তখনই উঠল না মাসুদ রানা, মাথা ঘুরিয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল। ওর তিন হাত ডানে, হাত দুয়েক ওপরে লুই লাযারোর বিস্ফারিত চোখ দেখতে পেল। ধীরে ধীরে মাথা তুলে পায়ের দিকে তাকাল ও। চার আরব যুবক চোখে কৌতূহল নিয়ে দেখছে ওকে, মুখে 'কেমন

দেখালাম!' ধরনের হাসি। অস্ফুটে জঘন্য এক ইটালিয়ান গাল দিল মাসুদ রানা, মাথা মেঝেতে রেখে দু'পা ভাঁজ করে নিয়ে এল মাথার দিকে। মুহূর্তখানেক কাত করা ইংরেজির ইউ'র মত পড়ে থাকল।

তারপর আচমকা স্প্রিঙের মত এক ঝট্‌কা মেরে নিজেকে সটান দু'পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে ফেলল। চারদিকে চাপা বিস্ময় আর শঙ্কার ধ্বনি উঠল। রেস্টুরেন্টে খেতে এসে কেউ সার্কাস আশা করেনি। ওদিকে যে যুবক ওকে ল্যাঙ মেরেছিল, তার মুখ শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে। গোঁয়ারের মত তার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, খপ্ করে চুলের মুঠি ধরে তাকে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলল এক হ্যাঁচকা টানে। পরমুহূর্তে মাঝ পেটে রানার ভয়ঙ্কর এক হাল্‌কা হেভিওয়েট খেয়ে কুঁকড়ে গেল যুবক।

তার চুল ছেড়ে দিল রানা। উবু হয়ে থাকা আরবের নাকমুখ সই করে ডান হাঁটু তুলল বিদ্যুৎবেগে। থ্যাপ্! করে একটা আওয়াজ উঠল, পলকে সোজা হয়ে গেল যুবক। দর দর করে রক্ত ঝরছে নাক থেকে। টলছে। বাঁ দিকে খানিকটা কাৎ হয়ে দ্বিতীয় ঘুসি চালাল রানা চোয়াল বরাবর। এক পাক্ খেয়ে কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল যুবক।

খাওয়া আগেই বন্ধ হয়ে গেছে সবার, যে যার জায়গায় বসে আছে মূর্তির মত। বয়-বেয়ারাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে, ওদিকে ম্যানেজারকে ফোনের সাথে কুস্তি করতে দেখা গেল, পুলিস ডাকছে হয়তো। হঠাৎ যেন সচকিত হলো যুবকের অন্য তিন সঙ্গী, হুঙ্কার ছেড়ে একযোগে ছুটে এল তারা। চারদিক থেকে ঘেরাও করে ধরল মাসুদ রানাকে।

মনে মনে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে দিল ও। হাঁ করে রানার ওস্তাদি দেখতে থাকল লুই এবং তার সঙ্গী। মাটিতে পা প্রায় পড়ছেই না ওর, মৌমাছির ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর মত উড়ে উড়ে সমানে পিটিয়ে চলেছে তিন যুবককে। পার্থক্য শুধু রানার নড়াচড়া অনেক

দ্রুতগতির। দেখতে দেখতে মার খেয়ে চেহারা ফুলে-ফেটে একাকার হয়ে গেল ওদের, রক্তে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে তাই অবস্থা। প্রায় দশ মিনিট সমানে পিটিয়ে গেল রানা।

ততক্ষণে ধারেকাছের সমস্ত টেবিল খালি হয়ে গেছে, খদ্দেররা সরে গেছে নিরাপদ দূরত্বে। টেবিল-চেয়ার, প্লেট পীরিচ ইত্যাদি ভাঙচুর চলছে সমানে। কাঁটা চামচ, ছুরি শূন্যে উড়ছে, থেকে থেকে ঝিকিয়ে উঠছে আলো লেগে।

হঠাৎ ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল এক আরব যুবক। কোত্থেকে কে জানে, পিস্তল বের করে ফেলেছে সে। রানাকে বাগে পাওয়ার চেষ্টা করছে তফাতে দাঁড়িয়ে, চেঁচিয়ে সঙ্গীদের সরে যেতে বলছে সামনে থেকে। দেখল রানা ব্যাপারটা, পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর দেহে। পলকে ওয়ালথার বের করে ট্রিগার টেনে দিল, বিকট কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল যেন ভেতরে। মুহূর্তে থেমে গেল সমস্ত গুঞ্জন।

বাঁ হাতে বুক চেপে ধরল পিস্তলধারী যুবক, তার অন্য হাতে ধরা আকাশমুখো অস্ত্রটা গর্জে উঠল। ঠক্ করে সিলিঙে গিয়ে বিঁধল লক্ষ্যহীন গুলি, বড় এক চাক প্লাস্টার খসে পড়ল সেখান থেকে। তখনই দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল। দ্রুত ছুটে আসছে পুলিস। উপুড় হয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে গেল গুলিবিদ্ধ যুবক। অনড় পড়ে থাকল। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল কোন মেয়ে।

অবস্থা দেখে ভড়কে গেল নিজ পায়ে তখনও খাড়া অন্য দুই আরব। ভয়ে ভয়ে একবার মাসুদ রানা, আরেকবার নিথর সঙ্গীকে দেখল, তারপব পিছাতে শুরু করল। আহত সঙ্গীকে দু'দিক থেকে ধরে টেনে হিঁচড়ে দরজার দিকে ছুটল—পালাচ্ছে। সাইরেন তখন বেশ কাছে এসে পড়েছে। পিস্তল বাগিয়ে তেড়ে গেল রানা, ইটালিয়ান ভাষায় যুবকদের চোদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করছে।

হঠাৎ বাহুতে টান পড়তে ঘুরে দাঁড়াল ও। লুই লাযারোর চওড়া কাঁধের সঙ্গী। লাযারো একটু তফাতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে ওকে।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ, অ্যামিগো?' ব্যস্ত গলায় বলল চওড়া কাঁধ। 'পুলিস এসে পড়ল বলে। ধরা পড়ে যাবে।'

'আরে রাখো!' টান মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিল ও। 'পুলিসের বাপেরও সাধ্য নেই আমাকে ধরে।'

'আহ্! মাথা ঠাণ্ডা করো। আমাদের সাথে এসো। আমরা জানি কোন পথে নিরাপদে সরে পড়া যাবে। প্রনটো!'

'কেন বিরক্ত করছ বলো দেখি? কারা তোমরা?'

'বললাম তো, অ্যামিগো। বন্ধু। এসো এসো। আমাদের সাথে গেলে তোমারই লাভ। কাম্! লুই, দৌড়ে যাও। গাড়ি নিয়ে পিছনের গলিতে এসো, আমি একে নিয়ে আসছি।'

'যাচ্ছি।' ছুটল লুই 'লাশ' টপকে।

দু'মিনিটের মধ্যে পিছনের সরু গলিতে অপেক্ষমাণ লুই লাযারোর দামী গাড়িতে এনে তোলা হলো মাসুদ রানাকে। ড্রাইভিং সীটে বসে চকচকে চোখে দেখছিল ওকে লুই, সঙ্গীর ধমকে হুঁশ হলো। ভোঁ করে গাড়ি ছোটাল সে। ততক্ষণে রেস্টুরেন্টের সামনের দিকটা ঘেরাও করে ফেলেছে পুলিস।

'বাঁচলাম!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল চওড়া কাঁধ। মুগ্ধ চোখে দেখছে রানাকে। 'আরেকটু দেরি হলে ধরা পড়ে যেতে তুমি।'

রানা কিছু বলল না। আনমনে ঘাড় ডলছে।

তিন

'কোনদিকে যাব?' গাড়ি বড় রাস্তায় তুলে জানতে চাইল লুই।

'থিভস্ কোয়ার্টার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'নর্থ এন্ডে।' মনে মনে বলল, বাসা চিনতে ভুল না হলেই বাঁচি।

'সেখানে কি?' ঘুরে তাকাল পাশে বসা চওড়া কাঁধ।

ঘাড় ডলতে লাগল ও মুখ বিকৃত করে। 'আমার আস্তানা।'

'ওখানে থাকো তুমি?' খানিকটা বিস্মিত দেখাল তাকে।

'তা বলতে পারো। কিন্তু তোমরা কারা বলো তো? কোন মতলবে সেধে সাহায্য করছ আমাকে?'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, অ্যামিগো?' হাসল লুই। 'সাক্ষাৎ যখন হয়েই গেল, কারণটাও জানতে পারবে। আশা করি সেটা খারাপ লাগবে না তোমার।'

'এনিওয়ে, সময়মত সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ। নইলে সত্যিই হয়তো ধরা পড়ে যেতাম আজ পুলিসের হাতে।'

দাঁত বের করে হাসল চওড়া কাঁধ। 'আমি অ্যান্টনি মুসো। আর ও লুই লাযারো।'

'আমি...' থেমে গেল মাসুদ রানা। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ভার ওদের ওপর ছেড়ে দিল।

'বলতে হবে না, ভায়া। তোমাকে মনে হয় চিনেছি আমরা।' সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল মুসো।

সিগারেট শেষ হওয়ার আগেই জায়গামত পৌঁছে গেল ওরা। থিভস্ কোয়ার্টার, বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট। প্রচুর জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটা, প্রায় চার হাজার মেয়ে আর তাদের খদ্দেরদের পদভারে কম্পিত। পীক্ আওয়ার চলছে এখন। গাড়ি থেকে নামল ওরা। চারদিকে তাকিয়ে হুপিং কাশির রুগীর মত বিচ্ছিরি আওয়াজ করে হাসল মুসো।

'বেড়ে জায়গা বেছে নিয়েছ তুমি। ইচ্ছে হলেই পছন্দমত একটাকে ধরে এনে...' রানাকে কটমট করে তাকাতে দেখে ব্রেক কষল সে। 'সরি, অ্যামিগো। আমি ঠাট্টা করে বলেছি।'

'আমি তোমার দুলাভাই নই। এ ধরনের নোংরামি পছন্দ নয় আমার।'

চেহারা কালো হয়ে গেল মুসোর। 'আর কখনও হবে না।'

'যা হোক,' লুইর উদ্দেশে বলল ও। 'তোমরা আমার উপকার করেছ আজ। এখন তোমাদের এক কাপ কফি অন্তত না খাওয়ালে অভদ্রতা হয়ে যাবে। এসো।'

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। কোন সমস্যা হলো না ঘরটা খুঁজে পেতে। ওটার খোলা বারান্দার ধাপের সাথেই স্ট্রীট লাইটের একটা পোস্ট। রানার মাথা বরাবর তার গায়ে ছয় ইঞ্চি চওড়া লাল রঙের বর্ডার আঁকা—শাহেদ হোসেনের কাজ। মেয়ে বাছাইয়ের কাজে ব্যস্ত বেখেয়াল পুরুষদের গুঁতো আর মেয়েদের লোভনীয় অঙ্গভঙ্গি, দৃষ্টিবাণ ইত্যাদি ইত্যাদি ভরা নির্লজ্জ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে এগোল মাসুদ রানা।

তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল। আলোটা অল্প শক্তির। লালচে। ঘরের ওপর চোখ বোলাল ও। একটা খাট, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার এবং একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার, এই হলো সম্বল। ওর সুটকেসটা চেস্টের ওপর রাখা আছে, ব্রীফকেস বিছানার ওপর। চাদর-বালিস এলোমেলো। সব কিছুতে একটা অগোছাল ভাব।

ওদের বসতে বলে দরজা বন্ধ করল রানা। জ্যাকেটটা খুলে ছুঁড়ে মারল বিছানার ওপর। ভেলভেট গেঞ্জির নিচে ওর পাকানো পেশীর অস্তিত্ব টের পেয়ে ঢোঁক গিলল লুই লাযারো। শোল্ডার হোলস্টার খুলে ফেলল রানা, পিস্তলটা কোমরে গুঁজল। তাই দেখে নিঃশব্দে হাসল লুই। 'তুমি খুব সতর্ক মানুষ।'

শুনেও না শোনার ভান করল ও। 'কফির সাথে আর কিছু চলবে?'

'ধন্যবাদ,' বলল লুই। 'আমরা এখন কিছু খাব না। তারচে' বরং বোসো, তোমার সাথে দুটো কথা বলি।'

'কারও জন্যে যদি আমার রাতের খাওয়া বরবাদ হত, আর সে যদি পরে কিছু খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করত, আমি কিন্তু ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতাম।'

হাসল লুই। মানুষটা ছোটখাট, গোবেচারা চেহারা। সাদামাঠা। তবে দেখতে যাই হোক, কোন মাফিয়া ডনের ভাইপোকে হাবলা মনে করা ঠিক হবে না, নিজেকে সতর্ক করল রানা। মুসো প্রায় ওরই মত লম্বা, পাশে একটু বেশি। বয়সেও দু'জনেই প্রায় রানার সমান।

'সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে যা পেয়েছি, তার মূল্য অনেক বেশি।' মাথা ঝাঁকিয়ে বিছানা ইঙ্গিত করল লুই। 'বোসো।'

'অন্তত এক কাপ কফি...'

'কিচ্ছু প্রয়োজন নেই। তুমি বোসো তো!'

বসল মাসুদ রানা। 'তোমরা ইটালিয়ান?' সিগারেট অফার করল দু'জনকে, নিজেও ধরাল।

'হ্যাঁ,' বলল মুসো।

'ব্যবসায়ী?'

'হ্যাঁ। অলিভ অয়েলের ব্যবসা আছে এঁর,' লুইকে দেখাল সে। 'অনেক বড় ব্যবসা।'

'আর তুমি?'

'আমি? আমি এঁর সহকারী।'

'অ।'

'কিছু মনে কোরো না,' বলল লুই। 'এরকম এক জায়গায় থাকার কোন বিশেষ কারণ আছে তোমার?'

যা ব্যাটা! কে বলল তোকে আমি এখানে থাকি? 'হ্যাঁ।'

'পুলিস?'

চোখ কোঁচকাল ও। 'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছ?'

চাপা, তবে হো হো করে হাসল লুই। 'খবরের কাগজ পড়ো?'

'মানে?'

'মানে, জানতে চাইছি খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চোখ বোলাও কি না?'

ঠোঁট ওল্টাল রানা। 'সময় কোথায়?'

'তা বটে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে বৈরুতের সমস্ত বড় বড় পত্রিকায় যে টনি ক্যানযোনেরিকে ধরিয়ে দেয়ার আহ্বান ছাপা হচ্ছে পুলিসের তরফ থেকে, সে খবরটাও কি জানা ছিল না তোমার?'

'হ্যাঁ, তা জানি। তবে...' হঠাৎ সচকিত হলো মাসুদ রানা, চট্ করে তালা মারল মুখে। যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে, এমন চেহারা করল। দু'জনকে দেখল পালা করে। 'তোমরা... তোমরা তাহলে চিনে ফেলেছ আমাকে?'

বিজয়ের হাসি ফুটল লুইর মুখে। 'ডাই মেখে চুল কালো করেছ বটে, কিন্তু কপালের দাগটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আরও সত্যি কথা হচ্ছে, তোমাকে রেস্টুরেন্টে দেখামাত্র সন্দেহ জেগেছিল আমার। শিওর হয়েছি পরে।'

আপনমনে মাথা দোলাল অ্যান্টনি মুসো। 'গ্রেট! গ্রেট! তোমার মত দুর্দান্ত, বেপরোয়া মানুষ আর দেখিনি। ফ্যানটাস্টিক! তুমি এত ফাস্ট, এত কুইক যে...'

'আরে না! ওটা ছিল জাস্ট রিফ্লেক্স অ্যাকশন।'

প্রবল বেগে মাথা দোলাল লুই। 'অসম্ভব! বেপরোয়া মানুষ ছাড়া

কারও পক্ষে ওরকম সিংহের মত লড়াই করা সম্ভব নয়। চারজনের সাথে একা একজন…ওহ্, গড! ওসব সিনেমায় মানায় ভাল।'

'তিনজন,' শুধরে দিল মাসুদ রানা। মাছ যে এখন ছিপ্‌সহ ওকেও গিলতে আসছে, বুঝতে পেরে পুলক অনুভব করল।

'ওই হলো, একই কথা। বাপরে বাপ্! সবচে' বড় জিনিস হচ্ছে সাহস। ওটা যার মধ্যে মাত্রা ছাড়া আছে, সেই পারে ওভাবে লড়তে। বিশ্বাস করো, এমন লড়াই দেখালে তুমি আজ, জীবনেও ভুলব না।'

একই বাক্সে ভোট দিল মুসো। 'আমিও না।'

'নাহ্!' চট্ করে উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'তোমরা এত প্রশংসা শুরু করে দিলে, রীতিমত লজ্জায় পড়ে গিয়েছি। বোসো, আমি কফি নিয়ে আসি। এরপরও যদি তোমাদের খালি মুখে যেতে দেই, পাপ হবে আমার।'

পা বাড়াল রানা, পরক্ষণে মৃদু ঠক্ শব্দে পায়ের কাছে কি যেন পড়ল। সেই অ্যালুমিনিয়ামের টিউব। সময় বুঝে ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছে রানা। ঝুঁকে তুলল টিউবটা। 'কি?' বলল লুই।

'ওই ইয়ে আর কি!'

'কি, বলতে আপত্তি আছে?'

'থাকলেই কি?' সুন্দর করে হাসল ও। 'আমিই যখন ফাঁস হয়ে গিয়েছি, এ জিনিসের কথা লুকিয়ে রেখে কি লাভ?' টিউবটা ছুঁড়ে দিল রানা। খপ্ করে ক্যাচ্ ধরল মুসো। 'দেখতে থাকো। আমি আসছি কফি নিয়ে।' কিচেনের দিকে পা বাড়াল ও। দু'পা গিয়ে থামল। 'খবরদার! চাখতে গিয়ে ঝামেলা বাধিয়ে বোসো না যেন। খাঁটি মাল।'

পাঁচ মিনিট পর ট্রেতে তিন কাপ কফি সাজিয়ে ফিরে এল ও। 'নাও।' পালা করে দু'জনকে দেখল। বুঝল, কাজ হয়েছে। ওদের চাউনিতেই লেখা আছে সে কথা। কেমন এক চোখে দেখছে তো দেখছেই ওরা রানাকে।

'এটা কোন্ সাহসে রেখে গেলে আমাদের কাছে?' বলল মুসো।

'ব্যবসা যখন করো, নিশ্চই এটুকুর দামও ভালই জানো। যদি নিয়ে পালিয়ে যেতাম আমরা?'

হাসি হাসি মুখ বদলে গেল। পিল্লে চমকানো শীতল চাউনি দিল রানা। দু'জনকেই দেখল। 'আমার আরও গুণ আছে, যা পুলিসের অজানা। পত্রিকায় ছাপা হয়নি। যার একটা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করার প্রায় ঐশ্বরিক ক্ষমতা। সে ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের খুঁজে বের করতাম আমি। মৃত্যুর সময় দুটোর জায়গায় তিনটে করে চোখ হত তোমাদের।'

'আরে দূর!' ফ্যাকাসে হাসি ফুটল লুইর মুখে। বেশ বোঝা যায় কলজে কেঁপে গেছে। 'ও তো একটা কথার কথা।'

রানার চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। 'কিন্তু আমি যা বললাম, সেটা কথার কথা নয়। ঝুঁকি নিতে চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারো।'

মিনিটখানেক আওয়াজ বের হলো না কারও গলা দিয়ে। রানার চোখে চোখে তাকাতেও অস্বস্তি বোধ করছে।

'নাও,' নরম হলো ও। 'ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কফি।'

ওকে আড়াল করে কপালের ঘাম মুছল লুই, কাঁপা হাতে তুলে নিল কাপ। সহজ হতে বেশ সময় লাগল ওদের। মুসোর ওপর যে চটে গেছে লুই, তা বেশ বোঝা যায়। ওর জন্যেই তাকে এত কড়া কড়া কথা শুনতে হলো। 'কাল ধরো যদি সন্ধের পর আসি,' বলল লুই। 'পাব তোমাকে?'

'কেন বলো তো?'

'ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করতাম।'

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। 'না হে!' কন্টেইনারটা শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিল। 'আমি পাউডার ম্যান। তোমার অলিভ অয়েলের ব্যবসায় মোটেই আগ্রহী নই আমি। সরি, অ্যামিগো।'

ওর প্রাণখোলা হাসি ভয় ভাঙিয়ে দিল লুইর। ঝুঁকে বসল সে, চকচক করছে চাউনি। 'তার চাইতেও অনেক অনেক বড় ব্যবসার প্রস্তাব দিতে

চাই আমি,' প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল লোকটা।

'আমি জীবনে কারও অধীনে কাজ করিনি, লুই। স্বাধীনভাবে কাজ করা অভ্যেস আমার। তাছাড়া...'

'প্লীজ! এখনই না বলে বোসো না। আগে শোনো আমি কি প্রস্তাব দেই, তারপর ভেবেচিন্তে বোলো। তারপরও পছন্দ না হলে বুঝব আমাদেরই বরাত মন্দ। কি বলো?'

চিন্তার ভান করল ও। 'তুমি যদি মুখ ব্যথা করতে চাও, আমার শুনতে আপত্তি নেই। তবে আমার অনুমান, কষ্ট বৃথা যাবে তোমার।'

'যায় যাবে। সে জন্যে কোন অভিযোগ থাকবে না আমার।'

শ্রাগ করল রানা। চেহারায় স্পষ্ট অনাগ্রহ। 'বেশ।'

'কখন আসব তাহলে?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লুই।

'এই তো বিপদে ফেললে। কখন যে কোথায় থাকব আমি, আগে থেকে বলা মুশকিল।'

'কেন? দিনে যেখানেই যাও, রাতে নিশ্চই এখানে...'

মাথা দোলাল রানা। 'বর্তমানে এখানে আমি আছি ঠিকই, কিন্তু মাত্র দু'দিন থেকে। এরকম কয়েকটা আস্তানা আছে আমার, কখন যে কোথায় থাকব বলা খুবই মুশকিল। বোঝই তো, এক জায়গায় থাকা আমার জন্যে মোটেই নিরাপদ নয়। বেশি তেড়িবেড়ি দেখলে হোটেলেও উঠি।'

'তাহলে কি করা যায়?' চিন্তিত মনে মুসোর দিকে ফিরল লুই। 'পেয়েছি। রেড ফেজ রেস্টুরেন্ট চেনো?'

'নিশ্চই!'

'যদি তোমার আপত্তি না থাকে, কাল ওখানে ডিনার করব আমরা। আমরা তিনজন। ওকে?'

'উঁম্‌ম্! ওকে। তবে খুব বেশি ভরসা কোরো না আমার ওপর।'

'সে আমি বুঝব। তুমি চলে এসো। ক'টায়?'

'ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে পৌঁছব আমি।'

আসন ছেড়ে হাত বাড়াল লুই লাযারো। 'আজ চলি তাহলে। তোমার সাথে সন্ধেটা চমৎকার কাটল।'

পরদিন। রেড ফেজ। আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এদের। খোলামেলা টেবিল নেই একটিও, প্লাইউডের ছোট ছোট খুপরির মধ্যে বসানো প্রতিটি। আগে থেকে রিজার্ভ করা খুপরিতে বসেছে ওরা। লুই আর মুসো বসেছে পাশাপাশি। ওদের মুখোমুখি বসা মাসুদ রানা। লুই লাযারোর গাঁটের টাকায় রাজকীয় ভোজনপর্ব সারা হয়েছে। এ মুহূর্তে কফি পান করছে ওরা, হাতে সিগারেট।

'কথাটা সরাসরি কি ভাবে পাড়া উচিত, এ নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছি আমি, টনি,' বলল লুই। 'কিন্তু এখনও ঠিক করতে পারিনি। আবার না পেড়েও উপায় নেই।'

'কি কথা? ব্যবসার প্রস্তাব?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি তোমার কোন কাজে লাগতে পারব বলে মনে হয় না।'

'আগে শুনে তো নাও।'

'আমি কি বলেছি শুনব না?'

দ্বিধাগ্রস্তের মত হাসল লুই। 'কিন্তু আমার বলার স্টাইল যদি পছন্দ না হয়, রাগ কোরো না যেন।'

'পাগল! যে দামী দামী খাবার খাওয়ালে আজ, তাতে চেষ্টা করলেও ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না, অন্তত এক সপ্তার মধ্যে তো নয়ই। বলে যাও, আমি শুনছি।'

'ধন্যবাদ। তোমার পাসপোর্টটা দেখাবে দয়া করে?'

'দিলে তো বিপদে ফেলে? ওই জিনিস নেই বলেই না এখনও এখানে পড়ে আছি। নইলে কবে ফিরে যেতাম আমেরিকা।'

'তুমি আমেরিকা যেতে আগ্রহী?'

'অবশ্যই! ওটাই তো আমার আসল জায়গা।'

'পাসপোর্ট নেই কেন?'

'ছিল। ও দেশ থেকে পালিয়ে আসার সময় পথে কোথাও হারিয়ে গেছে। খুব হুড়োহুড়ির মধ্যে আমেরিকা ছাড়তে হয়েছিল, ইউ নো।'

'বুঝেছি। ধরো, এখন যদি তোমার আমেরিকা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই আমি, নতুন পাসপোর্ট তৈরি করিয়ে দিই, যাবে?'

'আমেরিকান পাসপোর্ট?'

'অবশ্যই!'

'বিনিময়ে আমার কাছে কি আশা করো তুমি না জেনে বলি কি করে?'

'আচ্ছা, বেশ। তাহলে আগে বলো, আমেরিকা গিয়ে কি করবে তুমি?'

'আমার যা কাজ, তাই।'

'হেরোইন ব্যবসা?'

'হ্যাঁ। এই একটা কাজই তো করেছি এতকাল।'

'কিন্তু এ ব্যবসায় তো মারাত্মক ঝুঁকি আছে।'

'কোন ব্যবসায় ঝুঁকি নেই বলো দেখি!'

কপাল চুলকাল লুই। 'সে-তর্ক থাক। এ ব্যবসায় তোমার মাসে কত আয় হয়?'

'আমি আসলে পাইকারী কিনে খুচরা বিক্রি করি। আয় যাই হোক, একা একজনের খরচ তো, চলে যায় মোটামুটি।'

'ভালই চলে, এই তো?'

কফির তলানিতে সিগারেট ঠেসে ধরল রানা, ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। 'হ্যাঁ, ভালই চলে।'

'আমি জানি না অঙ্কটা কি রকম দাঁড়ায়, তবু অনুমানে একটা ধরে নিলাম। ধরো, তোমাকে ও দেশে নিয়ে মাসে মাসে যদি তার দশ গুণ টাকা দিই আমি, তুমি কি আমার হয়ে কাজ করবে না?'

'অঙ্কটা কত ধরেছিলে, দশ ডলার?' হাসল ও।

কিন্তু লুই লাযারো গম্ভীর। মুসোও তাই। 'আমি পাকা ব্যবসায়ী, টনি। ব্যবসা নিয়ে আলোচনার সময় ঠাট্টা করি না। আমি পাঁচ হাজার ডলার ধরেছিলাম।'

একটু একটু করে বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর দু'চোখ। লোভের ঝিলিক ফুটল চোখে। 'বলো কি! তার মানে...'

'হ্যাঁ। ফিফটি থাউজ্যান্ড অফার করছি আমি, প্রতি মাসে।'

আহাম্মকের মত চেহারা হলো মাসুদ রানার। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিল নিজেকে। 'এত? ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে আমার।'

'তুমি আমার আসল পরিচয় জানো না বলেই এ কথা বললে। তাছাড়া তোমার সন্দেহও অমূলক নয়। তাই বলছি, আমার যে কাজ তোমাকে দেয়া হবে, তাতে ঝুঁকি সামান্য, প্রায় নেই-ই বলা চলে। অন্তত সারাক্ষণ পুলিসের তাড়া খাওয়ার ভয় থাকবে না। আমি সে গ্যারান্টি দেব। তোমার মত দুর্দান্ত সাহসী একজনকে চাই আমার, টনি।'

কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল রানা। নীরবে টানতে লাগল। চিন্তায় কুঁচকে আছে কপাল, নজর মেঝেতে সেঁটে রয়েছে। লুই-মুসো, দু'জনেই বুঝল লোভে পেয়ে বসেছে টনি ক্যানযোনেরিকে। সেই সাথে দ্বিধায়ও ভুগছে।

সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলল না রানা। 'প্রস্তাবটা আমার মত ব্যবসায়ীর জন্যে অবিশ্বাস্যরকম লোভনীয়, লুই। ধন্যবাদ। কিন্তু আমার লোভ-টোভ নেই। তোমার অফার গ্রহণ করতে পারলে খুশি হতাম, সত্যি। কিন্তু আমি অন্যের অধীনে কাজ করতে পছন্দ করি না, কালই সে কথা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি।'

ঝুঁকে এল লুই লাযারো। 'তোমাকে কারও অধীনে কাজ করতে হবে না। বরং অন্য সবাই তোমার অধীনে কাজ করবে। এমন কি আমাকেও হয়তো এক সময় তোমার অধীনেই কাজ করতে হবে। যদি তোমাকে

চাচার পছন্দ হয়।'

'চাচা?'

'হ্যাঁ, জোসেফ ফ্র্যানযিনি। অলিভ অয়েলের ব্যবসা আসলে আমার চাচার। ওঁর কোন সন্তান নেই, তাছাড়া পঙ্গু মানুষ, তাই আমিই চালাই এ ব্যবসা।'

'জোসেফ ফ্র্যানযিনি!' জুলফি চুলকাল রানা। 'দাঁড়াও দাঁড়াও! তোমার কোম্পানির নাম কি ফ্র্যানযিনি অলিভ অয়েল কোম্পানি?'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল লুই। 'আরে! তুমি জানলে কি করে?'

'কি যে বলো না! ও দেশে কত বছর কেটেছে আমার জানো? তাছাড়া তোমাদের তেল তো খুব নাম করা।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'কিন্তু এখানে কেন এসেছ তুমি? কি কাজে?'

'তুমি জানো না, বিশ্বের অর্ধেক অলিভ অয়েল এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হয়। লেবানন, জর্ডান আর সিরিয়ায়। দু'মাস অন্তর এখানে আসতে হয় আমাকে তেল সংগ্রহের জন্যে। জাহাজে করে তেল নিয়ে যাই।'

সিরিয়া! মাথার মধ্যে সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল মাসুদ রানার। তেলের সাথে নুসাইবিনের হেরোইনও যায় নাকি জাহাজে চেপে? 'ও, আচ্ছা! বুঝলাম।'

'এ তো মাত্র একটা। আরও অনেক ব্যবসা আছে চাচার। অনেক।'

'কি কি?'

'সে সব পরে ধীরেসুস্থে জানতে পারবে।'

'তোমার চাচা পঙ্গু?'

'একদম। হুইল চেয়ার ছাড়া চলতে পারেন না।'

'কি হয়েছিল?'

'আজব ধরনের এক নিউরোলজিক্যাল অসুখ, মাল্টিপল এসক্লেরোসিস। ফলে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অকেজো হয়ে গেছে।

সে অনেক আগের কথা। শুনেছি আমার জন্মের আগেই হুইল চেয়ার নিতে হয়েছে তাঁকে।'

'ভেরি স্যাড।'

'হ্যাঁ। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে পঙ্গু হয়েছেন চাচা, সেই থেকে হুইল চেয়ার তাঁর প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী।'

'বয়স কত?'

'প্রায় সত্তর।'

'ওরে বাবা! তার মানে অর্ধেক জীবনই বসে কেটেছে তোমার চাচার?'

'হ্যাঁ। কিন্তু পঙ্গু হলে কি হবে, স্বাস্থ্য এখনও বাঘের মত। রেগে গেলে সিংহের মত গর্জন ছাড়েন।'

ভাল ভাল, ভাবল ও, বাঘ-সিংহ দুটোই এক সাথে শিকার করা যাবে। 'বুঝলাম।'

'কি?' ঝুঁকে এল লুই। 'আগ্রহ বোধ করছ?'

'তোমরা কোথাকার, আই মীন, ইটালির কোন...'

'সিসিলি।'

'হোয়াট!' খুশি হওয়ার ভান করল রানা।

'হ্যাঁ, অবশ্য আমি আমেরিকান। আমার বাপ-চাচা সিসিলির।'

'তোমার বাবা?'

'বেঁচে নেই।'

'ও। তুমি তাহলে সিসিলিয়ান-আমেরিকান? গুড। পুরো নাম কি যেন তোমার?'

'লুই লাযারো।'

'কেন, লাযারো কেন?'

'সে না হয় পরে শুনো। আগে আমার প্রস্তাবের ব্যাপারে কি ঠিক করলে, তাই বলো।'

মাথা চুলকাল রানা। 'মুশকিল হলো আমার ব্যাপারে প্রায় সবই জানা

আছে তোমার, অথচ তোমার ব্যাপারে আমি এখনও তেমন কিছু জানতে পারিনি। তাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কি করব। এমনিতে তোমার প্রস্তাব খুবই লোভনীয়, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। এবং সেই সাথে সন্দেহজনকও বটে। সবে চব্বিশ ঘণ্টা হলো আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে, এর মধ্যে এরকম অপ্রত্যাশিত এক প্রস্তাব পেলাম, কেমন যেন রহস্যময় লাগছে আমার। এটা যে কোন ফাঁদ নয়, তোমরা যে পুলিসের লোক নও, কি করে বুঝব আমি?'

মুসোর দিকে ফিরে শ্রাগ করল লুই ঠোঁট উল্টে। ভাবখানা, উজবুকটা বলে কি দেখো! 'তোমার মত মানুষ এমন বোকার মত যা-তা সন্দেহ করে বসবে ভাবিনি। সোজা কথাটা বুঝছ না কেন? পুলিস হলে তো কালই ধরে নিয়ে যেতাম তোমাকে।'

'তা অবশ্য ঠিক।' ফের চিন্তায় ডুবে গেল রানা। ডন ফ্র্যানযিনির কথা ভাবছে। নিউ ইয়র্কের মাফিয়া জগতে 'পপআই' নামে পরিচিত সে। ওখানকার দ্বিতীয় বৃহত্তম মাফিয়া পরিবারের ডন। কমিশনের অন্যতম সদস্য। প্রথম জীবনে প্রচুর অর্থ কামিয়েছে জোসেফ শুধু জলপাই তেল বিক্রি করে। এ লাইনে যারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সে আমেরিকান হোক বা ইটালিয়ান, কঠোর হাতে তাদের নিরুৎসাহিত করেছে এই লোক।

ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করার জন্যে এমন কোন নিষ্ঠুর উপায় ছিল না যা সে অবলম্বন করেনি। কত মানুষ যে মরেছে জোসেফ ফ্র্যানযিনির হাতে, কত পরিবার পথে বসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। যেমন ছিল তার ব্যবসায়ীক কূটবুদ্ধি, তেমনি পাথরের মত কঠিন হৃদয়। নিজের উন্নতির পথের সমস্ত বাধা দু'হাতে উপড়ে ফেলে এগিয়ে গেছে সে, কারও ক্ষমতা ছিল না তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

নিউ ইয়র্কের মাফিয়া জগতে লোকটা ছিল কাল কেউটের মত বিষাক্ত, ক্ষমাহীন, নির্দয়, নেকড়ের মত হিংস্র, শেয়ালের মত ধর্ত,

হায়েনার মত লোভী-স্বার্থপর আর সিংহের মত পরাক্রমশালী। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে তার আরেক নাম ছিল পপ, যার অর্থ ফট্ জাতীয় শব্দ। বা গুলির আওয়াজ। জীবনে এত গুলি খরচ করতে হয়েছে তাকে সত্যিকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্যে যে শেষ পর্যন্ত সেটাই তার আরেক নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় চোখের জন্যে অনেকে ডাকে: পপ আই।

তার আজ উপযুক্ত নির্বাহীর অভাব দেখা দিয়েছে। জোসেফ ফ্র্যানযিনির সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে এখন দুর্দান্ত সাহসী, বেপরোয়া লোক চাই। সময় কতকিছুই না পাল্টে দেয়।

'কি হলো?' বলে উঠল লুই। 'মাথা দোলাচ্ছ যে?'

'ভাবছি।' আবার সিগারেট ধরাল ও।

'বেশি ভাবলে মাথা গুলিয়ে যায়, টনি। রাজি হয়ে যাও। এত চমৎকার সুযোগ জীবনে আর নাও পেতে পারো।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'গুড। এখনই যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারো, খুব ভাল হয়। তাহলে এখান থেকে এক জায়গায় নিয়ে যাব আমি তোমাকে।'

'কোথায়?'

'সেইন্ট জর্জেস হোটেলে।'

এই মরেছে! 'কেন?'

'ওখানে চাচার রিক্রুটিং অফিসার আছে। তার সামনে...'

'আমি কোন ইন্টারভিউ দিতে রাজি নই, লুই।'

'আরে না না! সে ধরনের কিছু না। মহিলা কেবল দেখবে তোমাকে, আর কিছু না।'

'মহিলা রিক্রুটিং অফিসার?'

'হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক চীজ। তোমার কোন ভয় নেই, আমি থাকব সাথে।'

শীতল হয়ে এল ওর চাউনি। 'আমি কাউকে ভয় করি না, লুই। কথাটা খুব ভাল করে মনের মধ্যে গেঁথে নাও। যদি আমি তোমার প্রস্তাবে

রাজি হই, ভবিষ্যতে সেটা কাজে আসবে, হয়তো।'

'সরি, অ্যামিগো। শব্দটা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে। আমি আসলে বলতে চেয়েছিলাম চিন্তার কিছু নেই।'

'ঠিক আছে। আজ চলি। ভেবে দেখব তোমার প্রস্তাব।'

'কিন্তু...'

'কাল রাতে এসো। তখন সিদ্ধান্ত জানাব।'

'কোথায় আসব? কখন?'

'এখানে। একই সময়।'

কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ও।

চার

দিনটা লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়াল রানা। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নানা চিন্তা। বেশিরভাগই অশুভ। রাহাত খানের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এ পর্যন্ত ভালই এগিয়েছে বলা চলে। প্রায় অনায়াসেই জোসেফের লোকের চোখে পড়েছে রানা।

সত্যি? না আর কিছু আছে ভেতরে? সত্যি কি এতই প্রভাবিত হয়েছে লুই? চাচার রিক্রুটিং অফিসার ওকে অনুমোদন করবে কি না, না জেনেই এত বড় এক অঙ্ক অফার করে বসল...অস্বাভাবিক নয়? তারওপর জানা গেছে, চাচার কোন বেআইনী ব্যবসার সাথে লুই লাযারোর সম্পর্ক নেই। অথচ ওকে দলে টানার তার মরিয়া চেষ্টা দেখে মনে হয় তা সত্যি নয়। সম্পর্ক আছে। হয়তো আমেরিকার

হেরোইনের চালান তেলের সাথে লুই নিজেই নিয়ে যায় জাহাজে করে। দেখানোর জন্যে হয়তো ওপরে ওপরে ভান করে কিছু না জানার।

কাঁধ ঝাঁকাল ও, মনে হয় না। মানুষ চেনার ক্ষমতা কিছুটা হলেও আছে ওর। লুইকে যতটুকু দেখেছে, তাতে মনে হয় খবরটা সত্যি, তেলের ব্যবসা ছাড়া ফ্র্যানযিনির আর কোনও ব্যবসার সাথে নেই সে।

রানাকে দলে টানার জন্যে ব্যস্ততা একটু বেশিই দেখিয়েছে লুই, সন্দেহ নেই তাতে। তবে এসবের মধ্যে কোন ফাঁক আছে বলে মনে হয় না। হয়তো মেজর জেনারেলের দেয়া তথ্য অনুযায়ী খুব সমস্যায় পড়েছে ডন, অর্গানাইজেশন চালানোর উপযুক্ত মানুষের অভাব ঘটেছে, তাই যেচে চাচাকে সাহায্য করতে চাইছে লুই। টনি ক্যানযোনেরির মত উপযুক্ত একজনকে হাতছাড়া করতে চাইছে না। হয়তো একবারে ওকে চাচার সামনে হাজির করে চমকে দিতে চায় তাকে, খুশি করতে চায়। এক কাজে এসে দু'কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ যখন পাওয়াই গেল, ছাড়বে কেন সে?

হতে পারে না? খুব পারে। তাছাড়া একেবারে অজানা-অচেনা, সন্দেহজনক কাউকে তো বেছে নেয়নি লুই। নিয়েছে, মানে, নিতে চাইছে টনি ক্যানযোনেরিকে। কুখ্যাত মানুষ। পুলিসের খাতায় যে রীতিমত স্টার মার্ক পাওয়া মেধাবী অপরাধী। হেরোইন ব্যবসা, মারামারি-খুনোখুনিতে যার কোন জুড়ি নেই, এমন একজনকে শুধু সে কেন, প্রত্যেকেই নিজের দলে টানার চেষ্টা করবে। এতে দোষের কিছু নেই।

সেদিন যদি ওর জায়গায় জোসেফ ফ্র্যানযিনি নিজে থাকত রেস্টুরেন্টে, নিজের চোখে মাসুদ রানার, থুড়ি, টনি ক্যানযোনেরির 'বাহাদুরি' দেখত, সে কি বসে থাকত? বিশেষ করে অর্গানাইজেশনের এই অবস্থায়? মোটেই না। লুই লাযারো বরং অল্পই অফার করেছে, সে করত আরও বেশি। প্রয়োজন বুঝে আর কি!

অশুভ চিন্তা দূর করে দিল রানা। বিষয়টা ওপর থেকে যেমন দেখা

যাচ্ছে, সেটাই সত্যি। অনর্থক এর মধ্যে বিপদ খুঁজে বেড়ানোর কোন যুক্তি নেই। তবে সতর্ক থাকতে হবে অবশ্যই। লুই লাযারো নির্বোধ এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। সাপের বাচ্চা সাপই হয়।

নিজের দাম বাড়ানোর জন্যে সেদিন গেল না রানা রেড ফেজে। ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষার পর হতাশ মনে ফিরে গেল লুই লাযারো। ওর আস্তানায় ঢুঁ মেরে গেল ফেরার পথে, সেখানেও পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে রানাকে পাকড়াও করল লুই আর মুসো।

'কি ব্যাপার, কাল এলে না যে?' বলল লুই। 'তোমার জন্যে দু'ঘণ্টা বসে থেকে হয়রান হলাম শুধু শুধু।'

'দুঃখিত। মনস্থির করতে সময় বেশি লেগে গেল।'

'ওয়েল! করেছ?'

'হ্যাঁ।'

ওর চেহারা দেখে কিছু সন্দেহ হলো লুই লাযারোর। হতাশার ছায়া খেলে গেল মুখের ওপর দিয়ে। 'তুমি রাজি না?'

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ? কিসের "হ্যাঁ"?'

'আমি রাজি। অন্তত হোটেল পর্যন্ত যেতে রাজি।' লুইর চেহারায় নির্ভেজাল আনন্দের ঝিলিক দেখে ওর মনের ভেতরটাও পড়ে নিল মাসুদ রানা। লোকটা আসলেই সহজ-সরল। 'তারপর যদি তোমার চাচার রিক্রুটিং অফিসারের আমাকে পছন্দ না হয়...'

'আরে গুলি মারো রিক্রুটিং অফিসারের!' আনন্দে দিশেহারা দশা হলো লুইর। 'তোমার মত একজনকে নেবে না তো কাকে নেবে? সে যাক, এখন বলো কখন নিতে আসব তোমাকে?'

'আসতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।'

'ওয়াদা?'

'ওয়াদা। সেইন্ট জর্জেসে তো?'

'হ্যাঁ। মহিলা ওখানেই আছে।'

'ক'টায়?'

'তোমার সুবিধেমত সময় বলো।'

'সন্ধে আটটা?'

'ঠিক আছে। আমি লাউঞ্জে তোমার অপেক্ষায় থাকব। দেরি কোরো না যেন।'

'ঠিক আটটায় পৌঁছব আমি।'

নির্দিষ্ট সময়ে এল রানা। মাথায় একটাই চিন্তা, সেদিনের ডেস্ক ক্লার্ক আজও আছে কি না ডিউটিতে, নাম ধরে ডেকে বসে কি না ওকে লুইর সামনে। তেমন কিছু ঘটলে কাটানোর জন্যে গল্প তৈরি করেই রেখেছে। তবু, এড়িয়ে যাওয়া গেলে ভাল হয়। লাউঞ্জে পা রেখে নিশ্চিত হলো রানা, নেই সে। ডেস্কে অন্য লোক।

এক মাইল দূর থেকে ডান হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল লুই লাযারো, হাসি সিকি মাইল চওড়া। ব্লু সিল্কের স্যুট পরেছে সে, ইলেক্ট্রিক ব্লু। সাদা শার্ট, লালের ওপর সাদা ফোঁটাওয়ালা টাই। ভালই মানিয়েছে ব্যাটাকে। যদিও মুখের রং ফ্যাকাসে। 'হ্যালো!'

'হ্যালো!' হাত মেলাল মাসুদ রানা। 'কি ধরনের পরীক্ষা দিতে হবে মহিলার সামনে?'

'তেমন কিছু না। দু'চারটা প্রশ্ন করবে হয়তো, এই পর্যন্তই। তুমিও ঝটপট উত্তর দিয়ো, ব্যস।'

'অল রাইট।'

লিফটে চড়ে সতেরো নম্বর বোতাম টিপে দিল লুই। রানার দিকে ফিরে আন্তরিক হাসি দিল। 'তুমি এসেছ বলে খুশি হয়েছি, টনি।'

জবাবে নীরব হাসি ফুটল ওর মুখে। মাথা দুলিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করল। রানার চাইতে আধ হাত লম্বা, হলদেটে থ্যাবড়ামুখো এক চিনা স্যুইটের দরজা খুলল। হালকা নীল কুতকুতে চোখ তার, চাউনি

একেবারেই অন্তঃসার শূন্য। ওদের দেখল সে সাপের দৃষ্টিতে, লুইর উদ্দেশে একবার চোখের পাতা বুজল। বোঝা গেল ওটা তার অভিবাদন জানানোর ভঙ্গি।

নিজের প্রশস্ত ধড়টা এক পাশে সরিয়ে নিল চীনা দানব, ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল ওদের। লুইকে অনুসরণ করে দু'পা এগোল রানা, দরজা বন্ধ করে পিছন থেকে খপ্ করে ওর কলার টেনে ধরল দানব। দাঁড় করিয়ে দিল। খেয়াল করেছে রানা, ব্যাপারটা লুইর চোখে পড়েনি। অবশ্য একটু পর পড়ল।

ল্যাঙ মেরে দড়াম করে ওকে আছড়ে ফেলল লোকটা, শব্দ শুনে চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল লুই। আহাম্মক হয়ে গেল সামনের দৃশ্য দেখে। রানাকে দাঁড় করাল দানব, বাঁ হাত মুচড়ে তুলে ধরে রেখেছে পিছনের শোল্ডার ব্লেডের মাঝে। ডান হাঁটু ঠেকে আছে রানার হিপ জয়েন্টের ওপর।

ভালই, ভাবল মাসুদ রানা, তবে বেশি ভাল নয়। ইচ্ছে করলে শোয়া অবস্থায়ই লাথি মেরে ব্যাটার হাঁটুর বাটি গুঁড়িয়ে দিতে পারত ও, কিন্তু পয়লা চোটেই সেটা ঠিক হবে না ভেবে সহ্য করে গেছে। রাখো, বলল রানা মনে মনে, একটু পরে খবর হবে তোমার।

'এসব কি হচ্ছে?' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল লুই লাযারো। 'আমার গেস্টের সাথে এই আচরণ করার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাকে?'

'সরি, সেনিয়র,' নির্বিকার, গমগমে কণ্ঠে বলল দানব। 'এই রুমে ঢোকার সময় আগন্তুকদের সার্চ করার হুকুম আছে আমার ওপর। ডনের হুকুম।' কথার ফাঁকে রানার ওয়ালথার বের করে নিল সে। দেহে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার আর সব জায়গাও চেক করল। তারপর সন্তুষ্ট মনে ছেড়ে দিল ওকে। রাগে লাল লুইর দিকে তাকিয়ে আরেকবার দুঃখ প্রকাশ করল। 'সরি, সেনিয়র।'

'ওয়েল, পাওয়া গেল কিছু?' ঠিক যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল ঘরের

মধ্যে। এত মিষ্টি আর সেক্সি মেয়েকণ্ঠ জীবনে খুব কমই শুনেছে মাসুদ রানা। ঘুরে তাকাল ও।

প্রকাণ্ড স্যুইট এটা, লিভিং রুমের সাইজ দেখলেই তা বোঝা যায়। তার এক মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, মেয়েটি আরেক মাথায়। হয়তো বেডরুম থেকে এসেছে। এক কথায় চমৎকার একটা ছোটখাট চীনা পুতুল। তার ডিম আকারের মুখটাকে ফ্রেমের মত ঘিরে রেখেছে কুচকুচে কালো ঘন চুল। তিন কিনারাওয়ালা ফ্রেম। সামনের দিকের চুল ঝুলে আছে ছোট্ট কপালের মাঝ বরাবর। সমান করে ছাঁটা। বাইশ অথবা বত্রিশ, যে কোন একটা হবে তার বয়স।

এর চোখও নীল—রহস্যময় নীল। পাতলা, লোভনীয় ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে আছে, খুব সামান্য। উঁচু গলার ধূসর সিলকের ইভনিং গাউন পরে আছে মেয়েটি, বুকের কাছে অনেকটা খোলা। ভেতরে গভীর খাদ। অজান্তে ঢোঁক গিলল মাসুদ রানা। মাথার মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে। মেয়েটির রূপ যৌবন দেখে নয়, তাকে চিনতে পেরে।

রওনা হওয়ার আগে রাহাত খানের রুমে যে ফোল্ডার নিয়ে মিনিট দশেক হোম ওঅর্ক করে এসেছে ও, তাতে এই মেয়ের ছবি ছিল। ডোশিয়েও ছিল। সু লাও লিন এর নাম। বেশি পরিচিত 'ড্রাগন লেডি' নামে। মধ্যপ্রাচ্যে চীনা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের দু'নম্বর এজেন্ট। নিপুণ পরিকল্পনাকারী হিসেবে পরিচিত এ মেয়ে। কাজ যাই হোক, পরোয়া নেই। নিজের কাজে সুদক্ষ এবং নির্মম। জোসেফের মাল্টি-মিলিয়ন ডলার প্রজেক্টের ওয়ার্কিং হ্যান্ড রিক্রুট করার দায়িত্ব এই মেয়ে সর্বনাশ! ডোশিয়েতে পড়েছে রানা, এই র‍্যাকেটের সাথে 'হয়তো সম্পর্ক আছে সু লাও লিনের। তা যে এই দাঁড়াবে, কে ভেবেছে?

বেইজিং এ কাজে তাকে অফিশিয়ালি নিয়োগ করেছে বলে হলো না রানার। ওরা এসব ব্যাপারে ভীষণরকম স্পর্শকাতর। তার ম লিন ফাও কামাই করছে। কিন্তু মাণিকে মাণিক চিনিল কেমনে? স হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল ও বিস্ময় চাপা দেয়ার জন্যে লোভ ফ

তুলল চোখে। কয়েক বার নজর বোলাল মেয়েটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত। বাপরে! কি চীজ একখানা। দেখলে একশো বছরের থুত্থুড়ে বুড়োর দেহেও যৌবনের বান ডাকবে।

লিনও বুঝল রানার চাউনির অর্থ, তবে তা টের পেতে দিল না ওকে। প্রতিদিন কতজনের চোখে কতবার ওই চাউনি দেখতে হয় লিনকে, তার ইয়ত্তা নেই। ওদিকে লুই তখনও বিষয়টা মেনে নিতে পারেনি। চোখ কুঁচকে লিনকে দেখছে সে।

মাথা কাত করে বাচ্চা মেয়ের মত হাসল লিন। 'রাগ কোরো না। তুমি তো জানোই, বাইরের প্রত্যেককে এ রুমে ঢোকার আগে সার্চ করার নিয়ম আছে।'

'তাই বলে এইভাবে? কি ভাবল ও আমাকে?'

'কিছুই ভাবিনি, লুই,' অমায়িক কণ্ঠে বলল রানা। 'তোমার আফসোস জমা রাখো, পরে ওর জন্যে খরচ করতে হবে,' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে দাঁড়ানো দানবটাকে ইঙ্গিত করল।

মন্তব্যটা কানে যেতে চোখে কৌতুক ফুটল লিনের। রানাকে দেখল সে ভাল করে, ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি। 'তুমি টনি ক্যানযোনেরি?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। 'বাবার নাম, লেট নিক ক্যানযোনেরি। বয়স আটাশ, জন্মস্থান...'

'থাক থাক,' হাত তুলল লিন। 'সে সব মুখস্থ করিয়ে ছেড়েছে আমাকে লুই। ও আমার বডিগার্ড, ক্যাঙ।'

'ওরফে হোঁদল কুত কুত,' বাংলায় বলল রানা। 'বুঝেছি।'

'কি বললে?'

'বেজায় শক্তি ওর গায়ে।'

'হ্যাঁ, সেই কথাটাই তোমাকে আরেকবার মনে করিয়ে দেব ভাবছিলাম। এমন কিছু করা উচিত হবে না তোমার যাতে নিজের ক্ষতি হয়।'

'বুঝেছি।' দু'হাতে এলোমেলো চুল পিছনে ঠেলে দিল মাসুদ রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল লোকটাকে। ওর ঠিক দেড় হাত পিছনে, একটু বাঁয়ে, অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে ক্যাঙ। ডান হাতের শিথিল মুঠোয় ঝুলছে ওর ওয়ালথার।

'আমার ঘরে নতুন কেউ এলে তাকে বাজিয়ে দেখা ক্যাঙের প্রথম কর্তব্য, বুঝলে? কাজটা করে ও নিজস্ব কায়দায়। সে যাক্, পত্রিকা পড়ে জানলাম তুমি একেবারে হাফেজ মানুষ। অথচ জীবনে কখনও নামও শুনিনি তোমার। কেন বলো তো?'

'তুমি কি শোনোনি কেন শোনোনি, তা আমাকে বলতে হবে?'

মাঠে মারা গেল রানার ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যটা, মনে হলো শোনেইনি সু লাও লিন। চোখ কুঁচকে দেখছে ওকে, গভীর চিন্তায় মগ্ন। 'কেমন কো-ইন্সিডেন্স দেখো, পর পর কয়েকদিন এখানকার পত্রিকায় তোমার ব্যাপারে পুলিসী নোটিস ছাপা হলো, অমনি তুমিও নাক জাগালে। কেমন কেমন মনে হয় না ব্যাপারটা? তুমিই বলো!'

'কেমন মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও, ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেছে। আশার গোড়ায় কুড়াল মেরে না বসে হারামজাদী।

'মনে হয় তুমি, তোমার চরিত্র, সব হয়তো ভুয়া। অথবা...' ইচ্ছে করে থেমে গেল মেয়েটি।

'অথবা?' আড়চোখে লুইর দিকে তাকাল ও। কড়া চোখে লিনকে দেখছে সে। নিজের বাছাই করা লোকের সাথে এমন আচরণ পছন্দ করছে না।

'অথবা খুবই ভাল,' হাসল লিন নিঃশব্দে।

'যাক্, বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্যে তুমি যে আমাকে দায়ী করোনি, তা জেনে খুশি হলাম।'

'তোমার হেরোইনের কন্টেইনারটা দেখতে পারি?'

'শিওর।' পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে দিল ওটা রানা।

'কি পরিমাণ আছে এতে?' মুখ খুলে বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ভেতরে

ঢুকিয়ে দিল লিন। জিভের ডগায় আলতো করে ছোঁয়াল সেটা। সন্তুষ্টি ফুটল চেহারায়।

'আট আউন্স।'

'সব সময় এটা সঙ্গে রাখো?'

'হ্যাঁ।'

'কাজটা কি ঠিক? তোমার পিছনে পুলিস লেগে আছে। ওরা...'

'বহু বছর থেকেই লেগে আছে ওরা। আমার ভাল লাগে পুলিসের সাথে লুকোচুরি খেলতে।'

'শুনেছি। লুই বলেছে। কিন্তু...'

বুঝল রানা, দ্বিধা পুরোপুরি দূর হতে চাইছে না লিনের। অনেক অনেক অভিজ্ঞ সে, বোঝে, লোক বাছাইয়ে বিন্দুমাত্র ভুল হলে পরিণতি কি হবে। দোটানায় ভুগছে। একে রানাকে সরাসরি সন্দেহ করার মত কিছু নেই হাতে, তারওপর ওকে নিয়ে এসেছে ডনেরই আপন ভাইপো, তাকেও চটাতে পারে না সে। অন্যদিকে টনির ধোঁয়াটে অতীত—সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ওকে সাহায্য করা উচিত, ভাবল রানা।

কন্টেইনার পকেটে রেখে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। কাত করে মুখ খুলতে দুটো সিগারেট পড়ে গেল মেঝেতে, তোলার জন্যে ঝুঁকে হাত বাড়াল রানা। পর মুহূর্তে ডান হাঁটু সামান্য ভাঁজ হলো ওর, বাঁ জুতোর শক্ত হীল দিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে মারল রানা, ক্যাঙের বাঁ হাঁটুতে লেগে 'ঠকাশ্!' আওয়াজ তুলল লাথিটা। হাড় ভাঙার গা ঘুলানো শব্দ উঠল, ঘর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল দানব।

ওয়ালথার ফেলে ঝুঁকল সে আহত হাঁটু ধরার জন্যে, বাঁ হাতের আঙুল সোজা রেখে সজোরে পিছনদিকে চালাল রানা, দড়াম করে লোকটার কানের নিচে আছড়ে পড়ল জুডো চপটা। পরক্ষণে বিদ্যুৎবেগে পা বদল করল রানা, বাঁ পায়ে ভর দিয়ে আধাবসা হয়ে ডান পা তুলল, একটা পাক খেলো ও উল্টো দিকে, পা সটান সোজা। আধ চক্কর ঘুরে এসে ওটা আঘাত করল ক্যাঙের ডান গোড়ালির ওপর।

শূন্যে উঠে গেল দানব অদ্ভুত ভঙ্গিতে, পরক্ষণে নাক দিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। নাকের হাড় ভাঙার চাপা আওয়াজটাও স্পষ্ট শুনতে পেল সবাই। উপুড় হয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল ক্যাঙ। ভাঙা বাঁ পা হাঁটুর কাছে অদ্ভুতভাবে ঠেলে উঠে আছে ওপরদিকে। হয় ঘাড় মটকে মরে গেছে ব্যাটা, নয়তো মেঝের সাথে নাকের সংঘর্ষের ধাক্কায় জ্ঞান হারিয়েছে। তবে আহত পা-টা যে চিরতরে অকেজো হয়ে গেছে ওর, তাতে কোন সন্দেহ রইল না মাসুদ রানার।

ওয়ালথার তুলে জায়গায় রাখল ও। লুই ও লিন যে যার জায়গায় জমে দাঁড়িয়ে আছে, দু'জনের চোখেই চরম বিস্ময়। চোখের সামনে দেখেও ঘটনা বিশ্বাস করতে পারছে না। লুইর দিকে ফিরল রানা। মুখে দিল দরিয়া মার্কা হাসি। 'তখন এই জন্যেই বলেছিলাম কথাটা। সে যাক, আমাকে দিয়ে মনে হয় কাজ চলবে না তোমাদের, তাই না? সরি। চললাম।'

'দাঁড়াও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল লুই। ঝট্ করে লিনের দিকে ফিরল।

ক্লান্ত হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। কেমন এক চোখে ক্যাঙকে দেখল। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, লুই। এর মত মানুষই প্রয়োজন তোমার চাচার। সেনিয়র টনিকে তুমিই সঙ্গে করে নিয়ে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দাও। তারপর তিনি যা করার করবেন। সেটাই ভাল হয়।'

রানা বুঝল দ্বিধা এখনও রয়ে গেছে লিনের। নিজে সরাসরি রানাকে রেকমেন্ড করতে বাধছে তার। কে জানে, ওরা রওনা হয়ে গেলে এ মেয়ে হয়তো অন্যরকম কিছু বলে প্রভাবিত করে ফেলবে ডন জোসেফকে। এর একটা ব্যবস্থা না করে বৈরুত ত্যাগ করা চলবে না।

'লুই, মুসোকে খবর দাও, প্লীজ। এটাকে সরাতে বলো,' নিথর ক্যাঙকে দেখাল মেয়েটি। মাসুদ রানার দিকে ফিরল। 'আমার অফিসে এসো।'

তাকে অনুসরণ করল ও। বেডরুমই লিনের অফিস। দুটো সিঙ্গল

সোফায় মুখোমুখি বসল ওরা। 'কাল সকালে রওনা হতে আপত্তি আছে?' জানতে চাইল লিন।

'কাল সকালে? না, আপত্তি নেই। কিন্তু পাসপোর্ট তো...'

'আমি জানি। সে ব্যবস্থা আমি করব।'

'সে না হয় হলো,' চিন্তার ভান করল রানা। 'তাই বলে এত তাড়াতাড়ি?'

'শুভ কাজে তাড়াতাড়ি করাই কি ভাল না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'এখান থেকে বেরিয়ে চোদ্দ নম্বর আলমেনডারস স্ট্রীটে যাবে তুমি, চার্লস হারকিন নামে এক লোকের সাথে দেখা করবে।'

জিভ শুকিয়ে গেল ওর। 'কেন?' ঠিকানা-নাম, দুটোই খুব ভাল চেনা রানার। বহুদিনের পরিচয়। হাড়ে হাড়ে চেনে ও ব্রিটিশ চার্লস ওরফে চার্লিকে।

'সে তোমার পাসপোর্ট তৈরি করে দেবে।'

সেরেছে! আঁতকে উঠল রানা। চার্লস হারকিনও ভাল করে চেনে ওকে। অতীতে অনেকবার একই কাজ করিয়েছে রানা তাকে দিয়ে। ওর সঠিক পরিচয় জানা না থাকলেও এটুকু অন্তত সে জানে যে ও এক ধরনের পুলিস। সমাধান বের করার আশায় দ্রুত মাথা ঘামাতে লাগল রানা।

'মিস্টার রানা!' মনে হলো ওকে দেখে চার্লি খুশিই হয়েছে। কিন্তু আর সব দিনের মত ভেতরে যেতে বলল না, দাঁড়িয়ে থাকল দরজা আগলে। 'আপনি হঠাৎ কি মনে করে?'

'মনে হচ্ছে ভেতরে আসতে বলবে না এ যাত্রা?'

'না, মানে... ইয়ে, হাতে অনেকগুলো কাজ আছে। তাই...'

'তাতে কি? ওগুলোর সাথে আর একটা যোগ হবে না হয়,' হাসল রানা। 'সরো। ঢুকতে দাও।' তাকে ঠেলেই ঢুকতে হলো ওকে।

লিভিং রুমটা ছোট, ভীষণ এলোমেলো। একটা সোফায় বসে সিগারেট ধরাল ও, ঘরের চারদিকে তাকাল। আগের মতই আছে সব, লোকটার কোন উন্নতি হয়েছে বলে দেখে অন্তত মনে হয় না। চালু মাল! দু'হাতে টাকা লুটছে অথচ কাউকে বুঝতে দিতে রাজি নয়। 'শুনলাম আজকাল ভালই আয় রোজগার করছ। তা বসার ঘরটার তো অন্তত কিছু উন্নতি ঘটানো উচিত ছিল তোমার, চার্লি।'

দরজা বন্ধ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা, নড়ার লক্ষণ নেই। 'আপনি কেন এসেছেন?'

'বললাম তো। একটা পাসপোর্ট চাই।'

'আমি···মানে, খুব ঝামেলায় আছি এখন। বাড়তি কাজ করা সম্ভব নয়। খুব ব্যস্ত, ইউ নো।'

মাথা দোলাল ও। 'জানি, চার্লি। কিন্তু আমিও খুব ঝামেলায় আছি, জিনিসটা না হলেই নয়।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল লোকটা। গড়পড়তা উচ্চতার মানুষ। অনুল্লেখযোগ্য সাধারণ চেহারা। না, একটা জিনিস আছে তার উল্লেখ করার মত, সেটা হচ্ছে তার হিটলারী গোঁফ। যেমন ঘন, তেমনি কুচকুচে কালো। রানার মুখোমুখি বসল সে। লোকটা সম্ভবত পৃথিবীর সেরা জালিয়াত, ভাবল রানা। আশ্চর্য এক ট্যালেন্ট। কয়েকটা বিশেষ কলম, একটা ক্যামেরা, একটা প্রিন্টিং প্রেস, একটা এয়ারব্রাশ আর এক সেট এম্বসিং কিট, এই এর সম্বল।

ওগুলোর সাথে ব্রেনের সমন্বয় ঘটিয়ে দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারে চার্লি অনায়াসে। সবচেয়ে বড় অস্ত্র তার গোপনীয়তা। বোমা মারলেও পেট থেকে মক্কেলদের কারও সম্পর্কে কোন তথ্য বের হবে না। নীরবতাই চার্লির ব্যবসার মূলমন্ত্র। কয়েকবারই একে দিয়ে কাজ করিয়েছে মাসুদ রানা।

কপালের ঘাম মুছল চার্লি। 'মিস্টার রানা···'

'কি মজা দেখো,' বাধা দিল ও। 'তুমি যে বর্তমানে ড্রাগন লেডির

হয়ে কাজ করছ, জানতামই না আমি।'

এমনভাবে তাকাল লোকটা যেন বুঝতে পারছে না রানার কথা। 'কিসের কথা বলছেন? ড্রাগন··· কে?'

'কামন, চার্লি। বুঝতে তুমি ঠিকই পারছ কার কথা বলছি।'

'বিশ্বাস করুন, ফর গডস সেক! বুঝতে পারছি না।'

'ড্রাগন লেডি।'

'সে কে? বুঝলাম না।'

'সু লাও লিন।'

চোখের তারায় আতঙ্ক খেলে গেল চার্লির। 'সু লাও লিন? এই প্রথম শুনলাম নামটা।'

'কদ্দিন থেকে ওর কাজ করছ?' রানা নির্বিকার।

'ওর কাজ করছি আমি? কি বলছেন এসব?'

'বোঝোনি, না? দাঁড়াও বোঝাচ্ছি। সু লাও লিন নামে এক মেয়ে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। আবার যেন জিজ্ঞেস করে বোসো না কেন। কারণটা তোমার জানা আছে।'

'এক মেয়ে আপনাকে···'

'হ্যাঁ। আমার পাসপোর্ট প্রয়োজন। আজই। কারণ কাল সকালে আমাকে নিউ ইয়র্ক যেতে হবে। খুব জরুরী।'

একটু একটু করে বোধোদয় হলো চার্লস হারকিনের। একভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। রানার পেশার প্রকৃতি জানে সে। ওর লিনের তরফ থেকে পাসপোর্টের জন্যে আসার অর্থ কি হতে পারে, তাও অনুমান করতে পারে। নিজের রমরমা ব্যবসার যে ইতি ঘটতে যাচ্ছে, বুঝে ফেলেছে সে। চোখের সামনে থেকে দেয়াল, সোফা, মাসুদ রানা, কার্পেট সব এক এক করে মিলিয়ে গেল চার্লির।

আপনি শিওর?' কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বের হলো লোকটার গলা দিয়ে। 'মিস্ লিন পাঠিয়েছেন আপনাকে?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। নীরবে বসে থাকল। ভাবছে আকাশ-পাতাল। মাসুদ রানা বুঝে গেছে, সুযোগ পেলে অন্তত ওর ব্যাপারে গোপনীয়তা ভঙ্গ করবে সে। করবেই। একটা পার্মানেন্ট ব্যবসা হাতছাড়া হতে যাচ্ছে জেনে চুপ করে থাকা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। একই ভঙ্গিতে ঝাড়া দশ মিনিট বসে থাকল চার্লি, তারপর আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তার চোখে পানি দেখল রানা, পরক্ষণে কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে গেল ওর লোকটাকে ফোনের দিকে হাত বাড়াতে দেখে।

'কি করছ তুমি?' তার দু'চোখের মাঝে পিস্তল ঠেসে ধরল ও।

'ফোন করতে হবে মিস্ লিনকে,' ভাঙা গলায় বলল চার্লি। 'নিয়ম আছে। কনফার্ম হয়ে নিতে হবে সত্যি সে আপনাকে পাঠিয়েছে কি না। স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর।'

দ্বিধায় পড়ে গেল ও। ব্যাটা মিথ্যে বলছে কি না বুঝবে কি করে? অবশ্য এরকম একটা সিস্টেম থাকাই স্বাভাবিক। 'আমার সাথে চালাকির চেষ্টা কোরো না, চার্লি।'

'খোদার কসম, বিশ্বাস করুন। এরকম নিয়ম আছে।'

'বেশ,' একটু ভেবে মত দিল ও। 'করো। রিসিভার কানের একটু দূরে রেখো যাতে আমি ও প্রান্তের সব কথা শুনতে পাই। আর···ভুলেও কোন সঙ্কেত দেয়ার চেষ্টা কোরো না, তাহলে রিসিভার ক্রেডল্ করার আগেই তোমাকে ক্রেডল করব আমি।'

'তেমন কিছু করব না আমি।'

'গুড, করো। তবে আগে শুনে নাও কি কি বলতে হবে। প্রশ্ন করা হলে বলবে, নিজে থেকে কিছু বলবে না। ওকে?' দু'মিনিট ধরে বিষয়টা ব্যাখ্যা করল ও। 'মনে থাকবে সব?'

'থাকবে।' নম্বর ঘোরাল চার্লি, প্রায় সাথে সাথে সাড়া দিল জলতরঙ্গ। 'ইয়েস?'

'চার্লি। একজন এসেছে।'

'বর্ণনা দাও, প্লীজ।'

তাই করল সে। অস্ত্র তার থুতনিতে ঠেকিয়ে ঝুঁকে বসে শুনছে মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওর জন্যে সব তৈরি করে দাও, প্লীজ। আইডি, পাসপোর্ট, ট্রাভেল ডকুমেন্টস, সব। ওকে?'

'ওকে, ম্যা'ম।'

'আর···চার্লি, এই লোকটার সম্পর্কে কখনও কিছু শুনেছ? আমি কিন্তু আজই প্রথম শুনলাম··· কি নাম যেন? টনি, টনি ক্যানযোনেরি।'

কলজে হিম হয়ে গিয়েছিল রানার। ওকে দ্রুত মাথা ঝাঁকাতে দেখে চার্লিও তাই করল। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি।'

'খুব টাফ লোক নাকি, হেরোইনের ব্যবসা করে, রাইট?'

আবারও রানার দেখাদেখি সায় দিল সে। 'রাইট, ম্যা'ম। সত্যি সত্যি টাফ গাই। বিপজ্জনক।'

'গুড। ওকে, কাজগুলো করে দাও। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।' রিসিভার রেখে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল চার্লি, তারপর আসন ছাড়ল। কয়েক মিনিটে দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তার।

'দাঁড়াও, চার্লি,' ডেকে উঠল রানা। 'আমি একটা ফোন করে নিই।'

শাহেদ হোসেনের নম্বর ঘোরাল ও। 'ইয়েস?'

'টনি।'

'জ্বি।' মুহূর্তে সজাগ-সতর্ক হয়ে উঠল স্টেশন চীফ।

'একজন অসুস্থ লোককে হাসপাতালে নিতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করুন।'

'খুব অসুস্থ?'

'হবে একটু পরে। মাতাল আর কি!'

'ও। তা, ওই জিনিসও আনতে হবে?'

'হ্যাঁ। তৈরি হোন, সময় হলে জানাব আমি।'

'আচ্ছা।'

ফোন রেখে চার্লির দিকে ফিরল রানা। একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। চেহারায় শঙ্কা। কার সাথে কোন ভাষায় কথা বলল রানা, কি কথা, বোঝেনি কিছুই। তাই ভয় করছে। 'কাকে ফোন করলেন?'

অমায়িক হাসি দিল ও। 'আমার এক বন্ধুকে। এ যাত্রা আর দেখা হচ্ছে না তার সাথে, তাই আগেই বিদায় জানিয়ে দিলাম।'

তবু নড়ে না চার্লি। 'কিন্তু...'

'কি?'

'অ্যাম্বুলেন্সের কথা কেন উঠল?'

হো-হো করে হেসে উঠল ও। 'তাতে তোমার ঘাবড়াবার কি হলো, চার্লি? তুমি দেখছি দিনে দিনে ভীতু হয়ে উঠছ। আমার বন্ধু বৈরুত হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসে চাকরি করে, বুঝলে? তাই উঠেছে। নাও, কাজ শুরু করে দাও।' হাতঘড়ি দেখল ও। 'ওরে বাবা! বারোটা প্রায় বাজে, চলো চলো! দেরি হয়ে যাবে।'

ভেতরের ছোট এক রুমে ওকে নিয়ে এল চার্লস হারকিন। এটা তার 'কাজের ঘর'। শেষ প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে বড় একটা টেবিলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য টুকিটাকি। কোনটা কাজের কোনটা অকাজের, বোঝা মুশকিল। ড্রয়ার থেকে রাবার ব্যান্ড মোড়া একগাদা পাসপোর্ট থেকে লাল রঙের একটা বের করে নিল হারকিন, সোনালী ঈগল এম্বস করা আছে ওটার ওপর।

'ছবি এনেছেন?' গম্ভীর স্বরে বলল চার্লি।

'নিশ্চই!' বুক পকেট থেকে এক কপি ছবি বের করে দিল ও।

'কি নামে হবে ডকুমেন্টস? মাসুদ রানা নয় নিশ্চই?'

'তুমি দেখছি ডোবাবে,' চোখ মটকে হাসল ও। 'তাই কখনও হয়েছে? জানো, ড্রাগন লেডির লাইনে ঢোকার জন্যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টেবিল ল্যাম্পের দিকে হাত বাড়াল চার্লি। 'না।

তবে অনুমান করতে পারি।'

'পারা উচিত। আমি তোমার অনেক পুরনো মক্কেল।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা। 'কি নামে তৈরি করব? টনি, না কি যেন, সেই...'

'আরে না! পত্রিকা পড়ো না? জানো না তাকে খুঁজছে বৈরুত পুলিস? ওই নামের পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকা যাওয়া সম্ভব নাকি?'

কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে বসে থাকল লোকটা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মনের জোর একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। 'তো?'

'মারিও সালেরনো নামে করো।' পকেট থেকে পুলিশী বিজ্ঞাপনের একটা কাটিং বের করে এগিয়ে দিল। 'আর সব এটা দেখে করবে। পড়ে নাও একবার।'

পড়ল চার্লি। আপনমনে মাথা দোলাল। 'আপনি জানতেন এখানে আসতে হবে আপনাকে? সে জন্যেই সঙ্গে রেখেছিলেন এটা?'

'রেখেছিলাম আমি যে কতবড় ওস্তাদ, প্রয়োজনে তা একে-তাকে দেখাবার জন্যে। আর হ্যাঁ, কোন একজনের কাছে পাসপোর্টের জন্যে যেতে হতে পারে, সে ব্যাপারে মোটামুটি আশাবাদী ছিলাম বলতে পারো। কিন্তু সে যে তুমি, বুঝিনি। যাকগে, ভাগ্যই আবার আমাদের এক জায়গায় এনে ফেলেছে, তুমি-আমি কি করতে পারি বলো? নিয়তির ওপর মানুষের হাত নেই।'

অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল লোকটা, 'হ্যাঁ। সে তো বটেই।' কাটিংটা সামনে ওয়েট চাপা দিয়ে লেগে পড়ল সে। পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল ঘাড়ে শীতল ইস্পাতের ছোঁয়া পেয়ে।

'মনে রেখো, চার্লি,' গমগমে, ভরাট কণ্ঠে বলল রানা। 'ডকুমেন্টসের দোষে যদি আমাকে ফ্লাইট মিস করতে হয়, তুমি প্রাণে বাঁচবে না।'

আশ্বস্ত হলো লোকটা। 'আমি জানি, আপনার সাথে লড়ার ক্ষমতা নেই আমার। তাই ও চেষ্টাই করব না। অন্তত আমার জন্যে আপনার

ফ্লাইট মিস হবে না, নিশ্চিত থাকুন।'

'গুড।'

দু'ঘণ্টা পর। একটা অ্যাম্বুলেন্স নিঃশব্দে এসে থেমে দাঁড়াল চোদ্দ আলমেনডারস স্ট্রীটে। সাদা পোশাকের দুই স্ট্রেচার বয় নামল পিছন থেকে, স্ট্রেচার নিয়ে এগোল তারা। ড্রাইভার সীটে বসে থাকল। বিশ মিনিট পর বেহেড মাতাল, প্রায় অজ্ঞান চার্লস হারকিনকে নিয়ে ফিরে এল দুই বয়। অ্যাম্বুলেন্সে তুলল স্ট্রেচার।

তখনই একটা টহল পুলিসের গাড়ি এসে দাঁড়াল রাস্তার ওপারে। ড্রাইভার জানতে চাইল কি হয়েছে, বলল এক বয়, হাসল প্রশ্নকারী আর তার সঙ্গীরা, নিজেদের পথে চলে গেল। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, ড্রাইভারবেশী শাহেদ হোসেনের পাশে উঠে বসল।

ফেরার পথে একনাগাড়ে অনেক কথা বলে গেল ও, মন দিয়ে শুনল স্টেশন চীফ। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ভাববেন না। সেরে ফেলব।'

পাঁচ

সকাল আটটা। হোটেল সেইন্ট জর্জেস। একটা মিনি ভ্যান এসে দাঁড়াল মেইন এন্ট্রান্সের সামনে। পিছনের হুডহীন ক্যারিয়ারে করোগেটেড পেপারের তৈরি বিশাল একটা বাক্স। তার গায়ে বড় করে লেখা AKAI, তার নিচে ছোট অক্ষরে : সি ডি প্লেয়ার।

বাক্সটা ধরে বসে ছিল দুই যুবক, পরনে স্থানীয় অভিজাত এক ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী বিক্রেতার নাম লেখা হালকা নীল ইউনিফর্ম। রিসেপশনে ফোন করে এসেছে এরা, তাই তৈরি ছিল লাগেজ ট্রলি।

হোটেলের বেলবয় ওটা ঠেলে নিয়ে এল। কিছু কথা হলো তার দুই ইউনিফর্মের সাথে। একজনের হাতে একটা ক্লিপবোর্ড, তাতে ক্লিপ করা রিসিভিং চালানটা দেখল সে। ওতে প্রাপকের সই চাই। নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকেই করতে হবে কাজটা। মাথা দুলিয়ে ট্রলি তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল বেলবয়।

দুই ইউনিফর্ম ধরাধরি করে বাক্সটা ট্রলিতে বসাল, ওটা নিয়ে লাউঞ্জ পেরিয়ে লিফটের দিকে এগোল। যাওয়ার সময় ডেস্ক ক্লার্কের উদ্দেশে হাত নাড়ল একজন, সে-ও জবাব দিল। বেলবয়ের মুখে এরমধ্যে শুনেছে সে চালানের বিষয়টা, তাই কোন প্রশ্ন করল না।

ওদিকে মাল খালাস হতে ভ্যান নিয়ে হোটেলের বিশাল কারপার্কে চলে এল চালক। এর পরনেও ইউনিফর্ম। গাড়ি থেকে নামল সে, ব্যস্ত। দেখে মনে হয় তলপেটের চাপ কমানো জরুরী হয়ে পড়েছে। দ্রুত পায়ে বাথরুমের দিকে এগোল সে। হাতে ছোট একটা কাপড়ের ব্যাগ। কার পার্ক প্রায় ফাঁকা, কেউ নেই তেমন। কারও চোখে পড়ল না লোকটার তৎপরতা।

বাথরুম থেকে তিন মিনিট পর বের হলো ড্রাইভার। পরনের ইউনিফর্ম হাওয়া হয়ে গেছে তখন। নিচে চমৎকার ছাঁটের দামী কাপড়ের স্যুট পরা ছিল তার। এখন তাই আছে। ব্যাগটা নেই। ইউনিফর্মসহ কমোড ফ্ল্যাশের পিছনে গুঁজে রেখে এসেছে। সার্ভিস লিফটে চড়ে নির্দিষ্ট ফ্লোরে উঠে এল লোকটা। ব্লু প্রিন্ট দেখে মুখস্থ করে আসা করিডর ধরে এগোল। কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করে জায়গামত পৌঁছল সে।

দূর থেকে দুই ইউনিফর্মকে ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গতি বাড়িয়ে দিল। সে বিশ গজ দূরে থাকতে দরজার বেল বাজাল এক ইউনিফর্ম। তৃতীয় বারে ঘুম ঘুম এক নারীকণ্ঠ সাড়া দিল। কণ্ঠ তো নয়, যেন জলতরঙ্গ।

'ইয়েস?'

'সেনিয়র টনির তরফ থেকে আপনার জন্যে একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে এসেছি আমরা, ম্যাডাম।'

পীপহোলের সূক্ষ্ম সাদা অংশটা অন্ধকার হয়ে গেল। বোঝা গেল ভেতর থেকে ওখানে চোখ রেখে দেখছে জলতরঙ্গ। 'কার তরফ থেকে?' কণ্ঠে বিস্ময় তার।

'সেনিয়র টনি ক্যানযোনেরি।'

'জিনিসটা কি?'

বাক্সের গায়ে টোকা দিল এক যুবক, ক্লিপবোর্ড তুলে ধরল। 'একটা সিডি প্লেয়ার, ম্যাডাম। আপনার সই প্রয়োজন।'

'এক মিনিট, প্লীজ।' কার্পেটে দ্রুত, লঘু পায়ের আওয়াজ উঠল সরে যাচ্ছে। পরস্পরের দিকে তাকাল দুই যুবক। কমপ্লিট স্যুট এরমধ্যে একবার পাশ কাটিয়ে গেছে তাদের, এখন আবার ফিরে আসছে।

ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর খুলে গেল স্যুইটের দরজা। গাউনের নিচে বাঁধছে তখনও সু লাও লিন, চোখমুখ ফোলা। 'সরি, তৈরি ছিলাম না।'

'দ্যাট'স অল রাইট, ম্যাডাম। কোথায় রাখব এটা, বেডরুমে?'

জিনিসটা দেখে খুশি ঠিকই হয়েছে মেয়েটি, কিন্তু বিস্ময় যায়নি এখনও। এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। 'অ্যাঁ? হ্যাঁ, বেডরুমেই রাখো।'

'পথ দেখান, প্লীজ।' ভেতরে ঢুকে পড়ল দুই যুবক।

'দাঁড়াও, দরজাটা...'

'আমি বন্ধ করছি দরজা,' হাসি মুখে দোরগোড়ায় উদয় হলো কমপ্লিট। হাতে উদ্যত ল্যুগার। সশব্দে আঁতকে উঠল লিন, লোকটার হীলের আঘাতে দড়াম করে লেগে গেল দরজা।

'কারা তোমরা!'

ভাল মানুষ দুই ইউনিফর্মের হাতেও দেখা দিল একই জিনিস। কেবল নাম আর ক্যালিবার আলাদা আলাদা, এই যা তফাৎ। ওরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, পুরো স্যুইট সার্চ করে ফিরে এল তক্ষুণি। 'নেই কেউ,' ঘোষণা করল একজন।

'না থাকারই কথা,' বলল কমপ্লিটধারী। 'ষাঁড়টা তো নিকেশ হয়েছে সবে কয়েক ঘণ্টা আগে। তার রিপ্লেসমেন্ট...যাকগে, তোমরা কাজ শেষ করো।'

ক্লিপবোর্ড এগিয়ে দিল এক যুবক। 'সই করুন।'

ঠাণ্ডা চোখে তিনজনকে দেখল লিন। ভয় পেলেও চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। 'তারপর?'

'আমার সাথে বেড়াতে যাবে,' বলল ল্যুগারওয়ালা। 'আপাতত কিছুদিন আমার আতিথ্যে থাকবে।'

'যদি না যাই?'

'তাহলে বুঝব মেডিক্যাল সায়েন্স মিথ্যে হয়ে গেছে।' পকেট থেকে একটা সিরিঞ্জ আর এক শিশি ওষুধ বের করল সে। কোন লেবেল নেই তার গায়ে। 'একটু পর এটা পুশ করা হবে তোমার দেহে। তারপর হাসতে-হাসতে আমার হাত ধরে বেরিয়ে যাবে তুমি হোটেল থেকে, সবার চোখের সামনে দিয়ে।'

'নিচে আমার দু'জন গার্ড আছে, জানো?'

'আমার আছে এক হালি। ওরা সামলাবে তাদের। এতক্ষণে বোধহয় সেরেও ফেলেছে সে কাজ।'

মুখ কালো হয়ে গেল সু লাও লিনের।

একই সময়ে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারলাইনসের গেটে অপেক্ষমাণ মাসুদ রানার সাথে যোগ দিল লুই লাযারো। আরও দু'জন আছে তার সাথে, সস্তা কাটের ইংলিশ স্যুট পরা। হয়তো অলিভ অয়েল মার্চেন্ট, যদিও চেহারা দেখে অন্যরকম মনে হয়।

'হাই, টনি!' চেঁচিয়ে উঠল লুই। 'গুড টু সী ইউ, ম্যান!'

তার বাড়ানো হাত ঝাঁকিয়ে দিল ও। লুইর হাত ঝাঁকুনি, হাসি খুব আন্তরিক মনে হলো আজ। খুশিতে খইয়ের মত ফুটছে যেন ভেতরে ভেতরে। ওর ধারণাই ঠিক, ভাবল রানা, মানুষটা সরল-সোজা। ভেতরে

প্যাঁচ-ঘোঁচ নেই। থাকলেও বোঝার উপায় নেই।

সঙ্গীদের সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দিল লুই। একজন সামান্য খাটো, নাম জিনো ম্যানিট্রি। অন্যজন ফ্র্যাঙ্কো লোকালো। আস্ত একটা খবিস লোকালো। কতদিন দাঁত মাজে না কে জানে, হলুদ হয়ে গেছে। তার আবার কয়েকটা খাওয়া খাওয়া। ম্যানিট্রির চেহারা-সুরত মোটামুটি ভদ্রোচিত। ইয়েস, নো, ভেরিগুডের মত গৎ বাঁধা কিছু ইংরেজি সম্বল দু'জনের, রেস্টুরেন্টে এক কাপ কফি বা একটা স্যান্ডউইচের অর্ডার অন্তত চলনসই মতো করে দেয়ার ক্ষমতাও নেই।

তবে একটা বিষয়ে কোন তফাৎ নেই দু'জনের। শুধু চোখ দেখলে ওগুলো মানুষের বলে মনে হয় না। পশুর চোখ ওগুলো—নেকড়ের দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণ দু'জনেরই অদ্ভুতভাবে নিচের দিকে ঝুঁকে আছে সামান্য, যেন সারাক্ষণ ব্যঙ্গের হাসি হাসছে ওরা। নিশ্চয়ই নতুন রিক্রুট, ভাবল রানা, আমার মত। হাসল ও, না, আমার মত নয়।

সাড়ে আটটায় নিউ ইয়র্কের যাত্রীদের বিমানে ওঠার ডাক পড়ল। 'একটা ফোন করা প্রয়োজন,' লুইকে বলল রানা। 'তোমরা এগোও, আমি আসছি।' নীরবে হাত নেড়ে চলে গেল সে। ম্যানিট্রি-লোকালো অনুসরণ করল তাকে। এরমধ্যে হালকা চেষ্টা করেছে তারা দেশী ভাই টনি ক্যানযোনেরির সাথে ভাব জমানোর। সুবিধে হয়নি। হ্যান্ডশেক আর হ্যালোর বাইরে এক চুলও এগোয়নি মাসুদ রানা।

কাছের বুদে ঢুকে দ্রুত ডায়াল ঘোরাল ও। 'খবর কি?' প্রশ্ন করল শাহেদের সাড়া পেয়ে।

'আল্লার নামে ভেসে পড়ুন,' উল্লাস ফুটল তার কণ্ঠে। 'এদিকে সব ফরসা।'

'কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'কি যে বলেন, ঝামেলা হবে কেন? হাসতে হাসতেই এসেছে।'

'খুব সতর্ক থাকবেন। ওকে শুধু সাঙ্ঘাতিক বললে কম বলা হবে। খুবই বিপজ্জনক। সামান্য ফুটো পেলেই হাওয়া হয়ে যাবে।'

'সে সুযোগ ওকে দেব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'ঠিক আছে। চলি।'

'আসুন। গুড হান্টিং।'

'ধন্যবাদ।'

জানালার পাশে বসল রানা, লুই বসল ওর সাথে। অন্য দু'জন ঠিক ওদের পিছনের সীটে। বৈরুত-নিউ ইয়র্ক দীর্ঘ আকাশ পথে ওদের কাউকে একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে শোনা গেল না। তবে নাক ডাকাতে শোনা গেছে, সারা পথ ঘুমিয়ে কাটিয়েছে হতচ্ছাড়া দুটো।

লুই করেছে ঠিক উল্টোটা। ওর বক্‌বকানি শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। খারাপ লাগেনি মাসুদ রানার। মানুষটাকে বরং একটু একটু করে ভালই লাগতে শুরু করেছে ওর।

'অ্যাই, টনি, কাল আমি বেরিয়ে আসার পর কি করেছ তুমি বলো তো?' এই ছিল তার প্রথম প্রশ্ন।

'কখন?'

'আরে ওই যে, হোটেলে! লিনের সাথে?'

'কই, কিছু না তো।'

'ধ্যাৎ! তুমি একটা ইয়ে। অমন একটা সুযোগ ছেড়ে দিলে?'

'না দিয়ে উপায় ছিল না। কাগজপত্র তৈরি করাতে যেতে হলো।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম। চার্লির ওখানে গিয়েছিলে, না? এসব কাজে লোকটার হাত খুব ভাল, কি বলো?'

'ওর খোঁজ পেলে কি করে তোমরা?'

'আমি জানি না।'

চেহারা দেখে বোঝা গেল মিথ্যে বলছে না লোকটা। 'সত্যি?'

'শুনেছি ও লিনের মাধ্যমে এ কাজ জোগাড় করেছে।'

'তুমি কিন্তু একটা কথা এখনও বলোনি আমাকে, লুই।'

'কি কথা?' ঘুরে তাকাল সে।

'আমি তোমাদের কি কাজে আসব, সেই কথা। আমাকে দিয়ে কি

কাজ করাতে চাও? আমি বলছি না যে কোন কাজে আমার অরুচি আছে। তবু, সব খোলাখুলি জানালে কি ভাল হত না?'

'তুমি তো সিসিলিয়ান,' ফিস্ ফিস্ করে বলল সে। 'আমেরিকায় অনেক বছর থেকেও এসেছ। বলো দেখি, ও দেশে, বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে এমন কোন ইটালিয়ান গোষ্ঠী বা পরিবার আছে যারা খুব অর্থশালী, ক্ষমতাশালী?'

'ইটালিয়ান?' চিন্তার ভান করল রানা। 'মা...'

'আস্তে! হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ।'

চোখ বড় হয়ে উঠল ওর। 'তুমি...'

'আমি পরিবারের একজন। ডন আমার চাচা।'

'ওহ্, গড! এরকম এক সুযোগের অপেক্ষায়ই তো ছিলাম আমি।'

'সত্যি? তাহলে আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

হাসল মাসুদ রানা। 'পাওনা থাকল। শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোট করার কোন ইচ্ছে নেই আমার, লুই।'

'গ্রেট, শিওর। ভাল কথা, কাল তুমি ক্যাঙের কি হাল করেছ জানো?'

'নাহ্!'

'মাই গড! ও ব্যাটা শেষ।'

'মানে? মরে গেছে?'

'না। তবে সেটাই বরং ভাল হত ওর জন্যে। বাঁ হাঁটুর বাটি গুঁড়ো হয়ে গেছে, আর স্পাইনাল ইনজুরিও হয়েছে। হয়তো পঙ্গু হয়ে যাবে।'

'দুঃখিত। মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। আমার সাথে অভদ্র আচরণ করা ঠিক হয়নি ক্যাঙের।' বাইরে মন দিল ও। একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে লেবানীজ উপকূলরেখা। বিমানের পেটের নিচে সূর্যের কড়া আলোয় চক্ চক্ করছে স্বচ্ছ নীল ভূমধ্যসাগর। আটচল্লিশ ঘণ্টার কিছু বেশি হয়েছে ওর মিশনের বয়স, এরমধ্যেই তিনজন কাজের মানুষ হারিয়েছে পপআই। দু'জন গায়েব, একজন থেকেও নেই।

'জানি,' খানিকপর জবাব দিল লুই। 'রাগলে তুমি যে কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারো, তা তো সেদিন নিজের চোখেই দেখলাম। ছেলেটার জন্যে পরে খুব আফসোস হয়েছে আমার। কেন বাপু শুধু শুধু প্রাণটা খোয়ালি?'

মুখ টিপে হাসল রানা অন্যদিকে ফিরে। মনে মনে বলল, ঘোড়ার আণ্ডা জানো তুমি। পরক্ষণে অন্য চিন্তা ঢুকল মাথায়। বৈরুত পাইপলাইন মোটামুটি শেষ করে দিয়ে এসেছে ও। আসল মিশন শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ওটা। কিন্তু তারপর? দুই মাফিয়া পরিবারের মাথা ধ্বংস করতে যাচ্ছে রানা, মাফিয়ার কব্জার মধ্যে থেকে করতে হবে সে কাজ। কতদূর কী করতে পারবে ও? আদৌ কিছু করতে পারবে?

চার্লি আর লিনকে না সরিয়ে উপায় ছিল না। প্রথমজন তো মোটামুটি জানতই ওর পরিচয়, কাজের প্রকৃতি। মেয়েটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রানার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সংশয় পুরোপুরি দূর হয়নি ওর ব্যাপারে। কিছু না কিছু সন্দেহ ছিলই। শুধু চার্লি গায়েব হলে সে অবশ্যই তা রিপোর্ট করত ফ্র্যানযিনিকে। জন্মের মত ফেঁসে যেত রানা।

'আইনসম্মত যত ব্যবসা আছে, তার সবটাতেই আছে ফ্র্যানযিনি -রুগেইরো,' বলেছিল সোহেল ফাইনাল ব্রীফিঙের সময়ে। 'মাফিয়ার প্রত্যেকটি পরিবারই আছে। এদের মধ্যে দু'নম্বর বিত্তশালী হচ্ছে ফ্র্যানযিনি। বাজারে এই মানুষটির আশি মিলিয়ন ডলার সুদে খাটছে, কল্পনা করতে পারিস্? অসংখ্য ছোট ছোট ব্যবসা চলে তার লোনের টাকায়। তিন পার সেন্ট যার সাপ্তাহিক সুদ। বছরে কেবল সুদই আয় হয় তার একশো ছাপ্পান্ন হাজার ডলার, আসল তো রইলই।

'এ তো ফ্র্যানযিনির সীড মানি। কোন ব্যবসায় নেই সে? লোকটার সবচেয়ে বড় ব্যবসা সম্ভবত পরিবহনের। হাজারখানেক ট্রাকের মালিক সে। এরপর গার্মেন্টস সেক্টর। আমেরিকার তিনের দুই ভাগ কারখানার মালিক মাফিয়া, এবং সিকি অংশ তার একার। তারপর মাংস প্যাকিং,

প্রাইভেট গারবেজ কালেকশন, পিয্যা পার্লার, বার, ফিউনেরাল হোম, কন্স্ট্রাকশন কোম্পানি, রিয়েল এস্টেট ফার্ম, ক্যাটারিং, জুয়েলারী ব্যবসা, বিভারেজ বট্‌লিং, ভেন্ডিং মেশিন ব্যবসা, সব। এসব একটা-দুটো নয়, ডজন ডজন আছে একেকজনের।

'প্রশ্ন উঠতে পারে, এত ব্যবসা, তাহলে ওরা ক্রাইম করে কখন? সোজা উত্তর। ডান হাতে ব্যবসা করে তো বাঁ হাতে অপরাধ করে। একই সময়ে। ওদের বড় ক্রাইম হচ্ছে হাইজ্যাকিং। হাইজ্যাক করা গার্মেন্টসই ওদের লাইসেন্স করা দোকানে বিক্রি হয়। হার্লেমে যে মাদক বিক্রি করে, সে-ই একটু পর এসে বসে নিজের সেভেনথ এভিনিউর শানদার গার্মেন্টস কারখানায়। ম্যানহাটনে যে পর্ণোগ্রাফি বিক্রি করে, সে-ই খানিক পরে গিয়ে বসে তার জুয়েলারীর দোকানে। এই হচ্ছে ওদের আসল রূপ।

'কয়েক দশক ধরে এইসব "কাভার" তৈরি করতে গিয়ে ধার নষ্ট হয়ে গেছে মাফিয়ার। যেখানে-সেখানে মার খায় এখন। কড়া সিসিলিয়ান আইন "ওমের্তা" ভঙ্গ করে নিজেরা লড়াই করে, কাতারে কাতারে মরে।'

পাশে তাকাল রানা। সামনে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে লুই লায়ারো। ফ্র্যানযিনির উনিশশো সদস্যের বিশাল মাফিয়া সাম্রাজ্যের মাত্র এই একজনকে চিনেছে ও, আরও আঠারোশো নিরানব্বইজন বাকি। ওরে বাবারে! যদি পরিস্থিতি প্রতিকূলে চলে যায়, এর সাহায্য কি পাবে ও? সন্দেহ আছে। আবার বাইরে তাকাল। বৈরুতে কি যোগাযোগ করবে ফ্র্যানযিনি নিজে থেকে? অথবা ওখান থেকে কেউ যোগাযোগ করবে তার সাথে? জানিয়ে দেবে লিন আর চার্লির নিখোঁজ হওয়ার খবর?

'তোমার সেই বন্ধু কোথায়, মুসো?'

'ও জাহাজে করে আসছে। আজই ভোররাতে ছেড়েছে জাহাজ।'

অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি সারাটা পথ রানাকে দখল করে রাখল।

এক সময় শেষ হলো দীর্ঘ ভ্রমণ। এয়ারপোর্টে ওদের রিসিভ করল ডনের ব্যক্তিগত গার্ড দলের নেতা, ল্যারি স্পেলম্যান। ভাইপোকে ডন কতটা গুরুত্ব দেয়, এ থেকে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু স্পেলম্যানকে দেখামাত্র অস্বস্তি বেড়ে গেল মাসুদ রানার। মনে হতে লাগল লোকটিকে আগে কোথাও দেখেছে ও। চেহারা চেনা চেনা লাগছে।

প্রায় ওরই সমান লম্বা ল্যারি স্পেলম্যান। ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাক। নীল চোখ। চাউনি অন্তর্ভেদী, যেন কপাল ফুঁড়ে ঢুকে যায় মগজের ভেতর। দেখেই বোঝা যায় পেরেকের মত শক্ত, ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না। ত্রিশের মত বয়স। কঠিন বান্দা। চেহারাতেই লেখা আছে লোকটার প্রকৃতি। ডনের একান্ত বাধ্য কুকুর। অন্ধ অনুসারী।

অদ্ভুতরকম গমগমে হাসি স্পেলম্যানের। শুনলে মনে হয় পেটের মধ্যে বসানো ড্রাম থেকে বের হয় বুঝি আওয়াজটা। দীর্ঘ দুই হাতে লুইর দু'বাহু সাঁড়াশীর মত আঁকড়ে ধরল সে, মুখে সেই হাসি। 'ভালয় ভালয় ফিরেছ দেখে খুশি হলাম, লুই। তোমাকে কয়েকদিন না দেখায় চাচার অবস্থা খারাপ, তাই আমি এলাম।'

'ভাল করেছ। এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। এ টনি ক্যানযোনেরি, ও ম্যানিট্টি, আর ও হচ্ছে লোকালো। জেন্টলমেন, এ আমাদের বন্ধু ল্যারি স্পেলম্যান।'

রানাকে ভাল করে দেখল লোকটা। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল ওর। 'মনে হয় আগে কোথাও দেখেছি তোমাকে?' চিন্তিত কণ্ঠে বলল ল্যারি।

দুটো হার্ট বিট্ মিস হলো ওর। কে জানে কোথায় ওরা মুখোমুখি হয়েছিল, কবে, কখন, কোন কুক্ষণে! পাঁচ মিনিটও হয়নি মাটিতে পা রেখেছে রানা, এরই মধ্যে সমস্যা। অবশ্য সামলে নিল ও। 'নিউ অর্লিয়ন্সে দেখে থাকবে হয়তো,' অনাগ্রহের সুর ফুটল কণ্ঠে।

'নাহ্! ওখানে নয়, আর কোথাও।'

'তাহলে প্রেসকট, বা অ্যারিজোনা?'

'উঁহুঁ!' আনমনে মাথা দোলাল লোকটা। 'মনে হয় না।'

রানার সন্দেহ হলো লোকটা আলোচনা চালু রাখতে আগ্রহী, যাতে আরও বেশি সময় নজর রাখা সম্ভব হয় ওর ওপর। কিন্তু খেলাটা ওর পছন্দ নয়। স্পেলম্যানকে বেশি সুযোগ দিতে আগ্রহী নয় ও। বিপদ ঘটে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। এর মধ্যে রানার লাগেজ এসে গেছে। ব্রীফকেসটা তুলে নিল ও। লুইর উদ্দেশে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো, প্লীজ। টয়লেটে যেতে হবে।'

ফিরল পাঁচ মিনিট পর। ওয়ালথারটা জায়গামত রাখতে পেরে অনেক স্বস্তি পাচ্ছে এখন।

ওদের নিয়ে রওনা হলো ডনের প্রকাণ্ড নীল ক্রাইসলার। লুই, রানা আর স্পেলম্যান বসেছে পিছনের সীটে। অন্য দু'জন ড্রাইভারের সাথে। এবারও পুরো রাস্তা বক্ বক্ করে কাটাল লুই। কথা বলায় কোন ক্লান্তি নেই তার। নিজের দুর্বল রসিকতায় নিজেই হাসে বেশি। ব্যাপারটা যাতে চালু থাকে, সে জন্যে এবার রানাও সাহায্য করল যাতে স্পেলম্যানের মন অন্যদিকে সরিয়ে রাখা যায়। এটা কোন সমাধান নয় ঠিকই, তবু, কিছু সময়ের জন্যে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা যাবে লোকটার।

কথার ফাঁকে রানাও দ্রুত স্মৃতির পাতা হাতড়াচ্ছে, মরিয়া হয়ে মনে করার চেষ্টা করছে তার পরিচয়। কিন্তু কাজ হচ্ছে না।

লোয়ার ব্রডওয়ে ছাড়িয়ে এসে গতি কমে গেল ক্রাইসলারের। প্রিন্স রোডের প্রকাণ্ড, দেখতে সাধারণ এক বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্ধে ছটা বেজে কয়েক মিনিট তখন। বিল্ডিঙের সামনে রঙচটা এক সাইনবোর্ডে লেখা : ফ্র্যানযিনি অলিভ অয়েল কোম্পানি। মেইন গেটে দু'জন সশস্ত্র গার্ড।

গাড়ি থেকে নামল ওরা। স্পেলম্যানকে অনুসরণ করে নিচতলার এক প্রকাণ্ড হলরুমে পৌঁছল। লুই রানার পাশছাড়া হতে চাইছে না। হল

পেরিয়ে ছোট এক অফিস রুমে পৌঁছল দলটা। সেক্রেটারিগোছের চার সুন্দরী যুবতী একমনে কাজ করছে ভেতরে। সবার টেবিলে একটা করে কম্পিউটর, লেযার প্রিন্টার, টেলিফোন ইত্যাদি আছে। সবাই এ মুখো হয়ে বসা। তাদের পিছনের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একসার ফাইলিং কেবিনেট। কারা এল, একবার চোখ তুলে দেখলও না মেয়েরা।

অফিস ছাড়িয়ে লম্বা এক করিডরে পড়ল ওরা, ওটার শেষ মাথার ফ্রস্টেড কাঁচের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কাঁচের গায়ে বাঁকা অক্ষরে সুন্দর করে লেখা : জোসেফ ফ্র্যানযিনি।

নিজেকে নতুন আর্মি রিক্রুটের মত মনে হলো মাসুদ রানার, যেন সবে বুট-ক্যাম্পে হাজিরা দিতে এসেছে। স্পেলম্যানের ইঙ্গিতে যার যার লাগেজ করিডরের দেয়াল ঘেঁষে রাখল রানা, ম্যানেট্রি আর লোকালো।

'একটু অপেক্ষা করো,' রানাকে নিচু গলায় বলল লুই। ফ্রস্টেড ডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল। ফাঁক দিয়ে এক আগুন মেয়ের ওপর চোখ পড়ল রানার। লুইকে দেখে চট্ করে উঠে দাঁড়াল সে।

'আরে, কখন ফিরেছ তুমি?'

কাছে গিয়ে তার গালে চুমু খেল লুই। 'এই তো, এইমাত্র। বাহ্, তোমাকে আজ দারুণ লাগছে তো, ফিলোমিনা!'

সত্যি তাই, ভাবল রানা। চমৎকার চেহারা মেয়েটির। এবং বোঝা যাচ্ছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে পরিবারের। কালো চুল পিছনে টেনে টাইট করে বেঁধেছে ফিলোমিনা। উঁচু গলার ব্লাউজ পরে আছে। লম্বা, স্লিম দেহ। সুন্দর মুখের ওপরদিকে বসানো বড় দুই বাদামী মায়াভরা চোখ। সব মিলিয়ে অপূর্ব এক ইটালিয়ান সুন্দরী।

লুইর বন্ধনমুক্ত হয়ে হাসিমুখে দরজার দিকে তাকাল ফিলোমিনা, রানার সাথে চোখাচোখি হলো। মুহূর্তের জন্যে নজর সেঁটে থাকল পরস্পরের, তারপর চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটি। চেয়ারে বসে কাজে মন দিল। কিন্তু হলো না। কি এক দুর্বার আকর্ষণে আবার চোখ তুলল

ফিলোমিনা, দেখল ওকে। ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম হাসির আভাস ফুটল তার সুন্দর মুখটায়।

লুইর পিছন পিছন ভেতরে গিয়েছিল স্পেলম্যান, বেরিয়ে এল 'এসো আমার সাথে।'

নীরবে এগোল ওরা তিনজন। স্পেলম্যানের ঠিক পিছনে থাকল মাসুদ রানা। পাশ কাটাবার সময় ফিলোমিনার দিকে তাকিয়ে হেসে নড করল ও। মনে হলো যেন ব্লাশ করল মেয়েটি। তার বাঁ দিকে আরেকটা দরজা। বন্ধ। নিশ্চই ফ্র্যানযিনির। দরজার পাশে এক লাইনে কয়েকটা চেয়ার। সেদিকে ইঙ্গিত করল স্পেলম্যান। 'বোসো।'

বন্ধ দরজার গায়ে টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে। কয়েক সেকেন্ড পর দরজায় দেখা দিল একটা ক্রোম হুইল চেয়ার। সেটায় বসে আছে ডন। ভল্লুকের মত দেখতে মানুষটা। প্রকাণ্ডদেহী। বসার ভঙ্গি সিংহের মত। স্পেলম্যান হুইল চেয়ার ঠেলছে, লুই তার পিছনে। তিন রিক্রুটের মুখোমুখি হলো ফ্র্যানযিনি।

ভাল করে দেখল তাকে মাসুদ রানা। এই সেই লোক, যাকে শেষ করতে সুদূর বাংলাদেশ থেকে ছুটে এসেছে ও। কম করেও সাড়ে তিনশো পাউন্ড ওজন হবে ডনের, হয়তো তার চেয়েও বেশি। হুইল চেয়ারের চওড়া পরিসর ধরে রাখতে পারছে না দেহটা, দু'পাশ গলে বাড়তি অংশ পড়ে যাবে যেন। সারাদেহে চর্বি থলথল করছে।

বিশাল মুখের ওপর ঢেলা ঢেলা ছোট চোখ দুটো একেবারেই বেমানান। গাঢ় কালচে দাগ তার নিচে। তরমুজ সাইজের মাথায় কাঁচাপাকা, এলোমেলো চুল। পালা করে ওদের দেখল সে। চাউনি দেখলে মনে হয় এই বুঝি ধমকে উঠবে। ডনের সবকিছুতে মাল্টিপল এসক্লেরোসিসের কামড় দেখতে পেল মাসুদ রানা। জঘন্য এক রোগ। মানুষের মোটর ইমপালস্ বরবাদ করে দেয়, দৃষ্টি শক্তি কমিয়ে দেয়, সমন্বয়বোধ ঠেলে নিয়ে যায় প্রায় শূন্যের কোঠায়। হজমশক্তিও নষ্ট করে ফেলে। আরও অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। মানুষ এ রোগে মরে না বটে,

তবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভোগে নানাভাবে। এর চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভাল।

এসক্লেরোসিসের কোন প্রিভেনটিভ নেই, চিকিৎসা নেই। এত প্রতিকূলতার পরও মানুষটি এখানকার দ্বিতীয় বৃহত্তম মাফিয়া ফ্যামিগলিয়ার ডন, ভাবতে আশ্চর্য লাগছে মাসুদ রানার।

'লুই!' হাঁক ছাড়ল ডন। সত্যিই সিংহের মত, ভাবল ও। কিছুটা খসখসে, তবে অস্বাভাবিক গম্ভীর। 'এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দাও।'

তাড়াতাড়ি সামনে চলে এল সে। 'এ হচ্ছে জিনো ম্যানিট্টি।'

'বন গিওরনো,' উঠে দাঁড়িয়ে নড করল লোকটা, 'ডন জোসেফ।'

'গিওরনো,' মাথা ঝাঁকাল সে। চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে পাশেরজনের দিকে তাকাল।

'এ ফ্র্যাঙ্কো লোকালো।'

সটান দাঁড়িয়ে নড করল লোকালো। 'বন গিওরনো, ডন জোসেফ। আমি ক্যাসটেলমেয়ার থেকে এসেছি।'

'সিট্!' রানার দিকে ফিরল সে ধমকটা সেরে।

'আর এ হচ্ছে সেই লোক, টনি ক্যানযোনেরি। যার কথা কাল তোমাকে ফোনে জানিয়েছি।'

'হুঁম্!'

এক ইঞ্চিমত মাথা ঝোঁকাল রানা। নড বলা যায় না তাকে। মুখে কোন সম্ভাষণ জানাল না। পলকহীন চোখে ওকে দেখতে থাকল ডন। দু'চোখে রাজ্যের ঘৃণা। এ ঘৃণা আসলে ওর প্রতি নয়, বুঝল রানা, ডনের নিজের প্রতি। নিজেকে, নিজের অভিশপ্ত দেহটাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে সে। করুণা করে নিজের অক্ষমতাকে, দু'চোখে তারই প্রতিফলন দেখছে ও। সক্ষমের প্রতি অক্ষমের ঘৃণা।

'তোমাকেই তাহলে খুঁজছে বৈরুত পুলিস?' প্রশ্ন করল ডন।

'হ্যাঁ। খোঁজ পেলে এখানকার পুলিসও পিছু নেবে।'

'রেস্টুরেন্টে একজনকে খুন করেছ তুমি সবার চোখের সামনে?'

'নিজের দোষেই মরেছে...'

'কার দোষ জানতে চাইনি আমি,' আরও গম্ভীর হয়ে গেল ডন। 'ক্যাঙকেও ভীষণভাবে মেরেছ তুমি। ও চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে।' অভিযোগ নয়, মন্তব্য করল সে।

আড়চোখে ফিলোমিনাকে দেখল মাসুদ রানা। কাজ ফেলে হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। 'হ্যাঁ। দুর্ব্যবহার করেছিল ও আমার সাথে।'

'সেদিন যা দেখাল টনি, কি বলব,' ফোড়ন কাটল লুই।

'তুমি থামো!' মৃদু গর্জন করে উঠল ডন। 'আগে এ দেশে থাকতে তুমি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'ইংরেজি কে কতটা জানো?'

ম্যানিট্টি, লোকালো চুপ। রানা বলল, 'আমি জানি।' খেয়াল করল, ডনের পিছন থেকে অন্যমনস্ক চোখে ওকে দেখছে স্পেলম্যান।

'ওয়েল, লুই! এদের হোটেলে তুলে দিয়ে এসো। রাতটা বিশ্রাম নিয়ে কাল যেন রিপোর্ট করে এরা।'

'ঠিক আছে।'

'কাল রাতে টনির গার্ডেনে ফিলোমিনার বার্থডে পার্টি, মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' বলল ভাইপো।

'চলে এসো সময়মত।'

'আচ্ছা।'

ডনের ইশারা পেয়ে হুইলচেয়ার ঘোরাল স্পেলম্যান। তার আগে আরেকবার রানার সাথে চোখাচোখি ঘটল লোকটার।

ভীষণ অস্বস্তির সাথে লুইকে অনুসরণ করল ও।

ছয়

ম্যানহাটন মিডটাউনের পুব অংশে অভিজাত তিন তারা হোটেল চ্যালফনট প্লাজা। পুরনো, ঐতিহ্যবাহী হোটেল। বাইরে থেকে যে সব ব্যবসায়ী প্রায়ই নিউ ইয়র্ক আসে, তাদের খুব পছন্দের। ম্যানিট্রি-লোকালোকে ডেস্ক ক্লার্কের হাতে সঁপে দিয়ে রানার বাহু ধরল লুই লাযারো। 'এসো, গলা ভেজাই।'

'না, লুই। ধন্যবাদ। খুব ক্লান্তি লাগছে।'

শ্রাগ করল সে। 'বেশ। চলো তাহলে রুমে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কোন প্রয়োজন নেই। তুমিও ক্লান্ত। যাও, বিশ্রাম করোগে।'

'ওকে, ফ্রেন্ড। কাল দুপুরের পর ফোন করব আমি।'

'শিওর। সী ইউ।'

বারোতলায় নিজের রুমে চলে এল মাসুদ রানা। চারদিক তাকিয়ে অর্ধেক ক্লান্তি দূর হয়ে গেল মুহূর্তে। সুন্দর ডেকোরেটেড রুম এদের। সবকিছুতে চমৎকার রুচির ছোঁয়া। টেলিফোনে ডিনারের অর্ডার দিয়ে বাথরুমে ঢুকল ও। পনেরো মিনিট পর বের হলো ঝরঝরে, তরতাজা একটা অনুভূতি নিয়ে। খাওয়া শেষ হতে কফি নিয়ে বসল, পুরো বিষয়টা নতুন করে তলিয়ে দেখল একবার।

নিউ ইয়র্কে পা রাখার আগে পর্যন্ত ঠিকই ছিল সব, তারপরই সমস্যার আশঙ্কা দেখা দিল ল্যারি স্পেলম্যানের কারণে। কোথায় দেখেছে আগে মানুষটাকে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না ও।

ভাগ্য ভাল যে ওর মত একই সমস্যায় আছে স্পেলম্যান, নইলে এতক্ষণে সর্বনাশ হয়তো ঘটেই যেত। কিন্তু ও জানে, এই স্মৃতি বিভ্রাট নিতান্তই সাময়িক—দু'জনের জন্যেই।

যে কোন মুহূর্তে চট্ করে মনে জেগে উঠবে যে কারও। তখন কি হবে? রানা কি পারবে পরিস্থিতি সামাল দিতে, যদি স্মৃতি উদ্ধার প্রতিযোগিতায় ওকে পিছনে ফেলে দেয় স্পেলম্যান? আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, লোকটা ওকে কি নামে, কোন পরিচয়ে চেনে? যদি সেটা ছদ্ম হয়, হয়তো মুখে মুখে বিষয়টার সমাধান করা সম্ভব হবে। যদি না হয়? ঝামেলা! রানার আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে এত কাঠ-খড় পোড়ানো স্রেফ মাঠে মারা যাবে।

ও জানে, যখন কিছু মনে পড়তে না চায়, তখন তা জোর করে মনে করার চেষ্টা বোকামি। তাতে উল্টো ফল হয়, জট পাকিয়ে যায় মাথার মধ্যে। সে ক্ষেত্রে বরং বিষয়টা ভুলে অন্য কিছুতে মন দিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়; চট্ করে খুলে যায় জট। কিন্তু এ মুহূর্তে ল্যারি স্পেলম্যান রানার জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে অন্য কিছুতে ঢোকাতেই পারছে না ও। ঘুরেফিরে একই কথা মনে জাগছে।

রানা লোকটাকে দেখামাত্র বুঝেছে তাকে ও চেনে। কোথাও দেখেছে আগে। একই কথা স্পেলম্যানও বলেছে। কিন্তু একজনও মনে করতে পারছে না কবে, কখন, কোথায়, কোন পরিস্থিতিতে একে অন্যকে দেখেছে।

কফি-সিগারেট শেষ করে উঠল ও। নিজের ওপর বিরক্ত। এই যখন মনের অবস্থা, প্রয়োজনের সময়ে ঠিকমত সাড়া পাওয়া যায় না মস্তিষ্কের, বুঝতে হবে সময় শেষ হয়ে এসেছে। ছেড়ে দেয়া উচিত এই বিপজ্জনক পেশা। নইলে প্রাণটাই হয়তো যে কোনদিন ছেড়ে যাবে। সেটা যদি সময়মত ঘটে, আফসোস থাকে না। কিন্তু···ধ্যাৎ!

সমস্যা সমাধানের ভার অবচেতন মনের ওপর ছেড়ে দিয়ে বিছানায়

উঠে পড়ল মাসুদ রানা। দেখা যাক্, ঘুমের মধ্যে ব্যাটা কোন পথ দেখায় কি না। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে তন্দ্রার ঘোরে ঢলে পড়ল রানা, শেষ মুহূর্তে ফিলোমিনার মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। পরক্ষণে অতল ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে মনে নেই, আচমকা ভেতর থেকে কেউ ঠেলে জাগিয়ে দিল ওকে। মুহূর্তে পূর্ণ সজাগ-সতর্ক হয়ে উঠল রানা। মনে হলো ঘুমায়ইনি, জেগেই ছিল এতক্ষণ।

চোখ মেলল ও, এবং জমে গেল। নাকের ঠিক চার ইঞ্চি তফাতে রয়েছে অস্ত্রটা, পিলে চমকানো চেহারার একটা মাউযার। সরাসরি বাঁ চোখ সই করে ধরে রেখেছে ওটা ল্যারি স্পেলম্যান।

'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত পিষল সে। 'এক চুল নড়লে গুলি করব আমি!'

বিশ্বাস করল রানা, পড়ে থাকল স্থির হয়ে। বুঝতে অসুবিধে হলো না যে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে ও স্পেলম্যানের কাছে। হাত বাড়িয়ে সাবধানে বেড-সাইড ল্যাম্প জ্বেলে দিল লোকটা, চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। ওর মধ্যে মাউযারের নলটাকে অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেলের নল মনে হলো। একটু একটু করে ওপরে উঠল রানার দৃষ্টি। লোকটার দীর্ঘ হাত ও বাহুর ওপর দিয়ে ঘুরে স্থির হলো অন্তর্ভেদী দু'চোখে।

বাঁকা হাসি তার মুখে। অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে হাত ছুঁড়ল স্পেলম্যান, কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাউযারের ভারী বাঁট দড়াম করে আছড়ে পড়ল ওর বাঁ চোয়ালে। সংঘর্ষের ধাক্কায় ঘিলু নড়ে গেল রানার, মুহূর্তে অবশ হয়ে গেল জায়গাটা। চেহারা বিকৃত করে ব্যথা হজমের চেষ্টা করল ও। অসহ্য যন্ত্রণায় পানিতে ভরে গেছে বাঁ চোখ, চিড়বিড় করছে ওখানটায়, চুলকাচ্ছে। তবু স্থির হয়ে পড়ে থাকল, এক চুল নড়ার সাহস হলো না। লাল চোখে ওকে দেখছে স্পেলম্যান।

খুনীর দৃষ্টি জীবনে বহু দেখেছে মাসুদ রানা। খুনীর চোখে চোখ রাখার অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। কিন্তু স্পেলম্যানের চোখ ও

চাউনির সাথে সে সবের কোন মিল নেই। সম্পূর্ণ অন্যরকম, যা দেখলে সম্ভবত আজরাইলের পিলেও হোঁচট খাবে। সোজা হলো লোকটা, লালচে পাতলা ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর আধফোটা হাসি। 'উঠে বোসো,' গম গম করে উঠল ভেতরের ড্রাম থেকে উঠে আসা শব্দ দুটো। 'সাবধানে।'

নির্দেশ পালন করল মাসুদ রানা। 'ওপাশে নেমে সরে দাঁড়াও,' নিজের উল্টোদিক দেখাল স্পেলম্যান। বালিশের নিচে রাখা ওয়ালথারটার কথা মনে পড়ল ওর, কোনমতে যদি ওটা বের করা সম্ভব হত, ভাবছে রানা, যদি একটা সুযোগ··· 'হারি আপ!' কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল লোকটা।

নেমে পড়ল রানা। এদিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াও!'

তাই করল ও। আহত গালে হাত বুলিয়ে নিল। খাটের পাশে চলে এল স্পেলম্যান, বালিশের তলায় হাত ভরে বের করে নিল রানার ওয়ালথার। চেহারায় সন্তুষ্টি নিয়ে ওটা পকেটে পুরল সে। 'এবার বসতে পারো তুমি।'

এগোল মাসুদ রানা। স্পেলম্যানের চোখে চোখ রেখে খাটের এপাশে এসে পা ঝুলিয়ে বসল। ওর চার হাত তফাতে একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসেছে লোকটা। মাউযার প্রস্তুত। বেড সাইড টেবিলে রাখা নিজের হাতঘড়ি দেখল রানা—তিনটে বাজে। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বুঝি পাঁচ মিনিটও ঘুমায়নি ও, অথচ চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে এর মধ্যে।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে স্পেলম্যানের দিকে তাকাল রানা। তখনই ব্যাপারটা ধরা পড়ল। আকণ্ঠ গিলে এসেছে লোকটা—মাতাল। এইজন্যেই লাল হয়ে আছে চোখ। পরক্ষণে ভুল ভাঙল তাকে পলক ফেলতে দেখে। নেশা সে করে এসেছে ঠিকই, তবে মদ খেয়ে নয়, অন্য কিছু, খুব সম্ভব হেরোইনের সাহায্যে। ভাল করে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হলো মাসুদ রানা, ঠিক তাই। দু'চোখ ছলছল করছে

স্পেলম্যানের।

চোয়াল ডলল ও। 'এসব কি হচ্ছে জানতে পারি? ডনের ভাইপো নিজে হাত-পা ধরে সেধে নিয়ে এসেছে আমাকে। অথচ তুমি অকারণে...' লোকটাকে নিঃশব্দে হেসে উঠতে দেখে থেমে গেল রানা।

'নিজেকে তুমি খুব চালাক মনে করো, মাসুদ রানা। ভেবেছিলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আর সাজানো মারামারির সাহায্যে কাজ হাসিল করবে, কেমন? লুই সোজা মানুষ, ওকে ফাঁকি দেয়া খুব সহজ। সু লাও লিনের ব্যাপারটাও এক, কারণ তাকে আহাম্মক লুই প্রভাবিত করে ফেলেছিল আগেই। কিন্তু তাই বলে সবাইকে ফাঁকি দিতে পারবে তুমি, এতটা আশা করা কি একটু বেশি হয়ে গেল না?'

পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল ওর। বুঝে গেছে, হারামজাদা ওকে হাড়ে হাড়েই চিনেছে। ধানাই পানাই বলে পার হওয়া যাবে না। কারণ ব্যাটা ওর আসল পরিচয়টাই জানে। কিন্তু... কোথায় দেখেছে সে রানাকে? কবে? মনে পড়ব পড়ব করছে, অথচ পড়ছে না।

ওর আসল পরিচয় উদ্ধারের ঘটনা আর কাউকে জানিয়েছে লোকটা? সম্ভাবনা কম। তাহলে চার ঘণ্টা ঘুমানোর সুযোগ জুটত না। ক্ষীণ একটা দুরাশা জাগল মনে। 'তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

টিট্‌কিরির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল স্পেলম্যান। 'হয় এরকম, আমি জানি। মেন্টাল শক্ খেলে মানুষ কখনও কখনও নিজের বাপকেও চিনতে পারে না। এ তো সামান্য।'

'দেখো, স্পেলম্যান, তুমি মারাত্মক ভুল করছ। আমাকে আর কেউ ভেবে বসেছ, কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'ঠিক, কোন সন্দেহ নেই।'

জানে যা ঘটার ঘটে গেছে, এ ফাঁস থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। তবু কিছুটা সময় পাওয়ার জন্যে কথা চালিয়ে যেতে চাইছে রানা। যদি

এর মধ্যে একটা সুযোগ পাওয়া যায়···আচমকা অদৃশ্য হাতের ভয়ঙ্কর এক ব্লো খেলো ও তলপেটে। বিদ্যুৎ চমকের মত চিনে ফেলল সামনে বসা মানুষটিকে। হায় খোদা! শেষ পর্যন্ত···

'কোন সন্দেহ নেই যে তুমিই মাসুদ রানা। বাংলাদেশী স্পাই।'

'ল্যারি, শোনো···'

'শাটাপ, বাস্টার্ড! রবার্টো গার্সিয়ার জুয়েলারী শো রুমে ডাকাতি করেছিলে তুমি কয়েক বছর আগে, এরই মধ্যে ভুলে গেলে সে কথা?'

ভুলিনি, মনে মনে বলল ও। মনে ছিল ঠিকই, সময়মত খেয়াল পড়েনি। হারামজাদা হেরোইন, ভাবল, সেবনকারীকে কখনও কখনও বহু পুরনো স্মৃতিও মনে করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সারাদিন ওকে চিনতে পারেনি স্পেলম্যান, কিন্তু যেই পেটে পাউডার পড়েছে···

'কি, পড়ল মনে? বেশিদিন আগের ঘটনা নয়, মাসুদ রানা। মাত্র চার বছর আগের। এই শহরেরই কাহিনী। আমি সে সময়ে গার্সিয়ার বডিগার্ড-কাম-শোফার ছিলাম। গোল্ডেন বীচে আমিও গুলি খেয়েছি, রানা। ভাগ্য ভাল যে তারপরও পালিয়ে যেতে পেরেছি।'

চুপ করে থাকল রানা। আর কথা কেটে লাভ নেই।

'একবার তোমার জন্যে আমার আশ্রয় ছুটে যায়, বন্ধ হয়ে যায় আয়ের পথ। কিন্তু এবার তা হবে না, মাসুদ রানা। কেন তুমি ভিড়েছ, আমি বুঝি। সে সুযোগ তুমি আর পাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'খুঁজে খুঁজে এমন সব আশ্রয় বেছে নাও তুমি, যার ভিত্তি বেআইনী। দুর্বল। সে ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি, বলো? আমাকে দোষ দিয়ে লাভ কি?'

'তা বটে।'

পাত্তা দিল না রানা। 'রবার্টো গার্সিয়া ডাকাতি করেছে আগে, আমি পরে। সে করেছে নিজের জন্যে, আমি পরের জন্যে। এক্ষেত্রেও সেই একই কথা।'

'কাজের কথা হোক,' মাউযার দোলাল সে। 'আর কে আছে তোমার সাথে?'

'আমি একা, কেউ নেই সাথে।'

'হতে পারে না। তোমার পরিচয় মনে পড়ামাত্র আমি বৈরুতে ফোন করেছি। কারও পাত্তা নেই। চার্লির ফোন কেউ ধরে না, লিনের হোটেল জানিয়েছে গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে এক ভদ্রলোকের সাথে বেরিয়ে গেছে সে, আর ফেরেনি। এসবের মানে কি?'

'কার সাথে বেরিয়েছে লিন জিজ্ঞেস করোনি?'

'করেছি। ওরা বলে গিতানো রুগেইরোর কোন এক বন্ধুর সাথে গেছে।'

'রুগেইরো?' চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'তাকে তো তোমাদেরই ভাল চেনার কথা। তাকেই কেন জিজ্ঞেস করো না? সে তো যদ্দূর জানি তোমাদেরই একজন।'

'সে পরে দেখব। আগে তুমি বলো। রুগেইরোর সাথে হাত মিলিয়েছ তুমি কি মতলবে?'

তখনই উত্তর দিল না ও। স্পেলম্যান যদি এই লাইনে চিন্তা করে, সময় তাহলে কিছু বেশি পাওয়া যাবে। ফ্র্যানযিনি তাহলে জানার চেষ্টা করবে কি ষড়যন্ত্র আছে ভেতরে। 'যদি তাই ভেবে থাকো, ভাবতে পারো। আমার মুখ তুমি খোলাতে পারবে না।'

'অবশ্যই পারব। ডন ফ্র্যানযিনি সব শুনতে আগ্রহী হবে বলেই আমার বিশ্বাস। কাজেই তাকে রিপোর্ট করার আগে বিস্তারিত আমার জানা প্রয়োজন। তা যতক্ষণ না হচ্ছে, এ ঘর ছাড়ছি না আমি।'

খুশির খবর! অন্তত একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। বিষয়টা এখন পর্যন্ত স্পেলম্যানের মধ্যেই আছে, ডন জানে না। সে যখন জানে না, আর কারও না জানাই স্বাভাবিক। একটাই মাত্র বাধা এখন পথে, এটাকে যদি কোনরকমে উপড়ে ফেলা যায়... কিন্তু দু'জনের মাঝের দূরত্ব প্রচুর, নরম বিছানায় দেবে বসে থাকা অবস্থায় ওর আচমকা

কিছু করতে যাওয়া হবে চরম বোকামি। আর কি করা যায়?

লোকটাকে রানার কাছে পেতে হবে। ওকে রাগিয়ে দেয়া গেলে কেমন হয়? খেপে গিয়ে যদি ওকে আরেকবার আক্রমণ করতে আসে ব্যাটা···কিন্তু মুশকিল যে ও এখন নেশার ঘোরে আছে। এ অবস্থায় সহজ-স্বাভাবিক আচরণ যদি না করে লোকটা, রাগ বেশি হয়ে গেলে যদি গুলি করেই বসে? তবু উপায় নেই রানার, চান্স একটা নিতেই হবে।

নাক কোঁচকাল ও। 'একটা বতু পাঁঠাও তোমার মত দুর্গন্ধ ছড়ায় না, স্পেলম্যান। গোসল করো না কত বছর?'

কাজ হলো না। অনড় বসে আছে সে। অস্ত্র নাচাল। 'মুখ খোলো, মাসুদ রানা। নইলে গুলি করব আমি।'

'তোমার সে ক্ষমতা নেই। ডন ভেতরের সব জানার আগে আমাকে গুলি করতে পারো না তুমি। নেশার পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চেপে আছ বলে ভেবো না তুমি যা খুশি তাই করতে পারবে।'

খোঁচাটা লেগেছে জায়গামতই, রেগেও উঠল স্পেলম্যান, তবে বুদ্ধি আছে বলে হজম করে গেল। অথবা হয়তো নেশার কারণে বুদ্ধিশুদ্ধি জড়িয়ে গেছে, ঠিকমত কাজ করছে না মাথা।

অন্য লাইন ধরল রানা। 'নাম শুনে বোঝা যায় তুমি ইহুদি, তাই না, ল্যারি? মা আছে তোমার? সে জানে তার ছেলে হেরোইন অ্যাডিক্ট? কোনও ইহুদি মায়ের জন্যে ব্যাপারটা কত দুঃখজনক, তুমি বোঝো? অন্য মায়েরা যখন তার সামনে গর্ব করে বলে, "আমার ছেলে ডাক্তার," কি "আমার ছেলে লইয়ার," কত কষ্ট হয় তার অনুমান করতে পারো? বেচারী কিছু বলতেও পারে না, সইতেও পারে না। কি বলবে সে, "আমার ছেলে অ্যাডিক্ট"?'

'শাট আপ্, ইউ ব্লাডি সোয়াইন!' রাগে লাল হয়ে উঠল লোকটা।

'এই দেখো, সত্যি কথা শুনলে কেমন আঁতে ঘা লাগে।'

তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল স্পেলম্যান, সবেগে মাউযারের বাঁট

নামিয়ে আনল ওর চোয়াল লক্ষ্য করে।

পুরো প্রস্তুত ছিল মাসুদ রানা, মাথা চট্ করে কয়েক ইঞ্চি ডানে সরিয়ে আঘাতটা এড়িয়ে গেল, একই সাথে বাঁ হাতে খপ্ করে ধরে ফেলল লোকটার ডান হাতের কব্জি। প্রাণপণে চেষ্টা করল হাতটা মুচড়ে দিতে, হলো না। অসম্ভব শক্তি স্পেলম্যানের গায়ে, এক চুল ঘোরানো গেল না। ঝট্ করে বাঁ দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল ও, তার অস্ত্র ধরা হাত ঠেসে ধরল বিছানার সাথে। ফলে খানিকটা ঝুঁকে আসতে হলো স্পেলম্যানকে, এই সুযোগে ডান হাতের বেমক্কা এক ঘুসি বসিয়ে দিল রানা তার সোলার প্লেক্সাসে।

'হুঁক্!' করে উঠল লোকটা। ভেতরের সব বাতাস বেরিয়ে গেল হাঁ গলে। বিরতি না দিয়ে আবার ঘুসি ছুঁড়ল রানা। লাগল না, কনুই দিয়ে ফিরিয়ে দিল স্পেলম্যান। পরমুহূর্তে দু'জনের মাঝের দূরত্ব কমিয়ে আনল সে, চট্ করে এগিয়ে এসে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরল রানার কোমর, ডান হাত মুক্ত করার জন্যে মরিয়া হয়ে যুঝছে। ক্ষিপ্ত মোষের মত ফোঁস ফোঁস করে দম ছাড়ছে।

ডান হাঁটু ভাঁজ করে নিজেদের মাঝখানে তুলে আনল রানা বহু কষ্টে, তারপর চিৎ হলো। স্পেলম্যানের ডান হাত একইভাবে ঠেসে ধরে রেখেছে বিছানার সাথে। লোকটা যাতে কব্জি এক চুলও ঘোরাতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ খেয়াল। যদি পারে, আর সেই অবস্থায় যদি হঠাৎ গুলি হয়ে যায়, বিপদ ঘটে যাবে।

দেহের অন্য পাশে আটকা পড়ে আছে রানার ডান হাত, অনেকক্ষণ ধরে সংগ্রাম করে সেটা দু'জনের মাঝে ভরে দিল ও, বের করে আনল এপাশে। এবার দু'হাতে কাজ শুরু করল। বাঁ হাতে পিস্তল ধরা স্পেলম্যানের হাত আগের মতই ঠেসে ধরে আছে, ডান হাতে ওটা আঁকড়ে থাকা আঙুলগুলো ছাড়াবার চেষ্টায় লাগল। ব্যাটার আঙুলেও অসম্ভব জোর, কাঁকড়ার দাঁড়ার মত কামড়ে আছে তো আছেই। নড়ে না।

দু'মিনিটের মরিয়া চেষ্টার পর তার কড়ে আঙুলটা বাগে পেল রানা, ততক্ষণে ঘেমে গোসল হয়ে গেছে ও। ওটা মুঠোয় পুরে উল্টোদিকে ঠেলতে শুরু করল রানা, একটু একটু করে চাপ বাড়াতে থাকল। আসন্ন বিপদটা হঠাৎ করেই টের পেল স্পেলম্যান, কোমর ছেড়ে চট্ করে ঘাড় পেঁচিয়ে ধরল রানার। লম্বা লম্বা আঙুল সামনে এনে ওর নাকমুখ ঠেসে ধরে মাথাটা পিছনদিকে ঘোরাতে চাইছে। ঘাড় মট্‌কে দিতে চাইছে মাসুদ রানার।

নীরবে লড়ছে দু'জনে, অমানুষিক শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে বলে গলা দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করছে দু'জনেই। স্পেলম্যানের কড়ে আঙুলের ওপর চাপ আরও বাড়াল রানা, একই সাথে মাথা যথাসম্ভব নিচু রেখে সমস্ত মানসিক ও দৈহিক শক্তি এক করে ঘাড় সোজা রাখার সংগ্রাম করছে। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছে না। আঙুলটা একটু একটু করে পিছিয়ে নিতে পারছে ঠিকই, কিন্তু একই সাথে স্পেলম্যানও একচুল একচুল করে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে ওর ঘাড়।

লোকটার হাতের তালু সেঁটে আছে রানার নাক মুখের ওপর, ওদিকে কড়ে আঙুল আর অনামিকা প্রায় বড়শির মত গেঁথে গেছে কণ্ঠার নরম হাড়ের ওপর। যে কোন মুহূর্তে ক্যারোটিড আর্টারি ছিঁড়ে যেতে পারে রানার। চোখের সামনে রঙিন কুয়াশা দেখতে পাচ্ছে ও, তীব্র যন্ত্রণায় অবশ হয়ে আসছে হাত পা।

এই সময় মৃদু 'মট্!' আওয়াজ কানে এল। আঙুল ভেঙে গেছে স্পেলম্যানের। মুহূর্তে গলার চাপ, পিস্তল ধরা মুঠো আলগা হয়ে গেল লোকটার। একই সাথে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে। আঙুলটা ছেড়ে দিল রানা, পরমুহূর্তে গায়ের জোরে কনুই চালাল স্পেলম্যানের নাকমুখ সই করে। আরেকটা হাড় ভাঙার আওয়াজ উঠল। ভেঙে ভেতরে দেবে গেছে তার নাকের কার্টিলেজ, দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল। সাদা চাদরের অনেকটা জায়গা বরবাদ হয়ে গেল মুহূর্তে।

পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করছে স্পেলম্যান, কিন্তু

ছাড়ল না রানা। আবার চালাল কনুই সবেগে, এবার দেখে চালিয়েছে। সরাসরি ডান চোখের ওপর আছড়ে পড়ল আঘাত, মাথার মধ্যে হাজারটা অত্যুজ্জ্বল নীল সূর্য জ্বলে উঠল স্পেলম্যানের। গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও পিস্তল ছাড়েনি, ভাঙা আঙুলের কথা ভুলে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। ওটা হাতছাড়া হওয়ার অর্থ কি, তা ভালই বোঝে ব্যাটা।

ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে স্পেলম্যানকে ওপরদিকে ঠেলতে শুরু করল মাসুদ রানা। ওর গলা ছেড়ে দিয়েছে লোকটা, তাই খুব একটা অসুবিধে হলো না। গায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে রানার এপাশে চলে এল সে, ভাঙা আঙুল আর নাকের যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে। ডান চোখ বুজে আছে। নিজেকে মুক্ত করার আরেক চেষ্টা করল স্পেলম্যান, বাঁ হাতের আঙুল রানার চোখে ভরে দেয়ার জন্যে বাড়াল।

মাথা ঘুরিয়ে তাকে ব্যর্থ করে দিল ও। মরিয়া হয়ে লোকটার কোটের বাঁ পকেটে হাত ভরার চেষ্টা করতে লাগল। ওই পকেটে আছে ওয়ালথারটা। ব্যাপার টের পেয়ে সরে গেল স্পেলম্যান, ধাঁই করে বাঁ হাতের এক ঘুসি বসিয়ে দিল রানার পাঁজরে। চোখে অন্ধকার দেখল ও, দম বন্ধ হয়ে আসছে তীব্র ব্যথায়। আবার ঘুসি আসছে দেখে ডান হাত তুলে বাধা দিল রানা, পরমুহূর্তে পিছলে নেমে পড়ল বিছানা থেকে।

খাটের সাথে পা বাধিয়ে নিজেকে ঠেলে দিল ও সামনে, বাঁ হাতে তখনও স্পেলম্যানের কব্জি ধরে রেখেছে। না দাঁড়ানো, না বসা অবস্থায় ছিল লোকটা, রানা আচমকা লাফ দিতে ভারসাম্য হারিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে, মুহূর্তে বাঁদরের মত এক লাফে তার বুকের ওপর চেপে বসল রানা। ডান হাতে চেপে ধরল কণ্ঠনালী। সুযোগটা চিনতে ভুল হলো না স্পেলম্যানের, দু'হাতই ব্যস্ত রানার, কাজেই মুক্ত বাঁ হাতে একের পর এক ঘুসি মেরে চলল সে ওর চোয়াল-চিবুক-ঘাড় লক্ষ্য করে।

প্রত্যেকটা ঘুসি হাতুড়ির ঘায়ের মত, মাথা গুলিয়ে গেল মাসুদ রানার। তবু ছাড়ল না, যত মার খায়, ততই গলায় চেপে বসে চাপ। একটু একটু করে তেজ হারিয়ে ফেলল স্পেলম্যানের ঘুসি, নেতিয়ে পড়তে শুরু করেছে। মেঝেতে দু'পা ঠুকছে দমাদম, কিন্তু পুরু কার্পেটের জন্যে আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে পিস্তল ছেড়ে দু'হাত কাজে লাগানোর চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু হাত ছাড়াতেই পারল না।

অস্ত্রটা নাগালের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেও আগ্রহ দেখাল না মাসুদ রানা। খুন চেপে গেছে মাথায়। এক সময় জিভ বেরিয়ে পড়ল স্পেলম্যানের, চোখ কোটর ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসার জোগাড়। ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল সে, তারপর স্থির হয়ে গেল। তবু ছাড়ার নাম নেই রানার, ধরেই আছে। অনেকক্ষণ পর হুঁশ হলো ওর, লোকটাকে ছেড়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। দম ছাড়ছে হাঁপরের মত শব্দ করে, ঠেলে ঠেলে উঠছে প্রশস্ত বুক। ঘামে ভিজে সারাদেহ একাকার।

দীর্ঘ সময় পর উঠে বসল রানা। ঘুরে তাকাল স্পেলম্যানের দিকে। স্থির হয়ে পড়ে আছে সে, চাউনি বিস্ফারিত। খোলা মুখের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে জিভের ডগা। রক্তাক্ত মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। অনেক কষ্টে নিজেকে ঠেলে তুলল রানা মেঝে থেকে। বাথরুম থেকে তোয়ালে এনে ডলে ডলে ঘাম মুছল। সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল।

সিগারেট শেষ করে উঠল। দশ মিনিট ধরে ধূমায়িত গরম পানির শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজল। তারপর তিন মিনিট ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করতেই সুস্থ বোধ করল। পরিষ্কার হয়ে গেল মাথা।

স্পেলম্যানের কথায় বোঝা গেছে, ওর ব্যাপারে কাউকে কিছু জানায়নি সে ইচ্ছে করেই। চেয়েছে ওর স্বীকারোক্তি আদায় করে তবে বিস্তারিত জানাবে ডনকে। তার মানে এখনও ক্লীয়ার আছে মাসুদ রানা।

তবে একটা সমস্যা আছে, সেটা হলো মৃতদেহটা। এর একটা ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী। এখান থেকে বিদায় করতে হবে সমস্যাটাকে। শুধু ওতেই কাজ হবে না, কয়েকদিনের জন্যে লুকিয়েও রাখতে হবে। নইলে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

বৈরুতে যেদিন সু লাও লিনের সাথে দেখা ওর, তারপর দিন থেকেই সে উধাও। একই দিন থেকে খবর নেই চার্লস হারকিনের। এদিকে যেদিন নিউ ইয়র্কে পা রাখল ও, সেদিনই মরল ল্যারি স্পেলম্যান, এর মধ্যে যদি কোন যোগাযোগ আছে বলে কেউ ভাবে, তাকে দোষ দেয়া যাবে না। অতএব কিছুদিনের জন্যে লুকিয়ে রাখতে হবে লাশটা। যতক্ষণ এটা গোপন থাকবে, ততক্ষণ একটা দ্বিধার মধ্যে থাকবে ডন। সন্দেহ যাই হোক, অন্তত রানাকে তার সাথে সহজে জড়াতে পারবে না।

দ্রুত প্যান্ট শার্ট পরল ও, লাশটা কোথায় সরাবে তা নিয়ে ভাবল। প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ একটা লাশ কাঁধে নিয়ে নিচে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই ফ্লোরেই কোথাও রাখতে হবে। কিন্তু কোথায়?

ঘরের চারদিকে নজর বোলাল ও। তখনই প্রথম নজর পড়ল দুই দেয়ালের দুই দরজার ওপর। নিউ ইয়র্কের প্রায় সব হোটেলেই আছে এক রুম থেকে আরেক রুমে যাওয়ার কানেকটিং দরজা। অবশ্য তালা মারাই থাকে। পাশাপাশি দুই রুমের গেস্ট যদি একযোগে কখনও চায়, তবে মেলে চাবি। নইলে নয়। বাঁ দিকের দরজার দিকে এগোল মাসুদ রানা। কাঠের প্যানেলিঙের মাঝে এমনভাবে বসানো ওগুলো যে ভাল করে না তাকালে বোঝাই যায় না।

কী হোলে চোখ রেখে তাকাল ও। অন্ধকার। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে আছে গেস্ট। এ সময়ে তাই থাকার কথা। নাকি নেই কেউ? ওর রুমের নম্বর ১২৩৪, অর্থাৎ পাশেরটা ৩৫ হবে। কারণ রানা যেদিক থেকে এসেছে, ক্রমানুসারে সেদিক থেকেই এসেছে রুমগুলো। ওর লক্ষ যে রুম, সেটা উল্টোদিকের, কাজেই ওর ধারণাই ঠিক। পুরো নিশ্চিত হওয়ার জন্যে

রিসিভার তুলে ১২৩৩ নম্বর ঘোরাল রানা। ছয়বার রিঙ হতে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে সাড়া দিল কেউ।

ঠিকই ছিল অনুমান, লাইন কেটে দিয়ে ভাবল রানা। ১২৩৫ ঘোরাল এবার। রিঙ বাজছে, সাড়া নেই। একটানা দশ মিনিট বাজল ফোন, ধরল না কেউ। বাথরুমে চলে এল রানা। টয়লেট কিটে রাখা স্টীলের সরু, চার ইঞ্চি লম্বা একটা পিক্ নিয়ে ফিরে এল। এক মাথা চ্যাপ্টা ওটার। মাঝখান থেকে কাটা। সামান্য বাঁকা প্রান্তটা।

এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই কুট্ শব্দে খুলে গেল কানেকটিং দরজার লক্। চলে এল রানা পাশের রুমে। নেই কেউ। ফাঁকা। স্পেলম্যানের গা থেকে কাপড় চোপড় খুলে নিল ও। কেবল আন্ডার শার্ট, শর্টস আর জুতো মোজা থাকল। দু'পা ধরে লাশটা টেনে পাশের রুমে নিয়ে এল। এ রুমেই রাখবে ভেবেছিল, পরে কি খেয়াল হতে ৩৬ নম্বর রুমে ফোন করল মাসুদ রানা। কাছ থেকে যতদূরে রাখা যায় এ জিনিস, ততই মঙ্গল।

একই অবস্থা, সাড়া নেই কারও সে রুমেও। এক মিনিট পর ৩৬ নম্বরে ঢুকল রানা। ঝাড়া দশ মিনিট পর নিজের রুমে ফিরল ও, স্পেলম্যান তখন বসে আছে ১২৩৯ নম্বর রুমের বাথরুমে। মাথার ওপর পুরো খোলা বরফ শীতল ঠাণ্ডা পানির শাওয়ার। রুমের এয়ারকুলারের ডায়াল FULL COOL-এর ওপর, অন করা আছে ওটা। সহজে যাতে পচন না ধরে সে জন্যে এই ব্যবস্থা।

নিশ্চিন্ত মনে কাপড় ছাড়ল রানা। চারটা বাজে। ঠিক এক ঘণ্টা আগে জীবিত ছিল ল্যারি স্পেলম্যান, বসে ছিল এই ঘরে। এখন নেই। চিরতরে বিদায় হয়েছে।

তার শার্ট-প্যান্ট কোট ভাঁজ করে নিজের সুটকেসের তলার দিকে গুঁজে রাখল। বিশেষ একটা পরিকল্পনা আছে ওগুলো নিয়ে। আর একটা সিগারেট শেষ করল ও, তারপর বিছানায় উঠল।

ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

সাড়ে আটটায় ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। ঝট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে সাত মিনিটের মাথায় রুম ত্যাগ করল ও। ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ি দিয়ে হোটেল ত্যাগ করল সবার অলক্ষে। রাস্তার এক পাব থেকে বিশেষ এক নম্বরে ফোন করল রানা, নিজের সাঙ্কেতিক পরিচয় জানিয়ে কিছু নির্দেশ দিল। তারপর কিছু ব্রাউন পেপার এবং একটা সূতোর বল কিনে ফিরে এল হোটেলে, এবারও কারও চোখে পড়ল না বিষয়টা।

ও রুমে ঢোকার আগেই বেজে উঠল চ্যালফনট প্লাজার রিসেপশন ডেস্কের ফোন। মিডল ইস্টের কোন এক ব্যবসায়ীর জন্যে হোটেলের রুম রিজার্ভ করতে চায় তার নিউ নিয়র্ক এজেন্ট। শেষে নয় আছে, এমন রুম প্রেফার করেন তিনি। ভদ্রলোক একটু সেকেলে, রাশি-টাশিতে ভারি আস্থা। নয় তাঁর শুভ সংখ্যা। হেসে রেজিস্টার চেক করল হোটেল ক্লার্ক, দেখা গেল সেরকম একটা রুমই আছে, নম্বর ১২৩৯। তাই সই।

সাত দিনের জন্যে রুম রিজার্ভ করল এজেন্ট, অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ করে দিল মোটর সাইকেল কুরিয়ারের মাধ্যমে।

সাত

বারোটার একটু আগে দ্বিতীয়বারের মত হোটেল ত্যাগ করল রানা। এবার সামনে দিয়ে। হাতে একটা শপিং ব্যাগ, ওর মধ্যে ব্রাউন পেপারে সুন্দর করে মোড়া আছে ল্যারি স্পেলম্যানের শার্ট-প্যান্ট।

ট্যাক্সি চেপে সিটি মেইন পোস্ট অফিসে এল ও। প্যাকেটটা পোস্ট করে দিল জোসেফ ফ্র্যানযিনির নামে। প্রেরকের নাম ঠিকানা লিখল: গিতানো রুগেইরো, ১৫৭, টমসন স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, এন. ওয়াই. ১০০১১। এটার সাহায্যে দুই ডনের সম্পর্ক আরও ঘোলা ও জটিল করতে চায় মাসুদ রানা। এদের সম্পর্ক যত খারাপ হবে ততই ওর সুবিধে।

নিউ ইয়র্কের ডাক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালই জানে রানা। একটা থার্ড ক্লাস প্যাকেজ টোয়েন্টি থার্ড স্ট্রীট থেকে প্রিন্স স্ট্রীটের ফ্র্যানযিনি অলিভ অয়েল কোম্পানি পর্যন্ত মাত্র ত্রিশ ব্লক দূরত্ব অতিক্রম করতে যে ঝাড়া এক সপ্তাহ সময় নেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সময়টা ওর নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার জন্যে প্রয়োজন।

বেরিয়ে আসার আগে ফোন করল আবার সেই বিশেষ নম্বরে। প্রথম রিঙ পুরো হওয়ার আগেই সাড়া এল। 'ইয়েস?'

'এম আর নাইন।'

'কাজ কমপ্লিট।'

'গুড। থ্যাঙ্কস।'

'আর কিছু?'

'এখনই নয়। প্রয়োজনে জানাব।'

'জ্বি। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টর ফোন করেছিলেন ঘন্টাখানেক আগে।'

'কেন?'

'ব্যবসার সম্ভাবনা কি রকম জানার জন্যে।'

'জানিয়ে দেবেন ভাল। চমৎকার ভবিষ্যৎ।'

'ঠিক আছে।'

'রাখছি।'

হাঁটতে হাঁটতে অ্যাংরি স্কয়ারে চলে এল রানা। সেভেনথ অ্যাভিনিউর চেলসি হোটেলের পাশের পরিচিত এক রেস্টুরেন্টে ঢুকল

লাঞ্চের জন্যে। প্রচুর সময় নিয়ে খেলো ও, তারপর ফোন করল লুই লাযারোর অ্যাপার্টমেন্টে। রানার কণ্ঠ শুনে একেবারে হৈ-হৈ বাধিয়ে দিল সে। 'হেই, টনি! কোথায় তুমি? একটু আগে ফোন করেছিলাম তোমার হোটেলে, ওরা বলল বেরিয়ে গেছ। আমি চিন্তায় বাঁচি না!'

'রুমের মধ্যে বন্দী লাগছিল। কতক্ষণ একা একা থাকা যায়? তাই একটু বেরিয়েছিলাম তোমাদের শহর দেখতে।'

'দেখো দেখি, আমি চিন্তায় বাঁচি না!'

'এত চিন্তা করার কি হলো, অ্যাঁ? আমি কি কচি খোকা যে পথ হারিয়ে ফেলব মানুষের ভিড়ে?'

প্রাণখোলা হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ল লুই। 'না, তোমার মত ধেড়ে খোকাকে নিয়ে সে ভয় অবশ্য নেই। তবু একা চলাফেরা করা উচিত নয়, বন্ধু।'

'থ্যাঙ্কস, ম্যান! তুমি খুব ভাব আমাকে নিয়ে।'

'ভাবব না? টনি কয়টা আছে আমাদের?'

লোকটার কথা ভেবে রীতিমত দুঃখ হলো রানার। আজ হোক, কাল হোক, ওর আসল পরিচয় যখন জানবে, কলজেয় জবর এক ধাক্কা খাবে বেচারা। 'ফোন কেন করেছিলে?'

'চাচা আমাকে আর তোমাকে দুটোয় তার অফিসে যেতে বলেছেন, খবরটা দেয়ার জন্যে। জরুরী কিছু আলাপ করতে চান উনি তোমার সাথে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, সময়মত পৌঁছে যাব আমি।'

'প্রিন্স স্ট্রীট, মনে আছে তো?'

'নিশ্চই!'

'ওকে, সী ইউ দেন।'

ফোন রেখে তখনই বেরিয়ে পড়ল ও। ঘড়ি দেখল, সবে একটা।

প্রচুর সময় আছে হাতে। তাছাড়া প্রিন্স স্ট্রীট কাছেই, হাঁটা পথে দশ মিনিটও লাগে না পৌঁছতে। কাজেই সময়টা ঘুরেফিরে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল ও। নিউ ইয়র্কের চেহারা রোজই কিছু না কিছু বদলায়, এই সুযোগে ইদানীং কোথায় কি অদল বদল হলো দেখে নেয়া যাবে। অলস পায়ে এগোল রানা।

কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, তবে বেশিরভাগ অংশ আগের মতই আছে। পঞ্চাশ-একশো বছর আগে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি। সিক্সথ অ্যাভিনিউতে এসে পড়ল রানা, ডাউনটাউনের দিকে চলল। সিক্সথ অ্যাভিনিউ থেকে ফর্টিনথ স্ট্রীট পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগেও দেখেছে ও ব্যাপারটা, তবে খেয়াল করেনি। আজ নজর ছিল বলে চোখে পড়ল। কানেও এল।

আশেপাশে ইটালিয়ান বা ইংরেজির কোন হদিস নেই—স্প্যানিশে কথা বলছে সবাই। এরা পুয়ের্টো রিকান। পুরানো বারগুলো আগের জায়গাতেই আছে, তবে নাম বদলে গেছে তাদের। সান রাইজ হয়েছে এল গ্রোট্টো, রেড রোজ এল কেরাডো, সানফ্লাওয়ার এল পোর্টোকুইনো ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনমনে হাসল। কয়েক বছর আগেও ইটালিয়ান কোয়ার্টার নামে পরিচিত ছিল এই এলাকা। এখন হয়ে গেছে পুয়ের্টো রিকান। এ বরং ভালই হয়েছে। আগে যেখানে-সেখানে নোংরা আবর্জনা স্তূপ হয়ে থাকত, এখন নেই। এরা আর যাই হোক, ইটালিয়ানদের চাইতে পরিচ্ছন্ন। আগে স্থূলকায়া ইটালিয়ান বুড়িদের ভয়ে এ পথে ঢুকতে দ্বিধা করত ক্যাব ড্রাইভাররা। সারা পথ জুড়ে হেলেদুলে হাঁটত তারা পাঠানদের মত, সাইড দিতে চাইত না। এখন স্বচ্ছন্দে চলে ওরা।

ফর্টিনথ স্ট্রীটেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া, তবে অল্প। বড়সড় বিজনেস প্লেস এটা। হার্ডওয়্যার স্টোর, ড্রাগ স্টোর, গ্রোসারি স্টোর, টেন-সেন্ট স্টোর, কফি শপ ইত্যাদি প্রচুর আছে। আছে বিজনেস স্যুট পরা ব্রীফকেসধারীদের ব্যস্ত আনাগোনা। পাঙ্কও প্রচুর। আর আছে

মুরগির বাচ্চা সাইজের শিশু সহ গৃহিণীর ঝাঁক। বেবি ক্যারিজে বাচ্চা নিয়ে বেরিয়েছে তারা কেনাকাটা করতে। ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটা এক ভিক্ষুকও দেখল মাসুদ রানা।

থার্ড স্ট্রীটে এসে পুবদিকে বাঁক নিল ও। ম্যাকডগাল ও সুলিভানের সামনে দিয়ে ঘুরে ফের দক্ষিণমুখো টমসন স্ট্রীটে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে মনে মনে হাসল। কয়েক বছর আগে যেমন ছিল, আজও অবিকল তেমনি আছে জায়গাটা। টমসন স্ট্রীট থেকে প্রিন্স স্ট্রীট পর্যন্ত অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ইটালিয়ান ভিলেজ।

পথের দু'ধারে বড় বড় গাছ। সাথে বাদামী রঙের পাথরের ফুটপাথ। তার কয়েক ফুট পর পর দুই মানুষ সমান উঁচু, প্রায় খাড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় ভারী ওক কাঠের ফ্রন্ট ডোর। দরজার ঠিক বাইরেই রয়েছে কোমর সমান লোহার রেলিং। দরজা খুলে শিশুরা বা অসতর্ক কেউ যাতে গড়িয়ে না পড়ে, সে জন্যে বসানো হয়েছে ওগুলো।

শহরের অন্য সব জায়গা থেকে একেবারেই আলাদা ইটালিয়ান ভিলেজ। আওয়াজ নেই, মানুষের চলাফেরাও ধীরগতির। প্রতিটি বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে অন্তত একজন করে অলস বৃদ্ধ। সিঁড়িতে বসার জায়গা থাকতেও বসে নেই কেউ, সবাই দাঁড়িয়ে। অতীত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করছে প্রতিবেশীর সাথে। ওপরের জানালা খুলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে দশাসই ফিগারের একেক বুড়ি, বুড়োদের গল্পে মাঝেমধ্যে ফোড়ন কাটছে তারা, থেকে থেকে হেসে উঠছে প্রাণ খুলে। সে সময় তাদের চর্বি বোঝাই বিশাল বুকের নাচন হয় দেখার মত।

কিছুটা সামনে এগোতে হাতের ডানে পড়ে সেইন্ট থেরেসা জুনিয়র হাই স্কুলের নিচু দেয়াল ঘেরা প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। বেকার যুবক-তরুণরা শিশুদের সাথে সফটবল খেলায় ব্যস্ত সেখানে। পুরো এলাকার মধ্যে এই একটি জায়গাতেই যা একটু কোলাহল। প্রচুর মেয়েও আছে এখানে। সাইডওয়াকে দাঁড়িয়ে ছেলেদের খেলা দেখছে। চোখ তাদের ব্যস্ত দেখায়, মুখ কথা বলায়। বিরামহীন কথা বলছে সবাই। কেউ কারও কথা

মন দিয়ে শোনে বলে দেখে অন্তত মনে হয় না। থেকে থেকে হাসির সম্মিলিত কামানও দাগছে। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একদল শিশু, তরুণ-তরুণী—দেখতে ভালই লাগছে।

এ রাস্তায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বড় একটা নেই। কিছু ক্যান্ডি স্টোর, গোটাতিনেক নিউজপেপার স্ট্যান্ড, দুটো খাবারের দোকান; খোলা জানালায় বিজ্ঞাপনের জন্যে মাংসের পুর দেয়া প্রকাণ্ড সালামি ঝুলিয়ে রেখেছে দোকানি। আর আছে কয়েকটা ড্রাগ স্টোর। টমসন স্ট্রীটে ফিউনারাল পার্লারই আছে তিনটা। একটা ফ্র্যানযিনি পরিবারের, একটা রুগেইরোদের। সাধারণ ইটালিয়ানদের জন্যে আছে শেষেরটা।

এই রোডের এক শাখা স্ট্রীটের এক প্রান্তের নাম হাউসটন, অন্য প্রান্ত স্প্রিং, পর পর পাঁচটা রেস্টুরেন্ট আছে এখানে। চমৎকার ডেকোরেশন করা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট। সামনের খোলা আঙিনায় টেবিল-চেয়ার পাতা। টেবিলক্লথ তো আছেই, এমনকি ফুলও সাজানো আছে প্রতিটি টেবিলে যে কোন অভিজাত রেস্টুরেন্টের মত। এলাকাবাসীরা নিত্য পান করে এসব রেস্টুরেন্টে, তবে লাঞ্চ-ডিনার করে না। বাসায় পাক হয়, অতএব রেস্টুরেন্টে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ তারপরও সন্ধের পর একটা টেবিলও খালি থাকে না এদের কারও। বিজ্ঞাপন দেয়ার প্রয়োজন হয় না এদের।

স্প্রিং স্ট্রীটের শেষ মাথায় পৌঁছে বাঁয়ে ঘুরল মাসুদ রানা, ওয়েস্ট ব্রডওয়ের দিকে। যে সব ইটালিয়ান পরিবার মাফিয়ার গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিল এ শহরে, এই জায়গা তাদের আবাসিক এলাকা। টমসন স্ট্রীটে অনেক সাধারণ ইটালিয়ান আছে, এখানে নেই একজনও। এখানে থাকে সব 'গ্র্যান্ড ওল্ড ফ্যামিগলিয়া'।

ঠিক দুটোয় ফ্র্যানযিনির প্রিন্স স্ট্রীটের অফিসে পৌঁছল রানা। গেটের গার্ড ইন্টারকমে ওর উপস্থিতির খবর জানাল, অনুমতি পাওয়া গেল তৎক্ষণাৎ। সাদা রঙের টাইট সোয়েটার পরেছে আজ ফিলোমিনা, হয়তো সবাইকে নিজের বুকের আকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার

জন্যে। নিচে বাদামী সুয়েড স্কার্ট। সামনের অংশ পুরোটা ফাড়া, বোতামওয়ালা। ওপরদিকের মাত্র তিনটে ছাড়া সব বোতাম খোলা, হাঁটার সময় তার লোভনীয় উরুর প্রায় পুরোটাই দেখা যায়। এক রাতে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ফিলোমিনার, ভাবল রানা।

মৃদু নডের সাথে বিশেষ রমণীমোহন হাসি ছুঁড়ল ও, অন্য পক্ষ থেকে দুটোরই প্রতিউত্তর এল, তবে যান্ত্রিক। আন্তরিক নয়। উইন্ডো ক্লীনার বা ক্লীনিং লেডিকেও বোধহয় এই হাসিতেই প্রত্যাভিবাদন জানায় ফিলোমিনা। ফ্র্যানযিনির অফিসে পৌঁছে দিল সে রানাকে। আগেই পৌঁছেছে লুই। চাচার সাথে কথা বলছে। সেই সঙ্গে টেনিস বলের মত বাউন্স করছে। বেশ উত্তেজিত। আলাপের কেন্দ্র যে ও নিজে, বুঝতে অসুবিধে হলো না।

'হাই, ইয়া, টনি!' দ্রুত কাছে এসে হ্যান্ডশেক করল সে। 'ঠিক সময় এসেছ। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'আমি সময় মেনে চলি, লুই।' বিশাল ডেস্কের পিছনে হুইল চেয়ারে বসা ডনের উদ্দেশে নড করল ও।

মাথা দোলাল বৃদ্ধ। হাত তুলে মুখোমুখি একটা পিঠখাড়া খালি চেয়ার দেখাল। 'বোসো।'

বসল রানা পায়ের ওপর পা তুলে। লুইও এগিয়ে এল, একটা চেয়ার ঘুরিয়ে উল্টো করে বসল সেটায়। দু'হাত ভাঁজ করে রাখল ব্যাকের ওপর। তাই দেখে হালকা কুঞ্চন ফুটল ডনের ভাঁজ পড়া কপালে, আপনমনে মাথা দোলাল সে। যেন ভাইপোর ছেলেমানুষীতে বিরক্ত হয়েছে। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে সিগার বক্স থেকে একটা সিগার বের করল সে। সেলোফেন মোড়া কালো রঙের দীর্ঘ চুরুট। বেশ সময় লাগল তার মোড়ক ছাড়িয়ে ওটা ধরাতে।

'লুই বলছে তুমি খুবই কাজের মানুষ, টনি।'

শ্রাগ করল রানা। 'কাজ চালিয়ে নিতে পারি আর কি!'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল কিছু ডন। ঘন কাঁচাপাকা ভুরুর নিচে আধবোজা

দু'চোখ প্রায় ঢাকা পড়ে আছে তার, দেখা যায় না ভালমত। 'বেশ বেশ।' চোখ না নামিয়ে হুইল চেয়ারের দু'পাশে হাত ঘোরাল সে খানিক, মনে হলো খুঁজছে কিছু। না পেয়ে তাকাল, তারপর হেঁড়ে গলায় হুঙ্কার ছাড়ল। 'ফিলোমিনা! ফিলোমিনা! আমার ব্রীফকেস কোথায়?'

তক্ষুণি দরজা খুলে হাজির হলো মেয়েটি। বাদামী রঙের একটা অ্যাটাশে কেস টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। সেদিকে হাত বাড়াল পপআই। চোখ তুলে লুইকে দেখল। 'ল্যারিকে দেখেছ আজ? এখনও পাত্তাই নেই ওর, কোথায় গেছে কে জানে!'

'নাহ্! কাল রাতের পর আর দেখিনি।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটল। ঢপ্ ঢপ্ করছে রানার বুকের মধ্যে। জিভ শুকিয়ে আসছে।

'আমিও না। কাজ থাকলে যাবে, কে নিষেধ করেছে? কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই...যত্তোসব!'

গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। ওর বড় সৌভাগ্য যে হোটেলে যাওয়ার আগে কাউকে কিছু বলে যায়নি লোকটা। তাহলে আর দেখতে হত না। রাতে লোকটাকে অতীত স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়ায় হেরোইনের ওপর রাগ হয়েছিল ওর, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকেই আবার ধন্যবাদ জানাল। ওই জিনিসটাই নিয়ম-কানুন ভুলিয়ে দিয়েছিল ল্যারিকে। যা সে সুস্থ মস্তিষ্কে থাকলে এটা কখনও ঘটত না। উপরস্থদের না জানিয়ে কিছু করতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ মাফিয়া আইনে। স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর এরাও রক্ষা করে চলে কড়াকড়িভাবে।

কেস থেকে একগাদা কাগজ বের করল ডন। প্রথম পাতায় চোখ বোলাল কিছু সময়। তারপর ডালা বন্ধ করে তারওপর রাখল ওগুলো। লোকটার চাউনি, অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি এর মধ্যে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পুরোপুরি ব্যবসায়ী বনে গেছে ডন জোসেফ ফ্র্যানযিনি।

'ফ্র্যাঙ্কলি, টনি, এ কাজের জন্যে অন্য সময় হলে আমি তোমাকে কিছুতেই নিতাম না। তুমি একেবারেই অপরিচিত, তারওপর

অর্গানাইজেশনের কেউ নও। তবু তোমার ওপর আমি ভরসা করছি, কারণ আমার ভাইয়ের ছেলে লুই তোমাকে খুব পছন্দ করে। ওর খুব আস্থা তোমার ওপর। লুই যখন এত করে বলছে...' থেমে কাঁধ ঝাঁকাল ফ্র্যানযিনি। 'সবচেয়ে বড় কথা এ মুহূর্তে সত্যিকার কাজের মানুষের বড় অভাব চলছে আমাদের। সময় ভাল যাচ্ছে না।'

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। এসব মন্তব্য, প্রশ্ন নয়। কাজেই শুনে যাওয়া ছাড়া করার কিছু নেই।

'মুশকিল হচ্ছে,' আবার শুরু করল ডন। 'এক সাথে অনেক সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে আমাদের। পুলিসের সাথে যে সমঝোতা ছিল, বর্তমানে তা পুরোপুরি ভেঙে পড়ার অবস্থা হয়েছে। ওরা ঝামেলায় ফেলছে আমাদের। ওদিকে রুগেইরো নামে এক মাফিয়া ডন, সময় খারাপ বুঝে আমাদের ক্ষতি করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। আমাদের অর্গানাইজেশন অনেক বড়, পদে পদে অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা ওদের জন্যে। এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রয়োজন হয় এফিশিয়েন্সি এক্সপার্টের। এতদিন সে দায়িত্ব লুই সামলেছে।'

তার দিকে ফিরল রানা। মুচকে হাসল সে। বৈরুতে ওকে কি ভাবে দলে টানার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল লোকটা, ভাবল ও। এফিশিয়েন্সিই বলে তাকে। নিজ দলের, গোষ্ঠির প্রতি নিখাদ বিশ্বস্ততা বলে। তার মানে, চেহারা দেখে যতটা সহজ-সরল মানুষ মনে হয় লুইকে, আসলে সে তার উল্টো। যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। তবে বুদ্ধি যতই থাকুক, মানুষ তো! ভুল তার হয়ই, যেমন হয়েছে রানাকে বাছাই করে।

যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল ডন, 'লোকে যা মনে করে দেখে, লুই ততটা সহজ-সরল নয়। তবে এ-ও ঠিক যে ওকে আমি গ্যাঙস্টার করে গড়ে তুলিনি। চেয়েছি বাপ মরা ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ব্যবসায়ী বানাতে।'

মাথা দুলিয়ে চাচাকে সমর্থন করল সে।

'তিন ভাই ছিলাম আমরা। বড় ভাই লুইগি, লুইর বাবা। তার মৃত্যু

হয় কোরিয়া যুদ্ধের সময়। মার্কিন নৌ বাহিনীতে অফিসার ছিল লুইগি। লুই তখন খুব ছোট। ওকে নিয়ে আসি আমি নিজের কাছে। আলফ্রেডো নামে আরেক ভাই ছিল আমার, ফিলোমিনার বাবা। একদিন একদল সন্ত্রাসী তুলে নিয়ে গেল তাকে রাস্তা থেকে। আর ফেরেনি সে।'

লোকটার মিথ্যে বলার আর্ট ভালই জানা আছে, ভারল রানা। লুইগি সম্পর্কে যা বলেছে, একদম ডাহা মিথ্যে বলেছে ফ্র্যানযিনি। আলফ্রেডোর ব্যাপারেও তাই।

সত্যি ঘটনা হচ্ছে, আলফ্রেডো-জোসেফের সম্পর্ক খুব একটা ভাল ছিল না। দ্বন্দ্ব ছিল পরিবারের নিয়ন্ত্রণ কে করবে, তাই নিয়ে। আলফ্রেডো ছিল মেঝ, জোসেফ ছোট। লুইগির মৃত্যু হওয়ায় মাফিয়া আইন আনুযায়ী আলফ্রেডোরই ডন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী জোসেফের পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। দুই ভাই পরস্পরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

সেই সময়ে এসক্লেরোসিসে আক্রান্ত হলো জোসেফ। প্রথম প্রথম অবস্থা এত খারাপ ছিল না, লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে পারত সে, গাড়ি চালাতেও অসুবিধে ছিল না কোন। যুদ্ধে যুদ্ধে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে ফ্র্যানযিনি পরিবারই ধ্বংস হয়ে যায় যায় অবস্থা। কূটবুদ্ধির জোসেফ তখন অন্য পথ ধরল। আলফ্রেডোর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল, এক কথায় তা গ্রহণ করল সে।

কোন এক ফেব্রুয়ারি মাসের এক সকালে দুই ভাইয়ের একান্ত বৈঠকের আয়োজন করা হলো। নির্দিষ্ট দিনে নিজের ক্যাডিলাক নিয়ে একা বের হলো জোসেফ, আলফ্রেডোর নিউ জার্সির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তাকে তুলে নিয়ে রওনা হলো পুব দিকে—চলতে চলতে আলোচনা করবে দু'ভাই।

এরপর কেউ আর কোনদিন দেখেনি আলফ্রেডোকে।

কিন্তু জোসেফের গল্প অন্যরকম। আলফ্রেডোকে নিয়ে সে শহরে ফিরে এসেছিল বলে দাবি করেছে জোসেফ, এখনও তাই করে।

সুলিভান রোডে তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় সে। ওখান থেকে অপহৃত হয় আলফ্রেডো। সেটাই এক সময় সত্যি বলে প্রতিষ্ঠা পায়, অফিশিয়ালি। আসলে যে জোসেফের ভাড়াটে গুণ্ডারাই তাকে অপহরণ করে, হত্যা করে, সে তথ্যও প্রশাসন খুব ভালই জানে, আনঅফিশিয়ালি।

তারপর আলফ্রেডোর স্ত্রী, মারিয়া রোসা এবং তার শিশু কন্যা ফিলোমিনাকেও নিজের কাছে নিয়ে আসে জোসেফ। দু'বছর পর ক্যান্সারে মৃত্যু হয় রোসার। দুই ভাইয়ের দুই সন্তানকে মানুষ করার জন্যে স্কুলে পাঠায় জোসেফ। বিয়ে করেনি সে জীবনে।

'এরপর কলাম্বিয়া ভার্সিটিতে পাঠালাম লুইকে,' বলে চলেছে ডন। 'সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে ফিরল। তারপর থেকে আমার অলিভ অয়েল ব্যবসা দেখাশুনার কাজে ওকে লাগিয়ে দিলাম।'

লুইর প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে গেল রানার। 'কোন সাবজেক্টে গ্র্যাজুয়েশন করেছ তুমি?'

'বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন,' হাসল লুই। 'এই জন্যেই চাচা ভাবছেন, আমি হয়তো আমাদের বেলাইনে চলে যাওয়া কিছু কিছু অপারেশনকে ঘষেমেজে লাইনে ফিরিয়ে আনতে পারব।'

ডনের দিকে ফিরল ও। 'সেগুলো কি?'

ইতস্তত করতে লাগল বৃদ্ধ।

'দেখুন, সবে গতকাল যোগ দিয়েছি আমি আপনাদের সাথে। এই অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আমার। আমাকে যদি লুইর সাথে কাজ করতে হয়, সব জানতে হবে। না জেনে না বুঝে কি করব আমি?'

'অল রাইট,' মাথা দোলাল ডন। 'ওগুলো হচ্ছে পর্নো, সিকিউরিটিজ, নাম্বারস, ট্রাকিং, ভেনডিং মেশিন, লন্ড্রি সাপ্লাই আর নারকোটিকস।'

'নো প্রস্টিটিউশনস্?'

বাঁ হাতে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল ফ্র্যানযিনি। 'ওই নোংরামি আমরা করি না। যেগুলোর কথা তোমাকে বললাম, তার বাইরেও অনেক ব্যবসা আছে আমাদের। সে-সবে কোন সমস্যা নেই, ঠিকই চলছে।'

'যেগুলোর নাম বললেন, সেগুলোয় সমস্যা চলছে?'

'হ্যাঁ। ভীষণ সমস্যা।'

লুইর দিকে তাকাল ও। 'সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছ?'

বিব্রত বোধ করল লোকটা। 'ওয়েল...'

'ওকে আসলে এসব থেকে আমি দূরে দূরে রেখেছি এতকাল,' বলে উঠল বৃদ্ধ। 'লুই বোঝে কেবল অলিভ অয়েল ব্যবসা।'

রানার চেহারার বিস্ময় চাপা থাকল না। তাই দেখে আবার বলল সে, 'বুঝি, হাস্যকর শোনায়। তারপরও সত্যি যে ফ্র্যানযিনি পরিবারের পরবর্তী ডন এসবের কিছুই জানে না। কিন্তু আমি তো চুপ করে থাকতে পারি না। একটা কিছু প্রতিকার তো করতেই হবে আমাকে। আমার আজকের কাজ ওকে কাল করতে হবে, যে জন্যে এখনই ওর হাতেখড়ি হওয়া উচিত।'

'তো আমাকে কি করতে হবে?'

'বৈরুতে যে মারামারি তুমি করেছ শুনলাম, তাছাড়া ক্যাঙের মত একজনকে পঙ্গু করে দেয়া, তোমার মত একজনের পক্ষে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তবু দুটোই সত্যি। তোমার শক্তি-সাহস-বুদ্ধি, সব আছে। আমার ইচ্ছে, অর্গানাইজেশনে যে সব মাসল্‌ম্যান আছে, তাদের পরিচালনার ভার তুমি নাও। লুইও তাই চায়। আমি পঙ্গু, লুই অন্য লাইনের। ওকে তেমন পাত্তা দেয় না আমার লোকেরা, আমি তো নজরই দিতে পারি না সবদিকে। আমি বুঝি ওরা আমার সাথে প্রতারণা করছে, কিন্তু ধরতে পারি না। তুমি দায়িত্ব নিলে, ওদের ওপর নজর রাখলে ওরা ঘাবড়ে যাবে। চুরি-প্রতারণা কমে যাবে।'

অবিশ্বাস্য! ভাবল ও। সাক্ষাতের চব্বিশ ঘণ্টা পুরো হওয়ার আগেই

ওকে এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেবে ডন, এ কল্পনারও বাইরে। অবশ্য এ জন্যে লুইর ভূমিকা প্রচুর। 'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা। 'আর সব বুঝলাম, কিন্তু ট্রাকিং কি? ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবসা?'

দু'হাতে হুইল ধরে চেয়ার ফুটখানেক পিছিয়ে নিল বৃদ্ধ মুখ খোলার আগে। 'ট্রাকিং অর্থ আমাদের সেন্সে হাইজ্যাকিং। হাইজ্যাকিং অপারেশন। আমার এই অপারেশন চালায় জো পোলিটো, যথেষ্ট অভিজ্ঞ মানুষ। বেশিরভাগই গার্মেন্টস্ ডিস্ট্রিক্ট স্টাফ। মাঝেমধ্যে টিভি-স্টোভের মত হার্ডওয়্যারও ট্রাকিং করা হয়ে থাকে। গতকালই ব্রুকলিন থেকে তিনশো স্টোভ হাইজ্যাক করেছিল জো, কিন্তু ঝামেলা হয়ে গেছে। পুলিস, এফবিআই, এমনকি রুগেইরো পর্যন্ত আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'রুগেইরো?' নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ, নাম শুনেছি। খুব বড় মাছ নাকি?'

চেহারা বিকৃত করে হাত নাড়ল ডন। 'নাহ্! তেমন বড় না, তবে চতুর, সুযোগ সন্ধানী। কয়েকদিন আগে আমার ছেলেরা একটা গার্মেন্টস্ লট ট্রাকিং করেছিল। রুগেইরোর ছেলেরা পরে ঝোপ বুঝে কোপ্ মেরেছে, সেই লটসহ আমার ছেলেদের পাল্টা হাইজ্যাক করেছে।'

'তাই নাকি? আমি তো শুনেছি এখানকার ফ্যামিগলিয়াগুলো নিয়মকানুন মেনে চলে। নিজেদের মধ্যে...'

মাঝারি তরমুজ আকারের মাথা দোলাল জোসেফ ফ্র্যানযিনি। 'সাধারণত। তারপরও মাঝেমধ্যে এক-আধটা অঘটন ঘটে যায়। সে জন্যে অবশ্য রুগেইরো দোষ স্বীকার গেছে। বলেছে তার ছেলেরা ভুলে করে বসেছে কাজটা।'

হেসে উঠল রানা। 'আপনি তাই বিশ্বাস করেছেন?'

বিরক্তির কুঞ্চন ফুটল বৃদ্ধের কপালে। পছন্দ হয়নি হাসিটা। 'হ্যাঁ, করেছি। কারণ ব্যাপারটা একেবারে অস্বাভাবিক কিছু নয়। হয় এরকম মাঝেমধ্যে। ওপরআলাদের না জানিয়ে অতিউৎসাহী ছেলেরা ঘটিয়ে বসে ঝামেলা। প্রতিমুহূর্ত ওদের টাইট দিয়ে রাখা সম্ভব না, উচিতও নয়।

একটু আধটু স্বাধীনতা দিতে হয়, তখনই এসব ঘটে। আবার স্বাধীনতা না দিলেও হয় না, তাতে স্ক্রুর প্যাঁচ কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ষোলো আনা।'

'অন্য সব অপারেশনের কি অবস্থা?'

'কম-বেশি একই। কিছুই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না, সবকিছু এলোমেলো হয়ে আছে। আসলে আইনসিদ্ধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে বছরের পর বছর সংগ্রাম করেছি আমি, অর্গানাইজেশনের সুরক্ষার জন্যে তেমন কিছু করার সুযোগ পাইনি। আগে যখন কথায় কথায় অস্ত্র চালাতাম, লোকে ভয় করত। এখন করে না। এই জন্যেই পুরনো কায়দা ধরতে চাই আমি। মার এলে তার দাঁত ভাঙা জবাব দিতে চাই। ভেতরের কেউ হোক, কি বাইরের, সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাই আমার দিকে ঢিল ছুঁড়লে পাটকেল খেতে হবে।'

খানিক বিরতি দিল ডন। 'পুরনো যারা আছে আমার, তাদের সবার সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে লুই। ওদের সাথে পরিচিত হও, দায়িত্ব বুঝে নাও। নতুন যে দু'জন এসেছে তোমাদের সাথে, ম্যানিট্টি আর লোকালো, ওদেরকেও নিয়ে নাও। কয়েকদিনের জন্যে ছেড়ে দাও ওদের, ঘুরেফিরে শহরটা চিনে নেয়ার সুযোগ দাও, তারপর লাগিয়ে দাও। যাই করবে, শক্ত হাতে করবে, বেড়াল মারার হলে প্রথম রাতেই মারবে, তাহলেই দেখবে সবাই যমের মত ভয় করবে তোমাকে।'

'ঠিক বলেছেন,' নিঃশব্দ, কঠোর হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। 'ও কাজ খুব ভালই পারব আমি।'

'ও, ভাল কথা! ফিলোমিনা! বৈরুত থেকে কোন খবর এল?'

এক মুহূর্ত পর মেয়েটিকে দরজা খুলে উঁকি দিতে দেখা গেল। 'না, এখনও আসেনি।'

'গডড্যাম!' গজগজ করে উঠল বৃদ্ধ। 'ওদের হলোটা কি?' লুইর দিকে ফিরে বলল সে।

'কিসের খবর?' প্রশ্ন করল লুই।

'আরে এদের ব্যাপারে,' রানাকে দেখাল ডন, 'কনফার্মেশন। এখনও রিপোর্ট করেনি লিন।'

হাসল সে। 'টনির ব্যাপারে জানার কিছু নেই, আঙ্কেল। সে তো আমি নিজেই জানিয়েছি তোমাকে।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু লোকালো-ম্যানিট্রির?'

'মনে হয় ক্যাঙের ব্যাপারে ব্যস্ত আছে, সময় করে উঠতে পারেনি।'

রানাকে দেখল ডন। মনে হলো হাসছে, তবে বোঝা যায় না স্পষ্ট। 'অতবড় এক দানব যদি টনির মত একজনকে সামাল দিতে না পারে, তাহলে ওর মরে যাওয়াই উচিত,' বিড় বিড় করে বলল সে। পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো। 'গডড্যাম! ল্যারি হারামজাদাও মরল নাকি?' ধুম্ করে ঘুসি মেরে বসল টেবিলে। 'লুই-টনি, বেরিয়ে যাও! যেখান থেকে পারো খুঁজে বের করে আনো হারামজাদাকে। দেখো গিয়ে কোন্ হেরোইনের আড্ডায় গিয়ে পড়ে আছে।'

'যাচ্ছি,' আসন ছেড়ে দরজার দিকে পা বাড়াল লুই। কিন্তু রানা তখনও বসে আছে দেখে থেমে পড়ল রুমের মাঝখানে।

চোখ গরম করে রানাকে দেখল ডন। 'ওয়েল, বসে আছ যে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'সরি, ডন। শূন্য পকেটে কাজ করা যায় না। কিছু টাকা প্রয়োজন।'

'টাকা? হেল্! কত টাকা চাই? আমার সাথে থাকলে টাকা রাখার জায়গা পাবে না তুমি। ফিলোমিনা, একে কিছু টাকা দাও। ওয়ান গ্র্যান্ড দাও।'

'ধন্যবাদ,' উঠে পড়ল ও।

'সন্ধের পার্টিতে দেখতে চাই আমি তোমাকে।'

'রাইট, ডন।'

বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আগুন চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। হুইল চেয়ারে বসা প্রকাণ্ড এক বুড়ো ভল্লুক, একাধারে প্রচণ্ড ক্ষমতার এবং অসহায়ত্বের এক মূর্ত প্রতীক।

ফ্রন্ট অফিসে ফিলোমিনার ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। সে তখন মুখ নিচু করে টাকা গুনছে। নেই কাজ তো খই ভাজ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটির ব্রার সাইজ কত হতে পারে, তাই নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে দিল ও। ফিলোমিনার কোন খেয়াল নেই ওর দিকে।

'নাও,' এক তাড়া কড়কড়ে নোট ধরিয়ে দিল সে। ভাবখানা যেন বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে পেপারবয়কে সবে কেনা পত্রিকার দাম দিচ্ছে।

নোটগুলো গুনে দেখল রানা—পঞ্চাশটা বিশ ডলার বিল। এক হাজার। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ফিলোমিনা। তোমার চাচা পয়সাকড়ি ভালই দিয়ে থাকে, কি বলো?'

'অনেক সময় অতিরিক্ত দিয়ে থাকে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'যা প্রায় সময়ই অপাত্রে যায়।' 'অতিরিক্ত' আর 'অপাত্র' শব্দ দুটোর ওপর বেশ জোর দিল সে। বাকি টাকা ড্রয়ারে রেখে লুইর দিকে তাকাল।

'পার্টিতে আসছ তো, লুই?'

'নিশ্চই, ফিল।'

বেরিয়ে এসে হাসল রানা। 'ব্যাপার কি, লুই? তোমার কাজিন মনে হলো আমার ওপর বিরক্ত! আফটার শেভ লোশন চেঞ্জ করে দেখব নাকি?'

হো-হো করে হেসে উঠল সে। 'তাতেও সুবিধে হবে বলে মনে হয় না, টনি। ও কাজপাগল গোছের মেয়ে। আমার মত কেবলই অলিভ অয়েলের অ্যাকাউন্টস সামলায়। অন্যসব বিষয়ে...মানে, তেমন আগ্রহী নয় আরকি!'

'এর অর্থ কি দাঁড়াল, ও রক্তমাংসের মানুষ নয়? কাজ ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন পড়ে না?'

'না...আসলে ঠিক...মানে...'

লুইর পেটে কনুই দিয়ে হালকা গুঁতো মারল ও। 'ছ্যাকাঁ খেয়েছ নাকি হে?'

'আরে না, কি যে বলো!' হাসল লুই। 'ল্যারি নেই তো, এখন কাজ ফেলে চাচাকে নিয়ে ওকেই হয়তো যেতে হবে কাউন্টিং হাউসে, তাই একটু বিরক্ত ফিল। আর কিছু না।'

'কাউন্টিং হাউস?'

'স্প্রিং রোডে আমাদের আরেক অফিস, অর্গানাইজেশনের সমস্ত রিপোর্ট ইত্যাদি থাকে ওখানে। হেডকোয়ার্টারই বলা যায়।'

ঠোঁট গোল করে নিঃশব্দে শিস বাজাল মাসুদ রানা। গুড, গুড! 'তা তুমি ডনকে নিয়ে গেলেই তো পারতে।'

'ওখানে আমার-ফিলোমিনার, কারও যাওয়ার হুকুম নেই।'

'এই না বললে ফিলোমিনাকেই যেতে হবে?'

'সে তো একান্ত বিশেষ পরিস্থিতি বলে, ল্যারিই সব সময় চাচাকে নিয়ে যায় ওখানে। ও আজ নেই বলেই ওকে যেতে হতে পারে। শিওর নয়। হয়তো। তাও, গেলেও বড়জোর ও-বিল্ডিঙের লিফট পর্যন্ত। ওখান থেকেই ফিরে আসতে হবে ফিলকে।'

'তোমাদের ওখানে যাওয়ার হুকুম নেই কেন?'

'চাচার মর্জি।'

আর খোঁচাল না রানা। বেশি খোঁচালে অন্যরকম কিছু হয়ে যেতে পারে। লুইর গাড়িতে এসে উঠল ওরা। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে কিছু ভাবল লোকটা। অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল, 'ব্যাটা যেতে পারে কোথায়?'

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আমি নতুন।'

লুই হাসল না, গম্ভীর। 'এক কাজ করা যাক, হোটেলে ফিরে রেস্ট করো তুমি, আমি দেখি খুঁজে পাই কি না ল্যারিকে।'

'আমি না গেলে ডন রাগ করবেন না?'

'জানলে তো?'

'তাহলে তুমি যাও, আমি ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরব।'

'ওকে। রাত আটটায় তৈরি থেকো পার্টির জন্যে। আমি নিতে আসব।'

মাথা দুলিয়ে নেমে পড়ল ও। 'সী ইউ।'

লুইর গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যেতে কাছের পাবে এসে ঢুকল। নিউ ইয়র্ক টাইমসের নম্বর ঘোরাল। খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর সাথে জরুরী কিছু আলাপ আছে। ওদের ক্রাইম রিপোর্টার সে।

পনেরো মিনিট পর ট্যাক্সি নিয়ে মিডটাউন ম্যানহাটনের উদ্দেশে ছুটল রানা। প্রায় চারটে বাজে তখন।

আট

ঠিক ন'টায় ফিলোমিনার জন্মদিনের পার্টিতে পৌঁছল ওরা। টনির গার্ডেন শুনে রানার মনে হয়েছিল কোন বাগানবাড়ি বুঝি। আসলে এক ইটালিয়ান বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, টনি'স গার্ডেন। বেশ বড় স্পেস ভেতরে। সামনের বাগানে ভেতরে গিজগিজ করছে কম করেও শ' দেড়েক ইটালিয়ান হুড। দৃশ্যটা ছবিতে দেখা '৩৭ সালে বেনিতো মুসোলিনির সম্মানে দেয়া সম্বর্ধনা র‍্যালির কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে।

কলকাতার কফি হাউস বা পুরানো ঢাকার বিউটি বোর্ডিঙের মত টনি'স গার্ডেনও এক সময় এখানকার কবি-সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র ছিল। নাম অপরিবর্তিত থাকলেও মালিক বদলেছে, তাই কবি-সাহিত্যিকদের বদলে মাফিয়া ভিলেজের ভবঘুরেদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এটা।

ডাইনিংরুমটা প্রকাণ্ড। এক মাথায় বাররুম। কনুই সমান উঁচু দীর্ঘ বার

আছে, তবে প্রাচীন এবং তার সারাদেহে অযত্নের ছাপ। কত যুগ পালিশ করা হয় না কে জানে। উপস্থিতির সংখ্যা বিস্মিত করল রানাকে। ভেতরে যে এত মানুষ থাকতে পারে, বাইরে থেকে অনুমান করাও সম্ভব নয়। খবরটা এফবিআইকে জানালে কেমন হয়? আপনমনে হাসল ও। অন্তত কয়েক ডজন দাগী আসামীকে যে পাবে ওরা এর মধ্যে, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

তিনটে বাদে ভেতরের সমস্ত টেবিল বের করে ফেলা হয়েছে জায়গা বাড়াবার জন্যে। ফায়ার প্লেসের সামনে সেট করা আছে টেবিল তিনটা। তিনটেই চাপা পড়ে আছে নানা পদের ইটালিয়ান পাস্তার পাহাড়ের নিচে। এটা স্ট্যান্ড-আপ পার্টি—বুফে ডাইনিং অ্যান্ড ওপেন বার। সবার হাতে হাতে ঘুরছে ডিশ-গ্লাস। মুখের কাজ থেমে নেই কারও। বাররুমের এক কোণে ছোট একটা কম্বো বাজাচ্ছে একজন, ইটালিয়ান ফোক গানের সুরে।

ডন জোসেফ আর তার সম্মানিত অতিথিদের জন্যে বসার আয়োজন আছে। এক কোণে এক দীর্ঘ টেবিল ঘিরে বসে আছে তারা। ভাইঝির জন্মদিনের পার্টি হলেও ডন নিজে গেস্ট অভ অনার। তাদের টেবিল ঘিরে রাখা হয়েছে শ'খানেক প্রকাণ্ড গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে। খুব দামী একটা গাউন পরে চাচার ডান দিকে বসে আছে ফিলোমিনা। ঝলমলে একটা পরীর মত লাগছে তাকে। ডনের বাঁ দিকের চেয়ার খালি, ওটা লুইর জন্যে রিজার্ভ।

ফিলোমিনার ডানে বসেছে এক বুড়ি, কম করেও চার মণ হবে তার ওজন। নিমন্ত্রিতরা ভিড় ঠেলে এক এক করে সেদিকে এগোচ্ছে, ডনের সাথে দু'চার কথায় কুশল বিনিময় করছে, তারপর উপহার হিসেবে সঙ্গে আনা পুরু বাদামী রঙের খাম টেবিলে রেখে পিছিয়ে আসছে। এরই মধ্যে খামের পাহাড় জমেছে টেবিলে। মাফিয়ার রীতি এটা, এ ধরনের পার্টিতে, বিয়েতে অন্য কিছু না দিয়ে নগদ টাকা দেয় এরা।

কাছে পৌঁছতে চোখ তুলে ওদের দেখল চাচা-ভাতিঝি। রানার সাথে

চোখাচোখি হতে মৃদু, সলাজ হাসি ফুটল ফিলোমিনার কড়া লাল ঠোঁটে। দু'জনের উদ্দেশেই নড করল রানা, পকেট থেকে নিজের খামটা বের করে রাখল স্তূপের ওপর। ডন-ফিলোমিনা তো বটেই, লুই পর্যন্ত বিস্মিত হলো ব্যাপারটা দেখে। এসব অনুষ্ঠানে উপহার দেয় ডনের বন্ধু, গুণগ্রাহী, ঋণগ্রহিতা বা যারা অন্য কোনভাবে তার কাছে ঋণী, তারা। কোন কর্মচারী নয়। বৃদ্ধের চাউনি নরম হলো, আরেকবার প্রসারিত হলো ফিলোমিনার ঠোঁট।

পাশ থেকে ওর পিঠ চাপড়ে দিল লুই। 'থ্যাঙ্কস, এনিওয়ে। আমি চাচার পাশে বসছি গিয়ে। দেরি হয়ে গেছে।'

'যাও।'

'এখানেই থেকো। একটু পরই ফিরব আমি, একসঙ্গে খাব।'

'শিওর।'

ব্র্যান্ডি আর সোডার অর্ডার দিয়ে চারদিকে নজর বোলাল রানা আরেকবার। শ'খানেক লোক এরইমধ্যে মাতাল হয়ে গেছে। বেয়ারার হাত থেকে পানীয় নিয়ে কয়েক পা সরে দাঁড়াল ও। আশেপাশে পরিচিত কোন মুখ চোখে পড়ে কি না খুঁজছে। পাঁচ মিনিটের মাথায় ওর সাথে যোগ দিল লুই, হাতে লাল ওয়াইনের গ্লাস। 'কেমন লাগছে পার্টি, টনি?'

'মন্দ না। তবে আরও বড় জায়গা হলে ভাল হত বোধহয়। তোমাদের নিজেদেরই তো অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট আছে।'

'হ্যাঁ, উনত্রিশটা।'

'ওর একটায় কেন করলে না?'

'চাচার কাজ। এটা আমাদের ভিলেজের মধ্যে, সবার বাড়ির দরজায়, তাই আর কি! আমাদেরগুলো তো সব লোয়ার ওয়েস্ট সাইডে।'

'আই সী!'

'এখানে পার্টি দেয়ার সুবিধেও আছে। হুডরা নিশ্চিন্তমনে আসতে

পারে, বুঝলে? চারদিকে নজর বোলাও, অনেক হুড দেখতে পাবে।'

মাথা দোলাল রানা, সত্যিই তাই। কয়েক ডজন কঠোর চেহারার যুবক আছে, যাদের দেখলে সন্দেহ জাগে। চেহারা দেখলেই খুনী মনে হয়। গল্প করছে, পান করছে, গানও গাইছে কেউ হেঁড়ে গলায়। আল কাপোনের ছায়াছবির জন্যে সেন্ট্রাল কাস্টিং থেকে চুক্তিতে নিয়ে আসা হয়েছে যেন, এমনই মার্কামারা এরা। প্রত্যেকে অস্ত্রধারী।

'তাছাড়া নিজের রেস্টুরেন্টের সুনাম নষ্ট করতে চান না চাচা। যদি এখানে পুলিস রেইড করে আজ, কাল সব পত্রিকায় তা ছাপা হবে, রেস্টুরেন্টের নাম থাকবে সবার আগে।'

'বুঝেছি।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল লুই, আচমকা পিছন থেকে লাল রঙের কিছু একটা এসে আছড়ে পড়ল ওর পিঠের ওপর। ঝাঁকি খেয়ে অনেকখানি ওয়াইন ছল্‌কে পড়ল। ছোটখাট লালচুলো এক মেয়ে। এক হাতে লুইর গলা জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু খেলো। 'হাই, লুই, ইউ কিউট লি'ল ওল' থিঙ! তোমার এই হ্যান'সাম বন্ধুটি কে?'

মেয়েটি অতিরিক্ত সুন্দরী এবং সেক্সি। ফ্যাশন মডেলদের খোলামেলা ড্রেস পরা, শরীরের প্রায় সব অংশই উন্মুক্ত। বুনো বেড়ালীর মত খাই খাই চোখে রানাকে দেখছে মেয়েটি, আশ্চর্য বেহায়া চাউনি। এই সময়, 'আরে, তুমি এখানে?' বলতে বলতে হাজির তার দুই সঙ্গী। দুটোই গরিলা, অবশ্য লোমহীন।

মাসুদ রানার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল লুই। মেয়েটি রাস্টি পোলার্ড। সেইন্ট তেরেসা স্কুলের টীচার। গরিলাদের একটার নাম জ্যাক বেইটি, অন্যটা রোক্‌কো কি যেন, পরিচয় হওয়ামাত্র আগ্রাসন চালাল রাস্টি, রানাকে পাকড়াও করে এক কোণে নিয়ে গেল। 'এইসব লি'ল স্কোয়াট দাঁড় কাকের মধ্যে তুমি কেন, ময়ূর?' এক হাত ভরাট নিতম্বে রেখে বুক টান করে দাঁড়াল টীচার, রানার বাঁ পাঁজরে ঠেকে আছে তার বুক, দেখেও দেখছে না।

'ওই দুই লি'ল গরিলার সাথে তুমি কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও। 'ওরাও তোমার ছাত্র নাকি?'

খিক্ খিক্ হাসিতে ফেটে পড়ল মেয়েটি। 'সিগারেট দাও।'

দিল রুনা, নিজেও একটা ধরাল। কেটে পড়ার ফন্দী আঁটছে, কিন্তু ছাড়ল না রাস্টি। 'ফিলোমিনাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো?' হঠাৎ বিষয় বদল করল। চাউনিও বদলে গেছে, কেমন এক চোখে দেখছে ডনের ভাইঝিকে।

'কেন, ভালই তো।'

'হুঁহ্, ভাল না ছাই!' একটু থেমে যোগ করল, 'ভাবছি, আমিও আমার জন্মদিন উপলক্ষে পার্টি দেব আগামী মাসে। ওর থেকে বেশি খাম পাব আমি তাহলে।'

'কি আছে ওই খামে?' চেহারাতেও প্রশ্ন ফোটাল রানা। 'কার্ডস, না আর কিছু?'

চোখ কুঁচকে উঠল মেয়েটির। 'তুমি টনি ক্যানযোনেরি, অথচ ওই খামের মধ্যে কি আছে জানো না, তাই বিশ্বাস করতে বলো আমাকে?'

'করলে ভাল হবে। সে ক্ষেত্রে নতুন ছাত্রকে কিঞ্চিত জ্ঞান দান করতে পারবে তুমি।'

হেসে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। 'ওটা হচ্ছে এক ধরনের খেলা, ডনের সুনজর কাড়ার।'

'বুঝলাম না।'

'গর্দভ! ওগুলোর মধ্যে আছে নগদ টাকা, চেক, বুঝলে? যে যত বেশি দিয়েছে, ডনের সুনজরও তার ওপর তত বেশি পড়বে। ব্যবসা আর কি! দু'চার লাখ ডলার আজ নিশ্চই কামিয়েছে ছুঁড়ি।' চাউনি হিংস্র হয়ে উঠল রাস্টির। একদৃষ্টে ফিলোমিনার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'বলো কি! এত?'

'হয়তো কমই বলেছি, আরও বেশিও হতে পারে।'

'ওরে সব্বোনাশ! তাহলে তো বছরে অন্তত চারবার জন্মদিন করা

উচিত।'

রসিকতাটা রাস্টি শুনেছে বলে মনে হয় না। আনমনে বলে চলল, 'একজনের সাথে খুব শিগগিরি আটলান্টিক সিটি যাচ্ছি আমি। ওখান থেকে ফিরেই পার্টির আয়োজন করব।'

'কিসের পার্টি?' উত্তর শোনা হলো না রানার, ওদিক থেকে ব্যস্ত হাতে ওকে ডাকছে ডন ফ্র্যানযিনি। 'সরি, হানি। জুলিয়াস সীজারের ডাক পড়েছে। চলি।'

'র‍্যাট!' রানার পিঠের দিকে তাকিয়ে বলল টীচার।

ভিড় ঠেলে ডনের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। যথেষ্ট ওয়াইন গিলেছে বৃদ্ধ, চেহারা লালচে রঙ ধরেছে। 'পার্টি কেমন লাগল, টনি?'

'খুব ভাল।'

'গুড, গুড।' ফিলোমিনার কাঁধ বেষ্টন করে ধরল বৃদ্ধ ডন। মাথা নিচু করে বসে আছে মেয়েটি। 'শোনো, তুমি কষ্ট করে আমার মেয়েটাকে ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে এসো, কেমন? ওর শরীরটা ভাল না। এদিকে পার্টি সবে জমতে শুরু করেছে, এ সময় আমার বা লুইর যাওয়া ঠিক হবে না। ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়ই!'

'তুমি কি বলো, ফিলোমিনা?' তার কাঁধে মৃদু চাপ দিল ডন।

চোখ তুলে রানাকে দেখল মেয়েটি পলকের জন্যে। 'কিন্তু ওঁর বোধহয় খাওয়া হয়নি এখনও।'

'তাতে কোন অসুবিধে নেই,' মেয়েটির সাথে আলাপ জমানোর এমন সুযোগটা হাতছাড়া করা বোকামি হবে ভেবে তাড়াতাড়ি বলে উঠল রানা। 'আমি ফিরে এসে খেয়ে নেব।'

'গুড!' বলল ডন। 'যাও তাহলে।' রানার দিকে ফিরল। 'সাবধানে নিয়ে যেয়ো।'

'শিওর, এসো!' ফিলোমিনার কনুই ধরে ভিড় ঠেলে এগোল মাসুদ

রানা। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে বাঁকা হাসি ফুটল রাস্টি পোলার্ডের ঠোঁটে। 'র‍্যাট্!' আবার বলল সে বিড় বিড় করে। ওদিকে কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল রানা। 'সরি, গাড়ির চাবি আনতে ভুলে গিয়েছি।'

'দরকার নেই গাড়ি, ট্যাক্সি নিয়ে যাব। খোলা বাতাসে একটু হাঁটতে চাই, মাথা ঘুরছে আমার।'

'চলো তাহলে।'

পাশ কাটাবার সময় একে তাকে গুডনাইট জানাল মেয়েটি, জবাবে কেউ দূর থেকে হাত নাড়ল নীরবে, কেউ হাত মেলাল। গলি থেকে বেরিয়ে বেডফোর্ড রোডে পড়ল ওরা। চোখেমুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা চমৎকার লাগল। লম্বা করে শ্বাস টানল ফিলোমিনা। 'গড! আর কয়েক মিনিট থাকলে ঠিক বমি করে দিতাম। ওরকম বদ্ধ জায়গায় দেড় দু'শো মানুষ একসাথে সিগারেট টানলে কেমন হয় অবস্থা?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।'

মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখল মেয়েটি। 'দেড় দুশোর মধ্যে টনি ক্যানযোনেরিও ছিল।'

'ছিল নাকি? ভারি অন্যায় কথা। দাঁড়াও, ওকে কষে বকে দেব কাল।'

'তুমি খুব মজার মানুষ,' শব্দ করে হাসল সে।

'ধন্যবাদ। বাসায় যাওয়ার আগে এক কাপ কফি চলবে নাকি মিস ফ্র্যানযিনি? অথবা কোন ড্রিঙ্ক?'

'নো, থ্যাঙ্কস।'

ব্যারো স্ট্রীট হয়ে সেভেনথ অ্যাভিনিউতে এসে ট্যাক্সি নিল ওরা। মাঝে ভদ্র দূরত্ব রেখে পিছনের সীটে বসল। হঠাৎ কি চিন্তায় ডুবে গেল ফিলোমিনা, চুপ হয়ে গেল। জোর করে কথা বলানোর চেষ্টা রানাও করল না। ওর অ্যাপার্টমেন্ট কাছেই—লন্ডন টেরেসে। মাত্র দশ মিনিটে ফুরিয়ে গেল পথ। রানার মনে হলো দশ সেকেন্ড।

ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল ও, ফিলোমিনাকে সাহায্য করল নামতে।

তারপর হাত ছাড়িয়ে নিল সে আলতো করে। 'ধন্যবাদ, আর আসতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।'

'সরি, সেনিয়রিটি। ডনের হুকুম নিজের কানেই শুনেছ। আমি নতুন কর্মচারী, তার নির্দেশ অমান্য করে চাকরি হারাতে চাই না। তোমাকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ আছে আমার ওপর।'

মেয়েটা খুশি হলো কি রাগ করল বোঝা গেল না। তবে কিছু না বলে হাঁটতে শুরু করল। ওর ঠিক এক ফুট পিছনে থাকল রানা। নীরবে লিফটে উঠল দু'জনে। ফিলোমিনাকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। সতেরো তলায় থাকে সে। ওঠার সময় ওদের নীরব দেখে লিফটম্যানও ভাব করল যেন একাই আছে সে ভেতরে, ওরা নেই। ফিলোমিনাকে ফ্ল্যাট ১৭-ইর সামনে পৌঁছে হাতব্যাগ খুলতে দেখে উল্টোদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা।

তালায় চাবি ঢুকিয়ে ওর দিকে ফিরল সে। 'আরও শিওর হওয়া চাই?'

নীরবে মাথা দোলাল রানা। হ্যাঁ।

আবার আবছা হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। 'তখন তোমার কফির আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন যদি তোমাকে বলি কফি খেয়ে যেতে, তুমিও ফিরিয়ে দেবে?'

'বলেই দেখো না কেন?'

দাঁত দেখা গেল ফিলোমিনার। 'বলছি। এসো।'

'ধন্যবাদ।' ওকে অনুসরণ করে ভেতরে চলে এল রানা। খুদে ফয়েই পেরিয়ে চমৎকার সাজানো লিভিং রুমে এসে পৌঁছল। যথেষ্ট বড় এ ঘর। দামী দামী সব আসবাব। দুটো ফ্লোর ল্যাম্প জ্বেলে দিল মেয়েটি, আলোর বন্যায় হেসে উঠল পুরো রুম। 'বোসো, প্লীজ। আমি আসছি কফি নিয়ে।'

বসতে গিয়ে নরম সোফায় প্রায় ডুবে গেল মাসুদ রানা। দশ মিনিট পর আভেনে গরম করা ঘরে তৈরি কেক, এক জোড়া চীজ স্যান্ডউইচ

আর কফি নিয়ে ফিরল ফিলোমিনা।

'এসব কেন করতে গেলে?'

'তৈরিই ছিল সব, খেয়ে নাও। তোমার তো খাওয়া হয়নি।'

'তাতে কি? আমি তো পার্টিতে...'

থামিয়ে দিল ওকে মেয়েটি। 'ওখানে যখন পৌঁছবে, তখন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কাজেই খেয়ে নাও, পেট ঠাণ্ডা করো।'

ঠিকই বলেছে ফিলোমিনা, ভাবল ও, হয়তো সত্যিই থাকবে না তখন কিছু। এদিকে ঘড়ির কাঁটাও মাঝরাত ছাড়িয়ে যাওয়ার জোগাড়, চোঁ চোঁ শুরু করেছে পেট খাবার দেখে। দুই পীস কেক খেল ও। 'চমৎকার হয়েছে। ঘরে তৈরি বললে, কে বানিয়েছে, তুমি?'

'হ্যাঁ।' মেয়েদের যা স্বভাব, রান্নার প্রশংসায় গলে যায়, এর বেলায়ও তাই ঘটল। 'আরও দু'পীস খাও না।'

মনে মনে অবাক হলো রানা। কাল যখন প্রথম দেখা, চোখাচোখি হতে বার দুয়েক হেসেছে ফিলোমিনা, অথচ আজ দুপুরে অফিসে রীতিমত গম্ভীর ছিল। রানাকে লক্ষ করে এক-আধটা অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যও করেছে। একটু আগে, আসার পথে সামান্য রসিকতা-সামান্য হাসি উপহার দিয়ে চুপ মেরে গেছে, বাড়ির গেট থেকে প্রায় ভাগিয়েই দিচ্ছিল, সেই মেয়েই কিনা এখন জোর করে খাওয়াতে চাইছে! বাবা, ভাবল ও, একেই বলে নারী চরিত্রম...কি যেন?

কফির কাপ তুলে নিল রানা।

'তোমাকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হয় আমার,' বলল মেয়েটি।

'মানে?'

'আমাদের অর্গানাইজেশনে পুরুষ যারা আছে, সবাই একেকটা অমার্জিত, অভদ্র জানোয়ার। তুমি সম্পূর্ণ আলাদা। ভাল লাগে তোমাকে।'

'তাই বুঝি গেট থেকে ভাগিয়ে দিচ্ছিলে?'

'যাহ্!' ব্লাশ করল ফিলোমিনা। 'আমি আসলে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা

করার সময় দিতে চাইছিলাম নিজেকে। তাই…'

'খাওয়ানোর বহর দেখে মনে হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা কমপ্লিট, তাই না?'

'হ্যাঁ।' লাজুক হাসি ফুটল ওর মুখে।

'তা কোনদিকে গেল চিন্তার গাড়ি, ভালর দিকে, না মন্দের দিকে?'

'মন্দের দিকে গেলে কি সেধে খাওয়াতাম?' কি যেন ভাবল মেয়েটি। 'একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কি?'

'পার্টিতে ওই মেয়েটা কি বলছিল তোমাকে?'

'রাস্টি পোলার্ড?'

'হ্যাঁ।'

'কিসের ব্যাপারে বলো তো?'

'আমার বা আমার ফ্যামিলির ব্যাপারে?'

'কই, তেমন কিছু না তো! হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'ও আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, সবার কাছে আমার বদনাম গেয়ে বেড়ায়। সব সময়। তোমার সাথে কথা বলার সময় কয়েকবার ওকে আমার দিকে তাকাতে দেখেছি, তাই ভাবলাম…'

মুখ টিপে হাসল রানা। 'না। কোন অভিযোগ করেনি, তবে তোমার সামনের খামগুলো দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর। ওখানে সব মিলিয়ে কত টাকা আছে, আন্দাজ করতে বলছিল আমাকে।'

হেসে উঠল ফিলোমিনা, পরক্ষণে আনমনা হয়ে গেল। 'রাস্টি ভীষণ হিংসুটে। ও আমাদের প্রতিবেশী, ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি আমরা, এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি, অথচ আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না ও। সামনে যাই হোক, আড়ালে যা-তা বলে বেড়ায় আমার নামে।'

'না, আমাকে তেমন কিছু বলেনি। হয়তো আগামী সাক্ষাতে বলবে।'

'হয়তো।'

'তোমাকে ওর দেখতে না পারার কারণ কি?'

'পাশাপাশি থাকতাম আমরা। আমরা বড়লোক ইটালিয়ান, ওরা গরীব আইরিশ, এটাই আসল কারণ। সহ্য করতে পারত না রাস্টি।'

আরও আধঘণ্টা এটা-ওটা আলোচনা করল ওরা। তারপর উঠল রানা। 'আজ চলি।'

মেয়েটিও উঠল। 'এখনই যাবে?'

'হ্যাঁ, অনেক রাত হলো।'

'আমিও তাই বলি। আমার গেস্টরুমে থেকে যেতে পারো ইচ্ছে হলে।'

'উচিত হবে না।'

মোহনীয় হাসি ফুটল ফিলোমিনার ঠোঁটের কোণে। 'কেমন পুরুষ তুমি, আমার মত এক মেয়ের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছ?'

কাছে এসে ওর কটি জড়িয়ে ধরল রানা একহাতে। 'ভুল বুঝছ তুমি।' আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। চোখে চোখে চেয়ে থাকল দু'জনে। দু'জোড়া ঠোঁট অমোঘ নিয়তির টানে এক হলো। দু'মিনিট পর জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে এসেছে দু'জনেরই। 'তোমাকে ভাল লেগেছে আমার, সেনিয়রিটা,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি পার্টিতে ফিরে না গেলে তোমার চাচা-লুই দু'জনেই চিন্তা করবে। হয়তো ফোন করে বসবে হোটেলে। যদি আমাকে না পায়, অন্যরকম হয়ে যাবে না ব্যাপারটা?'

'কেন হবে? আমি ম্যাচিওরড, যে কোন পুরুষকে বেছে নেয়ার অধিকার আছে আমার। সে যদি তুমি হও, তাতে অন্যের চিন্তার কি আছে?'

'বয়সে তুমি ম্যাচিওরড মানি, কিন্তু আমার চাকরি তো ম্যাচিওরড হয়নি। তাছাড়া সম্পর্ক যত ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়, ততই তার স্থায়ীত্ব বাড়ে, বুঝলে?'

'বুঝলাম।' হাসল মেয়েটি। 'কাল কখন দেখা হচ্ছে?'

"যে কোন সময়ে।' আরেকটা সংক্ষিপ্ত চুমু খেয়ে পিছিয়ে গেল ও। 'চলি।'

পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত এল ফিলোমিনা। নীরবে টাটা করল ওরা পরস্পরকে।

পরদিন ন'টায় সুটেড-বুটেড হয়ে হোটেল ত্যাগ করল মাসুদ রানা। সেভেনথ্ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত হেঁটেই মেরে দিল, অবশ্য সামান্য দূরত্ব। অ্যাভিনিউর মোড়ের এক নিউজ স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়াল। নিউ ইয়র্ক টাইমসের স্তূপ খুঁজল ওর নজর। প্রথম পাতায়ই আছে খবরটা। দুই কলাম ছয় ইঞ্চি জুড়ে। হেডিং:

মাফিয়া গ্যাঙ ওঅরের জোর আশঙ্কা

ফ্র্যানযিনি পরিবারের ডন, মাফিয়া কমিশনের অন্যতম সদস্য, 'পপআই' জোসেফ ফ্র্যানযিনির দেহরক্ষী ল্যারি স্পেলম্যান নিখোঁজ বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনা শহরে নতুন এক মাফিয়া অন্তর্কলহের সূত্রপাত ঘটাতে পারে বলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করছে।

অর্গানাইজড ক্রাইম স্পেশাল সেকশনের প্রধান, ক্যাপ্টেন মিলার এক প্রশ্নের জবাবে গতকাল এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, গত পরশু (শনিবার) রাত থেকে জোসেফ ফ্র্যানযিনির প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী, বডিগার্ড ল্যারির কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। অনুমান করা হচ্ছে, এর পিছনে ফ্র্যানযিনির শত্রুভাবাপন্ন অপর এক মাফিয়া পরিবারের হাত থাকা অসম্ভব নয়। পরিবারটির সাথে ফ্র্যানযিনির নীরব 'স্নায়ুযুদ্ধের' খবর আজ প্রায় সর্বজনবিদিত।

দাঁত বেরিয়ে পড়ল রানার। চমৎকার কাজ দেখিয়েছে ডেভিড কলটন।

ক্যাপ্টেন মিলারের তরফ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে বলায় খবরটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আরও মজা, ও জানে মিলার-কলটন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাজেই তার তরফ থেকে এর কোন প্রতিবাদ আসবে না। কলটন পাকা কাজে বিশ্বাসী, অতএব আগেই বন্ধুর সাথে কথা বলে সে পথ সেরে রেখেছে।

ভেতরে খুশি খুশি একটা আমেজ নিয়ে ট্যাক্সিতে চাপল রানা। ফ্র্যানযিনি অলিভ অয়েল কোম্পানিতে পৌঁছল ঠিক দশটায়। ম্যানিট্টি, লোকালো আগে থেকেই উপস্থিত। লুইও আছে। নীরবে রানাকে ডনের অফিসে পৌঁছে দিয়ে গেল ফিলোমিনা। প্রথম দর্শনে হাসি একটু দিয়েছে বটে, তবে সেটা ছিল ফ্যাকাসে। ডনের অফিসে সবাই গম্ভীর, চিন্তিত। তার হুইল চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আনমনে দাঁতে নখ কাটছিল লুই, অস্থির। চোখাচোখি হতে 'হাইয়া!' বলে হাসল। ভেঙচির মত দেখাল সেটা।

'সিট ডাউট, টনি,' কিছুটা আন্তরিক, তবে বেজায় গম্ভীর গলায় বলল ডন। গতকালের থেকে আজ বয়স্ক মনে হলো তাকে, একটু মোটাও। গতরাতের পার্টির ধাক্কা, ভাবল ও। বসল। ডনের সামনেই এক কপি নিউ ইয়র্ক টাইমস, স্পেলম্যানের নিখোঁজ সংবাদের ওপর সাগর কলা সাইজের তর্জনী দিয়ে আনমনে টোকা মারছে সে। ভুরুর জঙ্গল আর কালির প্রলেপের ভেতরে প্রায় অদৃশ্য আধ বোজা দু'চোখে তিনজনকেই দেখছে পালা করে। তার প্রথম প্রশ্ন শুনে বোঝা গেল অন্যরা ওর আগে এলেও খুব একটা আগে আসেনি।

'লোকালো!' খ্যাঁক্ করে উঠল বৃদ্ধ।

ঘাবড়ে গেল হলুদ দেঁতো খবিস। 'ইয়েস, স্যার।'

'সেদিন তোমাদের তিনজনের মধ্যে কে সবার শেষে দেখা করেছ চীনা মেয়েটির সাথে?'

'আমি জানি না, ডন। আমরা দু'জন বিকেলের দিকে দেখা করি তার সাথে, ওখান থেকে সে আমাদের পাঠিয়ে দেয় পাসপোর্টের জন্যে।'

'ক্যানযোনেরি শেষ দেখা করেছে লিনের সাথে,' বলে উঠল লুই। 'আমি জানি। ও হোটেলে থাকতেই আহত ক্যাঙকে নিয়ে আমি আর মুসো হাসপাতালে চলে যাই।' রানার দিকে তাকাল সে। ভাবখানা, সরি, সত্যি কথা না বলে উপায় নেই আমার।

'সত্যি, টনি?'

'হ্যাঁ, লুই চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ কথা বলি আমি তার সাথে। এরপর তার দেয়া ঠিকানা নিয়ে চলে যাই আপনার পেনম্যানের কাছে। পরে আর কেউ গেছে কি না মহিলার কাছে বলতে পারি না।'

'পেনম্যানের ওখান থেকে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'থিভস্ কোয়ার্টারে, আমার আস্তানায়।'

'লুই, হাসপাতাল থেকে ফিরে লিনের স্যুইটে আর যাওনি তুমি?'

'না। তবে ফোনে কথা বলেছি। ক্যাঙের খবর দেয়ার জন্যে।'

'একা ছিল সে তখন?'

'জানি না,' মাথা দোলাল সে চিন্তিত মুখে। 'ও ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করিনি আমি। লিনও বলেনি।'

'ক'টার দিকে ফোনে কথা হয়েছে তোমাদের?'

'বারোটার দিকে।'

মাসুদ রানার দিকে ফিরল ডন। 'তুমি কখন পৌঁছেছ পেনম্যানের ওখানে?'

'ওই সময়ই প্রায়। পোনে বারোটার দিকে, খুব সম্ভব।'

'বেরিয়েছ কখন?'

'আড়াইটায়।'

ভুরু চুলকাল বৃদ্ধ। চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠল বিচ্ছিরিরকম। 'হুঁম্‌ম্! কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'কি হয়েছে?' লুইকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বৈরুত ত্যাগ করার দিন থেকেই সে নিখোঁজ।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ। পেনম্যানেরও কোন খবর নেই।'

'কি বলছ তুমি?' চোখেমুখে নিখাদ বিস্ময় ফুটল ওর।

'তুমি তাহলে আড়াইটায় বেরিয়েছ ওখান থেকে?' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল ডন। 'সে তো প্রায় শেষ রাত। ওর পর আর কারও চার্লির ফ্ল্যাটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তাহলে...'

'দাঁড়ান!' দ্রুত বাধা দিল ও ব্যস্ত কণ্ঠে। যা করার এখনই করতে হবে। 'এক মিনিট! হঠাৎ মনে পড়েছে কথাটা।'

'কি?' ঝুঁকে এল ফ্র্যানযিনি। লুইর নখ কাটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

'আমি বের হয়ে আসার দু'তিন মিনিট আগে আরেক লোক গিয়েছিল পেনম্যানের ওখানে। লোকটাকে চিনি না, তবে আমি চলে আসার পরও সে ছিল সেখানে, আমি জানি।' আপনমনে মাথা দোলাল রানা। 'ভুলেই গিয়েছিলাম। লোকটার চেহারাও মনে আছে, কারণ নীল রঙের স্যুটে খুব মানিয়েছিল তাকে, সেজন্যে তার দিকে ঘন ঘন চোখ যাচ্ছিল আমার। আমি যখন চীনা মহিলার ওখান থেকে বের হই, তখন প্রথম দেখি তাকে হোটেল জর্জেসের লাউঞ্জে।'

'কি? হোটেলেও দেখেছ তাকে?'

'শিওর। ওখানেই তো প্রথম দেখেছি।'

আরও ঝুঁকে এল বৃদ্ধ। 'লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারো?'

শুনতে পায়নি যেন রানা। চোখ বুজে মধ্যমা দিয়ে কপাল ঠুকছে, খুব চিন্তিত। 'নামটা যেন কি?'

'নাম কি করে জানলে? পরিচয়...'

'চার্লি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দাঁড়ান! কি...ফুগি, না ফুগেরো যেন। ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'রুগেইরো!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল বৃদ্ধ।

পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'রাইট! রাইট!! ঠিকই বলেছেন আপনি, রুগেইরো।'

'চেহারার বর্ণনা দাও।'

দিল রানা। বলে গেল কাল্পনিক এক রুগেইরোর বর্ণনা। ঝাড়া দুই মিনিট বাঘের চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ডন, তারপর আচমকা ভয়ঙ্কর এক ঘুসি বসিয়ে দিল ডেস্কের ওপর। টেলিফোন-পেপারওয়েট লাফিয়ে উঠল আধহাত। আতঙ্কের ধাক্কায় চেয়ারের ওপর ইঞ্চিদুয়েক হড়কে এগিয়ে গেল লোকালো। অবশ্য সামলে নিয়ে তক্ষুণি সোজা হলো। ম্যানিট্টি শক্ত হয়ে গেছে। চেয়ার আঁকড়ে ধরে বসে আছে। ওদিকে রানা অবাক হলো বুড়োর হাতের জোর দেখে। এত শক্তি তার ঘুসিতে, বোঝাই যায় না।

পরমুহূর্তে দু'হাতের প্রচণ্ড এক ঝাঁকিতে পলকে হুইল চেয়ার লুইর দিকে ঘুরিয়ে ফেলল সে। 'লিন কিছু বলেছে তোমাকে রুগেইরোর ব্যাপারে?'

'না তো!' মাথা দোলাল সে। 'কেন, তার সাথে ওদের নিখোঁজ হওয়ার কি সম্পর্ক?'

রাগে দু'চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো পপ্ আইয়ের। 'এখনও বুঝতে পারছ না?' খেঁকিয়ে উঠল সে। পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝে সামলে নিল। 'না, তুমি তো জানোই না কিছু। বৈরুত থেকে আমার এক লোক একটু আগে ফোন করেছিল,' রানার উদ্দেশে বলল সে। 'বলেছে, তোমরা বৈরুত ত্যাগের দিন সকালে রুগেইরোর তরফ থেকে কি এক উপহার পাঠানো হয় মেয়েটির হোটেল স্যুইটে। সে তা গ্রহণ করে। তার একটু পর রুগেইরোর আরেক লোকের সাথে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেছে ছুঁড়ি হোটেল থেকে।'

'তার মানে হচ্ছে,' একটু পর মুখ খুলল ও। 'আপনার ট্রাক লুট করার কাজ সেই করিয়েছে। তার ছেলেরা ভুল করে করেনি?'

'ঠিক বলেছ তুমি, এসব ওই হারামজাদার কীর্তি। অনেক আগে থেকেই আমার পেছনে লেগেছে লোকটা, অনেক ক্ষতি করেছে। আমি চেপে গিয়েছি। কিন্তু এখন তো দেখছি আমার গলায় পা দেয়ার জোগাড়

করেছে ও।'

'তুমি যাকে দেখেছ, তার প্রথম নাম কি টনি?' বলল লুই।

'বিল, না কি যেন। ঠিক মনে নেই।'

চাচার দিকে ফিরল সে। কিছুটা বিভ্রান্ত। 'তুমি বলতে চাইছ এ গিতানো রুগেইরোর কাজ?'

'অফ কোর্স ওর কাজ!' আরেক ঘুসিতে চড়াৎ করে ফেটে গেল টেবিলের পুরু কাঁচ। 'রুগেইরো হারামজাদা অনেকদিন থেকেই পিছু নিয়েছে আমার, বলছি কি, কানে যায় না? এটা পড়েছ?' পত্রিকা তুলে দোলাল ডন। 'পড়ে দেখো কি লিখেছে ল্যারির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে।'

খবরটার ওপর দ্রুত চোখ বোলাল লুই। 'এতে নিশ্চিত কিছু বোঝা যায় না, আঙ্কেল। ল্যারি কোন্ হেরোইনের আড্ডা থেকে নেশা করে বেরিয়েছে, আমি জানি। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই সে উধাও।'

আগুন চোখে ভাইপোকে দেখল ডন। 'কি বলতে চাও?'

'এই রিপোর্টার, কলটন আর ক্যাপ্টেন মিলার একে অন্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওরা এসব ছাপিয়ে আমাদের উস্‌কে দিতে চাইছে কি না, ভেবে দেখা উচিত।'

সত্যিই যত সহজ-সরল মনে হয় দেখে, ততটা নয় লুই। বুদ্ধি-শুদ্ধি ভালই রাখে। মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারল না রানা।

'তাহলে বৈরুতে যা ঘটেছে তার কি ব্যাখ্যা? ওখানকার খবর তো এরা যুক্তি করে ছাপেনি।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'আমার মনে হয় ডনের অনুমানই ঠিক,' বলল মাসুদ রানা।

'কিন্তু আমার তো মনে হয় না রুগেইরোর কোন ক্ষতি করেছি আমরা,' লুই বলল চিন্তিত কণ্ঠে। 'তাহলে সে কেন...'

তোমার চাচার হেরোইন চোরাচালানের পাইপ লাইনে ঢোকার

জন্যে, মনে মনে বলল রানা। ওই লাইনে সে-ও ব্যবসা বাড়াতে আগ্রহী, তা হতে দিতে চায় না তোমার চাচা। তাকে সমঝোতায় আসতে বাধ্য করার জন্যে করছে সে এসব। ঘটনা সত্যি বটে, তবে এই কাজগুলো রুগেইরো করেনি। করেছি আমি। দাঁড়াও না, এই তো সবে শুরু হলো।

'একটা কিছু করতে হবে আমাদের,' অস্থির কণ্ঠে বলল জোসেফ ফ্র্যানযিনি। নজর মাসুদ রানার ওপর।

'কি করতে বলেন?'

'ওদের গুরুত্বপূর্ণ কাউকে শেষ করে দাও, গডড্যাম! এ-ও বলে দিতে হবে? যাও, বেরোও সবাই! কিছু একটা করো।'

নড়ল না রানা। 'প্লাস্টিক বোমা জোগাড় করা সম্ভব?'

'কেন?' প্রশ্ন করল ডন। তাজ্জব হয়ে গেছে। 'কি করবে?'

'সম্ভব হলে দু'পাউন্ড জোগাড় করে দিন,' ভীষণ গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও। 'আর রুগেইরোর গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা দিন। আজ রাতে উড়িয়ে দিয়ে আসি।'

স্থির হয়ে গেল ডন। লুই ওদিকে চোখ কপালে তুলে বসে আছে। নতুন এক দৃষ্টিতে দেখছে সে রানাকে।

নয়

নতুন কিছু একটা চিন্তা ঢুকল ডন ফ্র্যানযিনির মাথায়। কয়েক মুহূর্ত পর ম্যানিট্রি-লোকালোর উদ্দেশে এমনভাবে হাত নাড়ল সে, যেন ওরা নরকের জঘন্য কোন কীট। 'এখন যাও তোমরা। প্রয়োজন হলে পরে

খবর দেয়া হবে।'

ওরা দুটো বিদেয় হতে রানার দিকে ফিরল সে। 'কথাটা তুমি সিরিয়াসলি বলেছ?'

'নিশ্চই!' আগের মতই গম্ভীর ও।

'বোমা তৈরি করতে পারো তুমি?'

'স্যান্ডউইচ তৈরি করার মত সহজ একটা কাজ,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল ও। 'ওর চাইতে সহজ কাজ আর হয় না।'

আবার কিছু ভাবল ডন। 'ওয়েল, আঁ...ঠিক আছে। কি জিনিস হলে সবচেয়ে ভাল হবে কাজ?'

'সেভেনটিন-বি।'

'এসব কোথায় শিখেছ তুমি, টনি?' প্রশ্ন করল লুই। এখনও একই দৃষ্টিতে দেখছে সে ওকে।'

'হেবরনে,' অম্লান বদনে বলল মাসুদ রানা। 'প্যালেস্টাইনী লিবারেশন ফ্রন্টের গেরিলাদের কাছে। ওদের অনেক গ্রুপ লীডার আমার খদ্দের ছিল, ওরাই শিখিয়েছে। কয়েকজনকে ফ্রী ডোপ দিয়ে শিখে নিয়েছি।'

'কখনও পরখ করেছ কেমন কাজ করে তোমার বোমা?' বলল ডন।

হাসল ও। 'গতবছর আমার তৈরি বোমা দিয়েই আস্ত একটা ইসরাইলী ট্রুপ ক্যারিয়ার উড়িয়ে দিয়েছিল পিএলও। রামাল্লায়। সতেরোজন সৈন্য জায়গায় মরেছিল।'

'ওকে, টনি,' বিকট হাসি ফুটল ডনের মুখে। 'আজ রাতে ছোট একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। রুগেইরোর একটা নামকরা রেস্টুরেন্ট যাতে দিন পনেরোর মত বন্ধ থাকে, সে ব্যবস্থা করো। পরে বড় কাজে হাত দেব আমরা।'

'করব। তবে সাধারণ মানুষ হতাহত করা আমার নীতিবিরুদ্ধ।'

'তেমন কিছু এড়িয়ে যদি আসল কাজ করতে পারো, আমার তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই।'

'কোন্ রেস্টুরেন্ট?'

দশ সেকেন্ড চোখ বুজে ভাবল ডন। 'মিডটাউন গ্লোরি, সেভেনথ অ্যাভিনিউ। খুবই চালু রেস্টুরেন্ট।'

আসন ছাড়ল রানা। 'ঠিক আছে, আপনি আসল জিনিসের ব্যবস্থা করুন। আমি ওটার ভেতরে একটা চক্কর মেরে দেখে আসি কোথায় বোমা ফিট্ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।' হাতঘড়ি দেখল। 'সময় হয়ে গেছে, এই সুযোগে লাঞ্চটাও ওখানে সেরে আসি।'

'আমি আসব তোমার সাথে?' এক পা এগোল লুই।

'পাগল নাকি? ওখানে কেউ যদি চিনে ফেলে তোমাকে? তুমিও লাঞ্চ খেয়ে এলে, আর সেদিনই বোমাবাজী হলো, সন্দেহ করবে না ওরা?'

'ঠিকই বলেছে টনি। তোমার যেতে হবে না,' বলেই হাঁক ছাড়ল ডন। 'ফিলোমিনা! টনিকে আরও এক হাজার দাও। কাল তো সব টাকাই প্রেজেন্ট করে এলে তুমি ওকে। কি দরকার ছিল?'

মৃদু হেসে বেরিয়ে এল রানা। ফিলোমিনার ডেস্কের দুই কোণে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল। চাপা কণ্ঠে বলল, 'একটা চুমু খাও আমাকে, কুইক!'

'ধ্যাৎ!' লাল হলো মেয়েটি, আড়চোখে চাচার বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। ব্যস্ত হয়ে পড়ল টাকা গোনায়।

'কাল তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা না করে মারাত্মক ভুল করেছি, জানো? রাতে তোমার কথা ভেবে একটুও ঘুমাতে পারিনি।'

'ঠিক হয়েছে।'

'জলদি করো। লুই বের হওয়ার আগে পুষিয়ে দাও ক্ষতিটা।'

টাকা রানার হাতে তুলে দিল ফিলোমিনা। গলা উঁচিয়ে বলল, 'এই যে, এক হাজার। গুনে নাও।'

পকেটে ভরল রানা নোটগুলো। 'থ্যাঙ্কস!' পরক্ষণে খাদে নেমে গেল গলা। 'আজ রাতে ডিনার করব আমরা একসাথে।'

মাথা কাত করে সায় দিল ফিলোমিনা।

'তারপর তুমি আমাকে সাধাসাধি করবে তোমার ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্যে।'

আবার সায় দিল মেয়েটি।

'তারপর আমরা দু'জন...' থেমে গেল রানা ডনের অফিসের দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে। দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে লুই। কিছুটা অবাক হয়েছে সে মনে হলো। চট্ করে মুখ নামিয়ে নিল ফিলোমিনা।

'কি? এখনও যাওনি যে?'

'দুটো নোট বেশি দিয়ে ফেলেছিল সেনিয়রিটা,' হাসল রানা। 'তাই আর কি!'

'ও, আচ্ছা।' আবার দু'জনকে দেখল লুই পালা করে, তারপর পিছিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল আস্তে করে।

নিঃশব্দে দাঁত খিঁচাল মেয়েটি। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা। বিশ মিনিট পর মিডটাউন গ্লোরির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল। সত্যি, খুবই চালু রেস্টুরেন্ট। ভেতরটা বিরাট। প্রচুর টেবিল, খদ্দেরও তেমনি। ভেতরের পেইন্টিং আর ডেকোরেশন অসম্ভব সুন্দর। কয়েক পা পর পর প্রকাণ্ড পিতলের বাউলে সাজানো রয়েছে বড় বড় ফুলের তোড়া। রাস্তার দিকের দীর্ঘ দেয়াল সম্পূর্ণটা কাঁচের, ভেতরে ঝুলছে গাঢ় নীল রঙের ভারী ভেলভেট ড্রেপার। রাতে টানা থাকে, এ মুহূর্তে গোটানো, কয়েক জায়গায় ঝুলছে গোছা হয়ে।

কাঁচের দেয়ালটাই প্রথম টার্গেট করল রানা। ওই দেয়ালের কাছের দুটো টেবিল ডিনারের জন্যে রিজার্ভ করতে হবে। কাজ ঠিকই হবে, তবে সময়মত এই এলাকার ধারেকাছেও থাকবে না ও। দ্বিতীয় টার্গেট করা হলো বাথরুম। দুটোই নিরাপদ। কাঁচের দেয়ালের দুই জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো গেলে আস্ত দেয়ালটাই খসে পড়বে, অথচ ভারী ড্রেপারের জন্যে ভাঙা কাঁচের টুকরো ভেতরের কাউকে আঘাত করতে পারবে না। তবে অল্প শক্তির চার্জ বসাতে হবে ওখানে।

বাথরুমেরটা ঘটাতে হবে একেবারে শেষ মাথায়, সামনের দিকে জায়গা থাকলে যেখানে সচরাচর যায় না মানুষ। লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। পেভমেন্টে প্রথম যে বুদ পড়ল, সেটায় ঢুকে ফোন করল বিশেষ এক নম্বরে। দ্বিতীয় রিঙে সাড়া পাওয়া গেল। নিজের সাঙ্কেতিক পরিচয় জানিয়ে বিশেষ এক এক্সপার্টকে আধঘণ্টার মধ্যে ওর সাথে দেখা করতে বলল রানা, ম্যানহাটনের এক ঠিকানায়।

এত সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না, জানে রানা, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ও। ডন বা লুই যে ওর পিছনে কাউকে লাগিয়ে রাখেনি, তার নিশ্চয়তা কি? বুদ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল রানা, ছুটল ম্যানহাটন। ওখান থেকে ফিরল এক ঘণ্টা পর। কাজ কমপ্লিট।

নিজের হোটেলে চলে এল। চাবির সাথে একটা মেসেজ ওর হাতে তুলে দিল ক্লার্ক। ছোট মেসেজ: কল মি। ফ্র্যানযিনি। রুমে এসে ফোন করল ও, জবাব দিল ফিলোমিনা। 'ওহ্, সেনিয়র ক্যানযোনেরি?'

'ইয়েস, ডার্লিং।'

'কোথায় তুমি?'

'হোটেলে, সুইটি! এইমাত্র ফিরলাম বাইরে থেকে।'

'সেনিয়র ফ্র্যানযিনি জানতে চাইছেন তুমি যে মালের অর্ডার দিয়েছ আজ, সেটা হোটেলে পাঠিয়ে দেবেন কি না।'

'হ্যাঁ, দিতে বলো।'

'ইয়েস, সেনিয়র।'

'রাতের ডিনারের প্রোগ্রাম মনে আছে তো?'

ঝপ্ করে খাদে নেমে গেল ফিলোমিনার গলা। 'আছে! তুমি একটা আস্ত বাঁদর। একটা ইয়ে!'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে। তার পরের প্রোগ্রামের কথা মনে আছে?'

'আছে!' গলা চড়ে গেল তার। 'আচ্ছা, সেনিয়র। এখনই পাঠিয়ে

দেয়ার ব্যবস্থা করছি। থ্যাঙ্ক ইউ, সেনিয়র।'

ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন রেখে দিল ফিলোমিনা। কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠল রানা। পরের পয়সায় খাওয়া, একটু বেশিই হয়ে গেছে। পিচ্চি একটা ঘুম না দিলে পাকস্থলীর ওপর বড় অবিচার করা হবে। চারটায় পৌঁছল ওর অর্ডার দেয়া 'মাল'। একটা ব্রীফকেসে বাদামী পুরু কাগজে মোড়া দু'পাউন্ড ১৭-বি প্লাস্টিক, সঙ্গে ফিউজ-ডেটোনেটর। লুই নিয়ে এল জিনিসটা। 'নাও, ধরো। প্রাণটা হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি।'

মুচকে হাসল রানা। 'কেন?'

'কেন মানে? যদি ফেটে যেত পথে?' ইঙ্গিতে কেসটা দেখাল লুই।

'দূর বোকা!' হো-হো করে হেসে উঠল ও। 'এমনি এমনি ফাটে না এ জিনিস, সে জন্যে তৈরি করে নিতে হয়।'

'কি জানি!' একটু ভাবল সে। 'কিন্তু, টনি, এতবড় একটা দায়িত্ব নিলে, যদি ঝামেলা হয়ে যায়? যদি ব্যর্থ হও তুমি?'

'টনি ক্যানযোনেরি কোনদিন কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়নি, লুই। আজও হবে না। এবং কোন ঝামেলাও হবে না।'

'তবু, চিন্তা হয়।'

'বাদ দাও, কফি খাবে?'

মুখ বিকৃত করল লুই। 'এরা কফি বানাতে পারে নাকি? চলো, বেরোও। নিউ ইয়র্কের সেরা কফি খাওয়াব আমি তোমাকে।'

'কোথায়?'

'ওয়েস্ট ব্রডওয়েতে, ডেসিমা কফি হাউসে।'

দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা। হতচ্ছাড়া মার্কা চেহারা কফি হাউসের। চকলেট ব্রাউন রঙের দেয়াল। পায়ের নিচের লাইনোলিয়াম লোম ওঠা কুত্তার চেহারা পেয়েছে। কোন কালে হয়তো নীল ছিল রঙ; টেবিলের বা চেয়ারের পায়ার কাছে যেখানে মানুষের পা পড়ে না, সেখানে তার প্রমাণ এখনও একটু একটু আছে, আর সব জায়গা

কালো হয়ে গেছে।

দেয়ালে ঝুলছে ডজনখানেক ওভারসাইজড্ পেইন্টিঙ, ঘোলা কাঁচের ওপাশে ওগুলো কিসের যে পেইন্টিঙ, বোঝে কার বাপের সাধ্য। ঢোকার সময় বাঁ দিকে পড়ে এক কাঁচের কাউন্টার, ভেতরে সাজানো নানান পদের পেস্ট্রি। নেপোলিয়নি, বাবা আল রাম, মিলি ফগলি, ক্যানোলি, পাসতিসিয়োট্টি, আরও কি কি যেন, সব পড়ার সুযোগ হলো না রানার।

'চেহারা দেখে হতাশ হয়ো না,' চাপা গলায় বলল লুই। 'মালিক আমাদের দেশী। দারুণ কফি বানায়। পেস্ট্রিও তেমনি।'

তাতে সন্দেহ নেই, কাউন্টারের ওপরে রাখা ঝকঝকে এসপ্রেসো মেশিনটা দেখে ভাবল ও। সারা রেস্টুরেন্টে ওই একটা জিনিসই পরিষ্কার আছে। শুধু পরিষ্কার নয়, একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। আলো ঠিক্‌রে পড়ছে ওটার গা থেকে। কফিতে চুমুক দিয়ে লুইর দাবি মেনে নিল রানা, পরক্ষণে খেয়াল করল, হঠাৎ যেন আনমনা হয়ে পড়েছে সে।

'কি ব্যাপার, লুই? কি ভাবছ?'

'না, মানে,' তেতো খাওয়া চেহারা হলো তার। 'ইউ নো, এই সব মারপিট, খুনোখুনির সাথে অভ্যস্ত নই আমি। ভাল ঠেকছে না আমার।'

'রিল্যাক্স, ম্যান। আমি অভ্যস্ত। কাজ তো আমি করব, তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? সিট টাইট, সব ঠিকই থাকবে শেষ পর্যন্ত।'

বেচারী, ভাবল রানা। মাফিয়া পরিবারের সদস্য, পপআই ফ্র্যানযিনির উত্তরসুরি হয়েও মারামারি, খুনোখুনি এর ভাল লাগে না। কী আশ্চর্য! কাল যখন পরিবারের প্রধান হবে লুই, তখন কি হবে? রানা এসেছে মাথাটা কেটে ফেলতে, ফ্র্যানযিনির বাংলাদেশী হেরোইন ডিলারদের নামের তালিকা হাতিয়ে নিতে। তার বেশি কিছু করার নেই। এদের সমূলে ধ্বংস করা অসম্ভব।

গোড়া কেটে ফেলে দিলেও কাজ হবে না, গুঁড়ি থেকে একদিন না

একদিন ফের চারা গজাবে। একটু একটু করে বড় হবে চারা, ডালপালা ছড়াবে, তারপর একদিন মহীরুহ হয়ে উদয় হবে। তাই হয়ে আসছে। ১৯৩১ সাল থেকে মার্কিন সরকার প্রাণপণ সংগ্রাম করে আসছে মাফিয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার, পারেনি। একটাকে সরিয়ে দিলে কিছুদিন পর পাঁচটা উদয় হয় শূন্যস্থান পূরণ করতে।

এইই হয়। অপরাধ কোনদিন সমূলে ধ্বংস করা যায় না। কোথাও না কোথাও বীজ থেকেই যায় তার সময়-সুযোগ বুঝে মাথা তোলার অপেক্ষায়। মুসোলিনির মত প্রচণ্ড ক্ষমতাধর একনায়ক পারেনি মাফিয়াকে দমন করতে, মার্কিন সরকারও পারেনি। সেখানে মাসুদ রানা কোন ছার! দায়িত্ব শেষ করে যখন ফিরে যাবে ও, তখন লুইকেই ধরতে হবে পরিবারের হাল। অথচ এ সে-দায়িত্ব সামাল দিতে একেবারেই অনুপযুক্ত।

সাতদিনও টিকতে পারবে না লুই প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে। অলিভ অয়েলের ব্যবসা ছাড়া কিছুই বোঝে না সে, রুগেইরো যে ওদের পিছু লেগেছে, সে খবর পর্যন্ত জানে না। ভুল করেছে জোসেফ, ভাবল রানা, একে তার উপযুক্ত উত্তরসুরি করে গড়ে তোলা উচিত ছিল। মানুষটার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রীতিমত করুণা জাগল ওর মনে। একটা নিরীহ, নির্বিরোধী মানুষ হয়তো অকালে শেষ হয়ে যাবে।

'লুই,' নরম কণ্ঠে ডাকল ও। 'তোমার শেষ নাম লাযারো কেন বলো দেখি! বাবার উপাধি ফ্র্যানযিনি ছিল না তোমার?'

'ছিল। লুইগি ফ্র্যানযিনি। লাযারো আমার নানার উপাধি।'

'তো?'

'চাচার কাজ। চেয়েছিলেন পারিবারিক সবকিছু থেকে আমাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তোমার চাচার বয়স হয়েছে, আজ না হয় কাল তোমাকে ফ্র্যানযিনি পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব মাথায় নিতে হবে, অথচ তুমি তেলের ব্যবসা ছাড়া কিছুই বোঝো না। কি করে সামলাবে তুমি?'

মুখ ভেঙচাল লুই। 'বয়ে গেছে আমার সামলাতে। ওসব নোংরামিতে আমি থাকছি না।'

'তার মানে?' অবাক না হয়ে পারল না ও।

'মানে জানি না, টনি। শুধু জানি এখন যা করছি, যেমন আছি, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকব আমি। পরিবারের মাথা হতে চাই না। আমি আমার ব্যবসা নিয়ে থাকতে চাই।'

'ফিলোমিনার ব্যাপারে কোন ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে তোমার?'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল লুই। 'নাহ্!' পরক্ষণে হাসল। 'ও যদি প্রথম মেয়ে ডন হতে চায়, আ'য়্যাম নট গোয়িং টু অপোজ হা'।'

'তোমাদের ভেতরে কোন অ্যাফেয়ার নেই বলতে চাও?'

'চাই। ফিল শুধুই আমার কাজিন। আমি অন্য এক মেয়েকে ভালবাসি। আমার ভার্সিটি ফ্রেন্ড, দু'বছরের জুনিয়র। তেমন কোন ঝামেলা না হলে আগামী মাসে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমরা।'

'আই সী! একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি এক প্রভাবশালী মাফিয়া পরিবারের সেকেন্ড ম্যান, অথচ ভেতরের কোন খবরই রাখো না। তেল ছাড়া এর অন্য কিছুতেই তোমার আগ্রহ নেই। কেন?'

কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখল সে। 'কারণ আমি জানি, চাচার প্রায় সব ব্যবসার সাথেই নোংরামি জড়িত। ওই জিনিসটাকে আমি ঘৃণা করি, টনি। চাচা বাবার আপন ভাই, আমার বাবার মতই। প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য না করে পারি না। বাবার মৃত্যুর পর যদি চাচা আমাদের মানুষ করার দায়িত্ব না নিতেন, এতদূর আসা হয়তো সম্ভব হত না আমাদের কারও। সে কথা মনে রেখে সাহায্য-সহযোগিতা করি মাঝেমধ্যে। এর বেশি কিছু...'

'তোমার বাবার মৃত্যু হয় কি ভাবে?'

'কোরিয়া যুদ্ধে এক অ্যামবুশে পড়ে মারা যান বাবা।'

ভুল, বন্ধু, মনে মনে বলল রানা। মেঝো ভাই আলফ্রেডোর মত বড় ভাই লুইগিকেও হত্যা করেছিল জোসেফ। এনএসএ-র কাছে সে গোপন

তথ্য আছে। অ্যামবুশে সে পড়েছিল ঠিকই, তবে মৃত্যুটা কোরিয়ানদের হাতে হয়নি, সহকর্মীর 'হঠাৎ ছুটে যাওয়া' গুলিতে হয়েছে। পিছন দিয়ে খুলি ফুটো হয়ে ঢুকে গিয়েছিল বুলেট।

আরেক সহযোদ্ধা দেখে ফেলে ঘটনা, গোপনে রিপোর্ট করে প্লাটুন কমান্ডারের কাছে। পরে গ্রেফতার করা হয় হত্যাকারীকে, কোর্ট মার্শাল হয় তার যুদ্ধক্ষেত্রে 'বিধি বহির্ভূত' আচরণের জন্যে। বিচারকদের সামনে স্বীকার করেছে সে, অজ্ঞাত সূত্র থেকে নগদ দশ হাজার ডলার আর একটা চিরকুট পেয়েছিল সে কাজটা করে দেয়ার জন্যে।

লুইগির মৃত্যুটা যাতে 'যুদ্ধে নিহত' বলে প্রমাণ করা যায়, তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ ছিল চিরকুটে। দুর্ভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে হয় তাকে। বিষয়টা চেপে যায় কর্তৃপক্ষ। পরে ফিলোমিনার বাবার হত্যাকাণ্ডের খবরও চেপে যায়, সব জেনেশুনেও। কারণ, একে সরাসরি প্রমাণ নেই, তারওপর হত্যাকাণ্ড হলেও তাতে প্রশাসনের সম্ভাব্য পথের কাঁটা বিদেয় হয়েছে। উপকার হয়েছে।

সন্ধের একটু আগে কফি হাউস ত্যাগ করল ওরা। পথে মাসুদ রানাকে খুব গম্ভীর, চিন্তিত দেখে কথা বলার চেষ্টা করল না লুই। সে নিজেও চিন্তিত। আনমনে ড্রাইভ করছে। চ্যালফনট প্লাজার সামনে রানাকে নামিয়ে দিল সে। উদ্বিগ্ন চোখে ওকে দেখল লুই। 'তুমি তো একটু পরই বের হচ্ছ আবার।'

'হ্যাঁ।'

'সতর্ক থেকো।'

ওর চোখে নিখাদ উদ্বেগ দেখল রানা। হেসে পিঠ চাপড়ে দিল। 'ভেবো না। থাকব।'

'আমি ফ্ল্যাটেই থাকব। সম্ভব হলে খবর দিয়ো কি হলো।'

মুখে নিঃশব্দ হাসি ফুটল ওর। 'টিভি অন রেখো। দেখা-শোনা দুটোই হবে।' নেমে পড়ল ও গাড়ি থেকে। রুমে চলে এল। দরজা লাগিয়ে লুইর দিয়ে যাওয়া ব্রীফকেসটা বিছানার ওপর রেখে খুলল।

মাঝারি সাইজের একটা বইয়ের মত দেখতে হয়েছে বাদামী কাগজের মোড়কটা। ধীরেসুস্থে ওটা খুলল ও। ভেতরের জিনিসগুলো দেখল। খুশি মনে ঠোঁট গোল করে শিস বাজাল।

মেটে রঙের কিছুটা-শক্ত কাদার দলার মত দু'পাউন্ড প্লাস্টিক, ছয়টা ডেটোনেটর ক্যাপ, ছয়টা টাইমার ফিউজ; প্রতিটা এক মিনিট থেকে পনেরো ঘণ্টা পর্যন্ত যে কোন সময়ের ব্যবধানে সেট করা সম্ভব, আর ছয়টা প্রাইমার কর্ড। কাদার দলাটা হাতের তালুতে নাচিয়ে ওজন বুঝে নিল মাসুদ রানা। দু'পাউন্ডের বেশি ছাড়া কম হবে না। স্ট্যাচু অভ লিবার্টির আস্ত মাথাটা উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

ওইদিনের শেষ দুপুরের কথা। দুই বিদ্যুৎ কর্মী এল মিডটাউন গ্লোরি রেস্টুরেন্টে। তাদের বুকে ঝোলানো পরিচয় পত্র দেখল ইটালিয়ান ম্যানেজার। কি ব্যাপার? বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মেইন সুইচ, লাইন, ওয়ায়্যারিং ইত্যাদির নিয়মিত চেকিঙে এসেছে তারা জানা গেল। রুটিন চেক।

আপত্তি জানানোর কোন কারণ নেই ম্যানেজারের, জানালও না। সঙ্গে এক স্টাফ দিয়ে দুই বিদ্যুৎ কর্মীকে রেস্টুরেন্টের পিছনদিকের মেইন সুইচ বক্স চেক্ করতে পাঠিয়ে দিল সে। হাতের ইন্সট্রুমেন্ট কিট্ থেকে যন্ত্রপাতি বের করে বক্সের ভেতরটা ভালমত চেক্ করে দেখল এক কর্মী, অন্যজন যে তাদের নিয়ে এসেছে, স্টাফ, তার সাথে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিল। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে সে, যাতে লোকটার নজর বক্সের দিকে যেতে না পারে।

পাঁচ মিনিট পর সোজা হয়ে দাঁড়াল প্রথম বিদ্যুৎ কর্মী। বক্সের স্টীল দরজায় তালা মেরে চাবি তুলে দিল স্টাফের হাতে। 'ইট'স অল রাইট। কোন সমস্যা নেই তোমাদের বক্সে।' দরজার বাইরের গায়ে বিদ্যুৎ বিভাগের ইন্সপেকশন কার্ড সাঁটা আছে, ওটার নির্দিষ্ট জায়গায় সই করল সে তারিখ দিয়ে। চেকিঙের পর কার্ডে সই করা নিয়ম।

ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাশের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে চলল দুই বিদ্যুৎ কর্মী। খানিকটা এসে যেন কিছু ফেলে এসেছে, এমনভাবে পিছনে তাকাল একজন। আসলে রেস্টুরেন্ট থেকে কেউ তাদের লক্ষ করছে কি না দেখল।

'না,' বাংলায় বলল সে। 'নেই কেউ।'

'গুড; খুলে ফেলো আইডি।' এ প্রথমজন, যে বক্স চেক করেছে।

গায়েব হয়ে গেল তাদের আইডি। একটা বাঁক নিয়ে তারাও মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল। 'ক'টায় সেট করেছ?' দ্বিতীয়জন প্রশ্ন করল।

'আটটা পঞ্চান্নতে।'

বাদামী প্যাকেটটা নিজের সুটকেসের তলার দিকে গুঁজে রাখল মাসুদ রানা। খালি ব্রীফকেস ঝুলিয়ে হোটেল ত্যাগ করল সন্ধে সাতটার দিকে।

দশ মিনিট হাঁটল ও, ফেউ খসাবার যতরকম ট্রিক্ আছে, কোনটা বাদ রাখল না এই সময়ের মধ্যে। তারপরও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে কয়েক দফা ট্যাক্সি আর বাস বদল করে সাড়ে সাতটায় পৌঁছল গন্তব্যে। রানাকে দেখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল স্থানীয় রানা এজেন্সির স্টেশন চীফের মুখে। ডান হাত বাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে এল সে। 'স্লামালেকুম, রানা ভাই! কেমন আছেন?'

'ওয়ালাইকুম সালাম। ভাল। তোমরা?'

'ভাল। খুব ভাল। বসুন।'

মুখোমুখি বসল ওরা। পরমুহূর্তে কড়া প্রফেশনাল বনে গেল। স্টেশন চীফ, সরোয়ার জাহান রানার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক খাটো, তবে পাশে ওর দেড় গুণ। আগে আর্মি ইন্টেলিজেন্সে ছিল, সময় শেষ হওয়ার আগেই চাকরি ছেড়ে যোগ দিয়েছে এজেন্সিতে। ওস্তাদ মানুষ। কুংফু, কারাতে, সাভাতে, কুস্তি আর পিস্তল চালনা, সবটায় একশোয় নিরানব্বই পাওয়া তুখোড় ছেলে।

'হঠাৎ চলে এলেন যে?' বলল সরোয়ার। 'কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'না। জরুরী একটা আলাপ সারতে এসেছি। পরে সময় হবে না হয়তো।'

'কি?'

'বিষয়টা একরকম ব্যক্তিগত বলতে পারো। তাই কোন অফিশিয়াল পদক্ষেপ নেয়া চলবে না, আই মীন, ফাইল ওপেন করা ইত্যাদি।'

মাথা ঝাঁকাল সরোয়ার। 'বেশ। কাজটা কি?'

দশ মিনিট একনাগাড়ে কথা বলে গেল রানা। মন দিয়ে শুনল সরোয়ার, একটা প্রশ্নও করল না। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝেছি। ভাবতে অবাক লাগছে, ওদের মধ্যেও ভাল মানুষ আছে।'

'হ্যাঁ। জেনে আমিও অবাক হয়েছি। যতই ওকে দেখছি, ততই আরও অবাক হচ্ছি। যে সত্যিকারের নিরীহ মানুষ, তাকে বিপদে প্রোটেকশন দেয়া আমি আমার নৈতিক কর্তব্য মনে করি। চাই না চাপে পড়ে একদিন সে-ও গ্যাঙস্টার হয়ে উঠুক।'

'আমি বুঝেছি, রানা ভাই। আর বলতে হবে না। ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি।'

'গুড।'

আরও কিছু সময় কাটাল রানা ওখানে। এজেন্সির কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর নিল। সোয়া আটটার দিকে বেরিয়ে এল ও সেখান থেকে।

সাতটা পঁয়তাল্লিশ। রেস্টুরেন্ট মিডওয়ে গ্লোরি। এরমধ্যেই প্রায় ভরে গেছে ভেতরটা। দু'তিনটে মাত্র টেবিল তখনও খালি। তবে ওগুলো রিজার্ভ, খদ্দের পৌঁছে যাবে যে কোন মুহূর্তে। জমজমাট অবস্থা। সব টেবিলেই পানের পর্ব চলছে। ডিনার শুরু হবে আরেকটু পর। এত মানুষ, অথচ আওয়াজ নেই তেমন। নিচু কণ্ঠে কথা বলছে সবাই।

দুই জোড়া নতুন খদ্দের এল। দুই যুগল। কাঁচের দরজার কাছে

দাঁড়ানো হেড ওয়েটার বো করল তাদের উদ্দেশে, পথ দেখিয়ে এনে বসাল রিজার্ভ টেবিলে। এদের টেবিল পড়েছে টানা কাঁচের দেয়ালের একেবারে কাছে, বেশ দূরে দূরে অবশ্য। দ্বিতীয় যুগলের পুরুষটির হাতে একটা ব্রীফকেস। হয়তো কোন কোম্পানির ব্যস্ত নির্বাহী কি ব্যবসায়ী হবে, ওটা বাসায় রেখে আসার সময় হয়নি।

টেবিলে বসে ব্রীফকেসটা হাঁটুর ওপর রেখে খুলল সে। আগেই হেড ওয়েটারকে স্কচের অর্ডার দিয়ে ভাগিয়েছে। সঙ্গিনীর সাথে হাসিমুখে কথা বলতে বলতে কিছু একটা বের করল সে ভেতর থেকে, সবার অলক্ষে চট্ করে কোটের ভেতরের পকেটে গুঁজে দিল। তারপর কেসটা পায়ের কাছে রাখল, লজ্জা পাওয়া চেহারায় সঙ্গিনীকে বলল কিছু। মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল মেয়েটি। উঠে পিছনের ল্যাভেটরি এরিয়ার দিকে চলে গেল ছেলেটা। দু'মিনিট পর ফিরে এল। স্কচের গ্লাস তুলে নিল। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে।

অন্য যে যুগল প্রায় একই সময়ে ঢুকেছে ভেতরে, তাদের টেবিলেও চাপা উত্তেজনা। ঠিক আটটা পঞ্চান্নতে রেস্টুরেন্টের পিছনদিকে কোথাও একটা আওয়াজ উঠল মৃদু, যাদের কান খাড়া ছিল, তারা ছাড়া কেউ শুনতেই পেল না হয়তো। পরমুহূর্তে দপ্ করে নিভে গেল রেস্টুরেন্টের সব আলো, গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সব।

একযোগে অনেকগুলো বিস্ময় ধ্বনি উঠল, তারপরই হঠাৎ করে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল মিডওয়ে গ্লোরি। এতক্ষণ মৃদু কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল খদ্দেররা, এবার হৈ-হৈ করে উঠল। যেন এতক্ষণ হল্লা না করার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চায়। এখানে ওখানে দুয়েকটা লাইটার জ্বলে উঠল, চেয়ার সরাবার আওয়াজ উঠল, ওয়েটারদের ব্যস্ত ছোটাছুটি শুরু হলো।

এ এক অভাবিত অবস্থা, আগে কখনোই ঘটেনি। কর্তৃপক্ষ মিনিট দুয়েক বুঝে উঠতে পারল না কি করবে। ততক্ষণে কাজ সারা হয়ে গেছে, কাঁচের দেয়ালের দুই জায়গায় বসে গেছে কম শক্তির দুটো চার্জ।

হঠাৎ কারও খেয়াল হলো পর্দা সরিয়ে দেয়ার কথা। তাতে বাইরের আলো আসবে, টোটাল ব্ল্যাক আউটের হাত থেকে অন্তত বাঁচা যাবে। কয়েকজন ওয়েটার এগোতে যাচ্ছিল নির্দেশ পেয়ে, ঠিক তখনই নরক ভেঙে পড়ল ভেতরে। পর পর দুটো বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল রেস্টুরেন্ট, সেই সাথে ভেতরের সবার কলজে। ভারী ভেলভেট ড্রেপার ওপাশের ধাক্কায় ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেল, ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল আস্ত কাঁচের দেয়াল। ওদিকটা একেবারে ফর্সা হয়ে গেল।

চারদিকে আতঙ্কিত চিৎকার উঠল, শুরু হয়ে গেল দৌড়াদৌড়ি। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, তারপরই ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেলো গোটা রেস্টুরেন্ট, ভয়াবহ বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে গেল বাথরুমের পিছনের দেয়াল। ওখানে বসানো চার্জটা বেশ শক্তিশালী ছিল।

থমকে গেল পুরো এলাকা। পাগলের মত চিৎকার করতে করতে ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে শুরু করল খদ্দেররা। চেঁচিয়ে কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে, সঙ্গীর নাম ধরে ডেকে ডেকে গলা ভাঙছে। উন্মাদের আচরণ করছে সবাই। কেবল শেষের দুই যুগলের মধ্যে কোন ব্যস্ততা দেখা গেল না। ধীরেসুস্থে এগোল তারা গা বাঁচিয়ে। দুই পুরুষের একজন অন্ধকারের মধ্যে ম্যানেজারের কাউন্টারের পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় বলে উঠল, 'এটা ডন ফ্র্যানযিনির শুভেচ্ছার নিদর্শন। জানিয়ে দিয়ো রুগেইরোকে।'

দূরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি দেখল তারা কয়েক মুহূর্ত, তারপর সরে পড়ল। ততক্ষণে আস্ত নিউ ইয়র্ক শহর ভেঙে পড়েছে সেখানে।

•

দশ

রাত ন'টা। ডন ফ্র্যানযিনির মুখোমুখি বসে আছে রানা, তার অফিসে। খুশিতে দুইশো ওয়াট লাইটের মত জ্বলছে বৃদ্ধের বদখত চেহারা। 'ওয়েল ডান, টনি,' হেঁড়ে কণ্ঠ প্রায় বিস্ফোরিত হলো সে। 'ওয়েল ডান। বহু বছর পর এমন এক আনন্দের খবর শুনলাম। একা কি করে যে এতকিছু করলে বুঝতে পারছি না। একটু আগে লুই ফোনে জানিয়েছে, নিউজটা টিভিতে এসেছে। ফোন করেই ছুটেছে জায়গাটা চোখে দেখে আসতে।

'শুনলাম একেবারে যা-তা অবস্থা রেস্টুরেন্টের। ওর মতে এক মাসেও ওটার ধারে কাছে ঘেঁষবে না কোন খদ্দের। ওয়েল ডান,' আপনমনে তরমুজের মত মাথাটা দোলাল ডন। 'সত্যিই তুমি কাজের ছেলে।'

'ধন্যবাদ, ডন,' মাসুদ রানা গম্ভীর। 'ওদের একটা হুঁশিয়ারি জানানো প্রয়োজন ছিল, সে-কাজ হয়েছে। এখন আমাদের আরও সতর্ক হওয়া দরকার, কারণ রুগেইরো যে-কোন সময় এর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি। কি করা যায় ভেবেছ কিছু?'

'ভেবেছি। মারের ওপর মার লাগাতে হবে।'

'মানে?'

'মানে আরেকটা ভালরকম মার দিতে হবে। এ ধরনের কিছু নয়।

রুগেইরোর এক হাত ভেঙে দিতে হবে, যাতে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। পরপর এরকম কয়েকটা মার কায়দামত দেয়া গেলে ও যে-কোন শর্তে আপনার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হবে।'

'চমৎকার আইডিয়া, টনি।'

'ওর ডান হাত বা বাঁ হাতের নাম-ঠিকানা বলুন। আজ রাতেই একটার ব্যবস্থা করে রেখে আসি।'

কিছু সময় ভাবল ফ্র্যানযিনি। তার চেহারা দেখে নিশ্চিত বুঝল রানা, যদি মানুষটা পঙ্গু না হত, নির্ঘাত ধেই ধেই করে নেচে উঠত এখন। 'ঠিক আছে, টনি। তবে আজ থাক, কাল বিষয়টা সেট্‌ল করব আমরা। সকালে নটায় চলে এসো, তখন একটা ফয়সালা করব।'

'বেশ।'

'তুমি এখন যাও, বিশ্রাম করো গিয়ে। আমি লুইর জন্যে অপেক্ষা করব। পুরোটা শুনে যাই।'

'ঠিক আছে।'

'যাওয়ার পথে যদি ফিলোমিনাকে পৌঁছে দিয়ে যাও, ভাল হয়।'

'আমার কোন অসুবিধে নেই।'

'গুড। ফিলোমিনা! তুমি টনির সাথে চলে যাও।'

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'ল্যারির কোন খবর হলো না এখনও?'

'না,' চেহারা কালো হয়ে গেল বৃদ্ধের। 'কোন খবর নেই। বড় কাজের লোক ছিল ল্যারি।'

আর কিছু বলল না রানা। চাচাকে গুড নাইট জানিয়ে ওর সাথে বেরিয়ে এল ফিলোমিনা। বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে মূল দরজার ফ্রেমে বসানো একটা সুইচ টিপে দিল সে; ভেতরে কোথাও মৃদু আওয়াজের বেল বেজে উঠল, পরক্ষণে ঘড় ঘড় শব্দে লেগে গেল দরজাটা। বিদ্যুৎ চালিত দরজা ওটা। ভেতরে আর কাউকে দেখেনি রানা, তার মানে ডনই বন্ধ করেছে সুইচ টিপে। ওটা কোথায় আছে কাল জেনে নেয়ার

চেষ্টা করতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও।

'কোথায় ডিনার করা যায় বলো তো?'

হাসল ফিলোমিনা। 'তোমার যেখানে ইচ্ছে।'

'এখানে এলাম মাত্র দু'দিন, কোথায় রান্না ভাল জানব কি করে?'

'হুঁম! তাও তো কথা। চলো তাহলে।'

লোয়ার ইস্ট সাইডের অভিজাত এক রেস্টুরেন্টে রাজকীয় ডিনার খেয়ে দু'জনে যখন বের হলো, তখন প্রায় এগারোটা। সোজা লন্ডন টেরেসে ফিরে এল ওরা, ফিলোমিনার ফ্ল্যাটে। 'আজ থাকছ তো, টনি? বাঁকা কটাক্ষ হানল মেয়েটি, মুখে মিটিমিটি হাসি। কী হোলে চাবি ঢোকাল।

'কি করে থাকি?' চেহারায় হতাশা ফুটল ওর।

'মানে?'

'কথা ছিল তুমি আমাকে সাধাসাধি করবে, কিন্তু...'

'আচ্ছা, এই কথা?' ভেতরে ঢুকল ওরা। ইচ্ছে করেই আলো জ্বালল না ফিলোমিনা, অন্ধকারে কাছে চলে এল রানার। এক মিনিট কোন সাড়া নেই। 'এবার হয়েছে?'

'অর্ধেক হয়েছে,' বলল রানা।

আবার এক মিনিট নীরবতা। 'এবার?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

আলো জ্বলে উঠল ঘরের। দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ফিলোমিনা। চকচকে চোখে দেখছে রানাকে। ঘন হয়ে এসেছে নিঃশ্বাস। হাতের ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে দিল সে, খুলে ফেলল কোট।

অল্প ওয়াটের হালকা নীল আলো জ্বলে উঠল ফিলোমিনার বেডরুমে।

দু'ঘণ্টা পর। হেড স্ট্যান্ডে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে মাসুদ রানা। ফিলোমিনা শুয়ে রয়েছে ওর বুকে মাথা রেখে। 'আজ কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?' কথা পাড়ল রানা আলগোছে।

'কখন?' মনে হলো প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি সে।

'ডনকে নিয়ে কাউন্টিং হাউসে যাওনি?'

'নাহ্।' থেমে মুখ তুলল ফিলোমিনা। 'তুমি জানো ওখানকার কথা?'

'শুনেছি। একদিন গিয়ে দেখে আসব ভাবছি।'

মাথা দোলাল সে। 'উঁহুঁ! অনুমতি পাবে না।'

'কেন?'

'ওখানে কারও যাওয়ার হুকুম নেই। এমনকি লুইয়েরও না।'

'ও বাবা, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি হঠাৎ এ প্রশ্ন করলে কেন?'

'কাল, না বোধহয় আজই লুই বলছিল, ডনকে নিয়ে তোমার ওখানে যাওয়ার কথা। কি নাকি কাজ আছে, তাই।'

'ও।'

'কোথায় সেটা?'

'ওয়েস্ট ব্রডওয়ে, ফিফটিন।'

'তোমাদের হেড অফিস?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চই খুব ইমপ্রেসিভ জায়গা? দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'চাচার হুকুম লাগবে,' হাসল ফিলোমিনা। তাও সহজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। 'বাদ দাও তো ওসব প্রসঙ্গ।' হাত বাড়িয়ে বেড সাইড ল্যাম্প অফ করে দিল সে।

কিছুটা হতাশ হতেই হলো ওকে। কাউন্টিং হাউসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে হবে ওকে, তালিকাটা হাতে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কিন্তু যাওয়া যায় কি করে? তাড়াতাড়ি আরও কিছু ওস্তাদী দেখাতে হবে ডনকে, দ্রুত নিজেকে অপরিহার্য করে তুলতে হবে লোকটার কাছে, তবেই হয়তো···ফিলোমিনার খোচাখুঁচিতে ভবিষ্যৎ চিন্তা বাদ দিতে বাধ্য হলো ও বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পরদিন অফিসে পা রাখার আগ পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবেনি রানা যে সুযোগটা এত দ্রুত পাওয়া যাবে। প্রথম চোটটা গেল লুইয়ের অভিনন্দন জানানোর মধ্যে দিয়ে। যদিও বোঝা গেল ভেতরে ভেতরে খুবই খুশি সে, কিন্তু তার প্রকাশ ছিল চাপা। এ-ও পরিষ্কার হলো রানার ওস্তাদীতে সে যত না খুশি, তারচেয়ে বেশি খুশি ও নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছে বলে।

ফিলোমিনার অফিসে রানাকে পাকড়াও করল লুই। মুখে নীরব চওড়া হাসি। তাকে হাত বাড়াতে দেখে হ্যান্ডশেক করবে ভেবে রানাও হাত বাড়াল, কিন্তু দু'হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল লুই। 'তুমি ভালয় ভালয় ফিরতে পেরেছ বলে আমি খুব খুশি হয়েছি, টনি। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম।'

'ধন্যবাদ, লুই।'

দু'হাতে ওর দুই বাহু ধরে এক পা পিছনে সরে দাঁড়াল লুই, নজর বোলাল রানার আপাদমস্তক। 'তুমি যা ঘটিয়েছ, দেখেশুনেও বিশ্বাস হয় না, টনি। পত্রিকা দেখেছ আজকের?'

'না।'

'দেখো গিয়ে,' চাচার অফিস ইঙ্গিত করল লুই। 'বারোটা বেজে গেছে রেস্টুরেন্টের। যাচ্ছেতাই অবস্থা।'

'কেউ জখম হয়নি তো?'

'আতঙ্কিত হয়ে পালাবার সময় দু'একজন সামান্য চোট পেয়েছে। বোমার ঘায়ে নয়। কাল রাতেই ওখানে গিয়েছিলাম আমি অবস্থা দেখতে। ওহ্, গড! যা দেখালে তুমি! হিরো বনে গিয়েছ তুমি চাচার কাছে, টনি।'

মুচকে হাসল রানা। কাজ ফেলে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল ফিলোমিনা, চোখাচোখি হতে সে-ও হাসল।

'এসো,' বাহু ধরে টান দিল লুই। 'চাচা বসে আছেন তোমার জন্যে। আজ কয়েকটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'মানে?'

'এসো, জানতে পারবে।'

মিটিমিটি হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাল ওকে ডন। 'হ্যালো, টনি।'

'হ্যালো, ডন।' আরেক লোক বসা ছিল বৃদ্ধের মুখোমুখি, ঘুরে তাকাল সে। চোখাচোখি হলো। ছয় ফুট চারের কম হবে না লোকটা। মুখটা প্রকাণ্ড। অসংখ্য কাটাকুটির দাগ সেখানে। চাউনি শীতল, স্থির।

'জুলি,' বলল বৃদ্ধ। 'এই হলো টনি ক্যানযোনেরি। টনি, এ বিগ জুলি, আমাদের হেড অফিসের সিকিউরিটি-ইন-চার্জ।'

চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়াল লোকটা। গম্ভীর। সৌজন্যের মৃদু হাসি দেয়ার গরজটুকুও দেখাল না। নরম পেয়ে রানার হাতের ওপর শক্তি জাহির করল জুলি প্রথমে খানিক, তারপর সমঝে নিল পাল্টা চাপ খেয়ে। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, সেনিয়র,' বলল বিগ জুলি।

রানা মাথা ঝাঁকাল কেবল। 'সিট ডাউন, টনি,' বলে উঠল জোসেফ ফ্র্যানযিনি। 'জরুরী কথা আছে।'

লুইকে মাঝের চেয়ারে ঠেলে দিয়ে রানা বসল আরেক মাথায়। বিগ জুলি একটা বিষাক্ত সাপ, দেখামাত্র বুঝেছে। তাই পাশে বসেনি। ওরকম সাপের বেশি কাছে বসা নিরাপদ মনে করে না। 'হেড অফিস?' বলল রানা। যেন এই প্রথম শুনল কথাটা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ডন। 'আমরা অবশ্য কাউন্টিং হাউস বলি।'

'ও হ্যাঁ, শুনেছি লুইর মুখে।'

'একে ডেকেছি তোমাকে ওখান থেকে ঘুরিয়ে আনার জন্যে। গিয়ে দেখে এসো। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বড়রকম সমস্যায় আছি আমরা, শুনে এসো। বিল্ডিংটা চিনে আসা প্রয়োজন তোমার। সপ্তাহে একবার ওখানে যাই আমি হিসেবপত্র চেক্ করতে। ল্যারি স্পেলম্যান নিয়ে যেত আমাকে। তার তো পাত্তা নেই, এখন থেকে কাজটা তোমাকে করতে হবে।'

ভেতরের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হলো রানাকে। বিগ জুলিকে দেখল, চেহারা দেখে মনে হলো ডনের সিদ্ধান্তে খুশি নয় সে। 'বেশ। কখন যেতে হবে?'

'এখনই যাও। কথাবার্তা বলে বুঝে এসো পরিস্থিতি। তারপর তোমার দু'নম্বর কোর্স অভ অ্যাকশন ঠিক করব আমরা। ও হ্যাঁ,' দুই হাতের নিচে চাপা দেয়া একগাদা খবরের কাগজ সামনে ঠেলে দিল বৃদ্ধ। 'এই দেখো, কি ঘটিয়ে এসেছ তুমি কাল রাতে।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'দেখে কি হবে? জানিই তো।' নিরাসক্ত চোখে ওগুলোর দিকে তাকাল এক পলক। 'তারচে' বরং কাজটা সেরে আসি।'

'বেশ তো। দাঁড়াও,' ডানদিকের ড্রয়ার খুলে সোনালী রঙের একটা চাবির রিঙ বের করল ডন। দুটো ঝকঝকে চেহারার চাবি ঝুলছে রিঙে। 'তোমার জন্যে নতুন গাড়ি আনিয়েছি আমি। এই নাও। পিছনের গ্যারাজে আছে।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে নিল ও। 'ধন্যবাদ, ডন।' লুইর দিকে ফিরল। 'তুমিও আসছ তো?'

'আমি?' অপ্রস্তুত হলো সে। 'আমি গিয়ে কি করব?'

'তোমারই শোনা উচিত ওখানকার সমস্যার কথা। আফটার অল তুমি নেক্সট টু ডন। তার ওপর এফিশিয়েন্সি এক্সপার্ট।'

'ঠিকই বলেছে টনি,' ফ্র্যানযিনি মাথা ঝাঁকাল। 'যাও। এমনিতেও সব বুঝে নেয়ার সময় হয়েছে তোমার।'

'এখন থাক তাহলে আমার গাড়ি,' চাবির রিঙ ট্রাউজারের পকেটে ভরল মাসুদ রানা। 'ফিরে এসে বের করব।'

মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ। 'ওকে।'

বেরিয়ে এল ওরা তিনজন। বিগ জুলি উঠল নিজের শেভিতে, রানা-লুই উঠল লুইর লেটেস্ট ক্যাডিলাকে। 'কেন শুধু শুধু জড়ালে আমাকে?' গিয়ার দিয়ে গজগজ করে উঠল সে। 'ওর সাথে চলে গেলেই তো

পারতে!'

হাসল ও। 'তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে? একবার না হয় ঘুরেই এলে। বেশি কিছু তো করতে বলা হচ্ছে না তোমাকে এখনই।'

ছুটল ক্যাডিলাক। দু'জনেই নীরব, যে যার চিন্তায় মগ্ন। বেশি দূরে নয় জায়গাটা, দশ মিনিটে পৌঁছে গেল ওরা। নিতান্তই সাধারণ চেহারার ছয়তলা এক বিল্ডিং—রঙটা ধূসর। পাশে বেশ চওড়া। নিউ ইয়র্ক ডাউনটাউন এলাকার সোহো সেকশনের কমার্শিয়াল বিল্ডিংগুলোর মত। বাঁ দিকে প্রায় তিনের দুই ভাগ ভবন জুড়ে পুরু ইস্পাতের নীল রঙের একটা টানা গেট, তার পায়ের কাছে ঢালু র‍্যাম্প। গোডাউন হবে হয়তো। অথবা ফ্রেইট এলিভেটর কেজ।

ডানদিকে, ভবনের আরেক মাথায় চার বাই ছয় দরজা আছে একটা। তার পাশে দেয়ালে ঝুলছে মেইলবক্স। একটা কলিংবেল পুশ রয়েছে ওটার দু'ইঞ্চি তফাতে। রোদ-বৃষ্টির ছোঁয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে ঢালু ঢাকনাওয়ালা একটা মাইক্রোফোনও আছে। আশপাশটায় দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল ও। কাউটিং হাউসটা একটা কর্নার প্লটে, এক পাশে রাস্তা, অন্য পাশে এক সার বিল্ডিং। ঠিক সাথের বিল্ডিংটা সাত কি আট ফুট দূরে, ওটাও ছয়তলা।

পুশ টিপে দিল বিগ জুলি। মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ভেতর থেকে সাড়া দিল কেউ। 'হু ইজিট?'

'বিগ জুলি।'

'হাই, জুলি, কামন আপ।' একটা বাযার বেজে উঠল ভেতরে, নব্ ঘুরিয়ে দরজা খুলে ধরল লোকটা। লুইর উদ্দেশে বলল, 'প্লীজ, কাম ইন।' রানাকে পাত্তা দিচ্ছে না সে। ওরা ভেতরে ঢুকতে বন্ধ হয়ে গেল বাযার, স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেগে গেল বিদ্যুৎ চালিত দরজা।

ছোট্ট এক লিফটে চড়ে ছয়তলায় উঠে পড়ল ওরা। হলরুমে ঢুকল। বিগ জুলি একা নয় দেখে একটু অবাক হলো অপেক্ষমাণ ছোটখাট মানুষটা। লুইর উদ্দেশে এক গাল হাসি দিয়ে রানাকে দেখল প্রশ্নবোধক

চোখে। 'এ হচ্ছে টনি ক্যানযোনেরি,' ওর দিকে না তাকিয়ে বলল বিগ জুলি। 'আর এ চিক্‌কি রাইট। এখানকার অপারেশন চীফ।'

পাঁচ ফুট ছয়ের বেশি হবে না চিক্‌কি। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি। মাথা ভর্তি টাক। ক্রীম রঙের ফ্লানেলের প্যান্ট, নীল সিলকের শার্ট পরে আছে সে, তার ওপর সাদা-কালো স্ট্রাইপের ভেস্ট। গলায় গাঢ় লাল বো টাই। জুয়াড়ীর মত দেখাচ্ছে ব্যাটাকে।

'এঁদের তোমার অফিসে নিয়ে যাও, চিক্‌কি,' বলল জুলি। 'কি কি সমস্যা আছে খুলে জানাও।'

নিজের কাজে চলে গেল সে। রানা তো পরের কথা, লুইকেও খুব একটা পাত্তা দিল না ব্যাটা। ঠিকই বলেছিল ডন, এরা কেউ আমল দেয় না লুইকে।

'আসুন, আসুন,' লম্বা চওড়া হাসি দিল চিক্‌কি। স্বয়ং ডন যাকে পাঠিয়েছে, সে নিশ্চয়ই হেলাফেলার পাত্র নয়। তারওপর সঙ্গে আছে ভবিষ্যৎ ডন। পিছনের দেয়ালে আধখোলা এক নীল দরজা দেখাল সে। 'চলে আসুন। ওটা আমাদের অপারেশন রুম। নিউ ইয়র্ক সিটির নীটেস্ট অপারেশন সেন্টার।'

প্রকাণ্ড রুমটার চারদিকে তাকাল রানা। এরকম এক জায়গায় কি কি থাকা উচিত, সে সম্পর্কে মোটামুটি যে ধারণা ছিল, দেখা গেল তার সাথে মিলছে না। ওর অনুমানের চাইতে অনেক অনেক আধুনিক অফিস এটা। এদের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা গেল, তাতে স্পষ্ট হলো যে একটুও বাড়িয়ে বলেনি চিক্‌কি, সত্যিই নিউ ইয়র্কের নীটেস্ট অপারেশন সেন্টার এটা। মনে মনে ফ্র্যানযিনির বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না রানা।

'এখানে আমরা আমাদের বুকি আর নাম্বারস অপারেশনের যাবতীয় কিছু কম্পিউটারাইজড করি,' গর্বের সাথে বলল লোকটা।

পুরো বিল্ডিংটাই উজ্জ্বল পালিশ করা আধুনিক এক অফিস। ছয়তলা তার মেমোরি ব্যাঙ্ক। প্রথম যে রুমে নিয়ে আসা হয়েছে ওদের, সেটা

কম্পিউটর রুম। একটা প্রকাণ্ড, সেন্ট্রাল কম্পিউটর। আর আছে অনেকগুলো ডেস্কটপ। প্রতিটির সামনে বসে আছে চমৎকার ছাঁটের বিজনেস স্যুট পরা একেকজন হ্যান্ডসাম, স্মার্ট যুবক। কোনদিকে নজর নেই কারও, যেন রোবট। কম্পিউটারাইজড রীডআউট হ্যান্ডেল করছে তারা যান্ত্রিক ব্যস্ততা আর নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে। অহেতুক দেহের একটা পেশীও নড়ছে না কারও।

পাশের রুমে বসা একদল মেয়ে সেক্রেটারি। প্রত্যেকে সুন্দরী, বাইশের ওপরে নয় কারও বয়স। সবার টেবিলে একটা করে ইলেক্ট্রিক টাইপ রাইটার। ঝড়ের বেগে চলেছে সবগুলো। একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত যেন। এরাও পাশের রুমের যুবকদের মত রোবট। মানুষের সাড়া পেয়েও তাকাল না।

'হিউস্টন স্ট্রীটের প্রত্যেকটা নাম্বারস বেট এখানে প্রসেস্ করা হয়,' বলল চিক্কি রাইট। 'প্রতিটা ঘোড় দৌড়ের বেটও। প্রতিটা রেসের ফলাফল টেলিফোনের মাধ্যমে প্রথমে এখানে আসে। সিকাগোর আর্লিংটনসহ পুবের অন্য সমস্ত জায়গায় যত রেস হয়, সবগুলোর। সব রেকর্ড করি আমরা কম্পিউটরে, বাজীর টাকাও এখান থেকেই শোধ করা হয়।'

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'বুকমেকিঙে ইলেক্ট্রনিক ডাটা প্রসেসিং! দারুণ আইডিয়া।'

'এবং এফিশিয়েন্ট,' যোগ করল জুয়াড়ী। 'দৈনিক আশি হাজার ডলারের ব্যবসা প্রসেস করি আমরা এখান থেকে। হিপ পকেটের নোট বইয়ে জমা-খরচ টুকে রাখার দিন এখন নেই।'

'অফ-ট্র্যাক বেটিং কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে আপনাদের ব্যবসায়?' আন্ডারওয়ার্ল্ড বুকিদের মার দেয়ার জন্যে কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কে অনেকগুলো ওটিবি অফিস খোলা হয়েছে। প্রায় একই কাজ তাদের। বাজীর টাকা শোধ করে লাভের যে অংশ বিশেষ করে মাফিয়া পরিবারগুলোর পকেটে যেত, সেই টাকাটা বাঁচাবার জন্যে এই ব্যবস্থা।

সেই টাকা বর্তমানে ওটিবি ব্যয় করে শহর উন্নয়নের কাজে।

'তেমন কিছু না,' মাথা দোলাল লোকটা। 'অবশ্য প্রথম যখন কাজ শুরু করে ওটিবি, তখন চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। তবে আফটার অল, আমরা যা-ই হই, ব্যবসার প্রশ্নে একশো ভাগ খাঁটি, পাবলিক তা ভালই বোঝে। বরং সরকারই বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি এ লাইনে। এরওপর আছে নাম্বারস বেট। বহু চেষ্টা করেছে সরকার আমাদের ওই ব্যবসা থেকে হঠাতে। কাজ হয়নি। তবে আমাদের পিছু ছাড়েনি সরকার, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে বলা যায় না।'

কানের লতি চুলকাল রানা। সেন্ট্রালাইজড, অর্গানাইজড, এফিশিয়েন্ট, চমৎকার! আর কি চাই? 'তোমাদের ট্রাক ব্যবসাও কাউন্টিং হাউসের মাধ্যমে চলে নাকি?' লুইকে জিজ্ঞেস করল ও।

ভুরু কোঁচকাল সে। 'না। মানে, ঠিক জানি না আমি।'

'আইডিয়াটা কেমন?' চিক্‌কিকে না সূচক মাথা দোলাতে দেখে বলল রানা। 'কাউন্টিং হাউসকে যদি ট্রাকিং ব্যবসার কম্যান্ড পোস্ট করা হয়, কেমন চলবে?'

'আইডিয়া ভালই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে নতুন এক অপারেশন শুরু করতে হলে স্পেস চাই। সেই জিনিসটাই নেই আমাদের। তাছাড়া ও কাজের জন্যে খুব বিশ্বস্ত মানুষ প্রয়োজন। কিন্তু ...'

মনে মনে হাসল ও। বলে কি হারামজাদা! শালা চোরের সর্দার কি না বিশ্বস্ত মানুষ চায়, চুরির টাকার চুরি ঠেকাতে?

'টনি এখন থেকে এখানে আসবে,' বলে উঠল লুই। 'তোমাদের কাজকর্ম দেখাশোনা করবে। আমাকেও আসতে হবে।'

'কি বলছেন?' অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটল চিক্‌কির চেহারায়। 'আপনি? এসব ব্যবসা দেখাশোনা করবেন?'

'কেন?' চেহারায় কাঠিন্য ফুটল রানার। 'আপনার অসুবিধে হবে লুই এলে?'

অপ্রস্তুত চেহারা হলো চিক্‌কি রাইটের। 'না না! আমার অসুবিধে

কি? আমি তো এদের হুকুমের চাকর।'

'অত ছোট ভাববেন না নিজেকে। বরং উল্টোটা ভাবুন, মনটা ভাল লাগবে। ডনের ক্ষমতা নেই কাউন্টিং হাউসের ওপর সব সময় নজর রাখার। লুইও কিছু বোঝে না এসবের। সেই সেন্সে আপনিই বরং এখানকার সর্বেসর্বা।'

'হ্যাঁ। না, মানে...'

'বাদ দিন। আপনাকে কি কি সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়, সে সম্পর্কে বলুন, শুনি।'

'আসুন,' বলল সে। 'আমার অফিসে গিয়ে বসি।'

রুমের এক কোণের চমৎকার কাঠের প্যানেলিং ঘেরা একটা অফিসে নিয়ে এল সে ওদের। ঘরের মাঝখানে বড় একটা ডেস্ক। পায়ের নিচে পুরু কার্পেট। এক দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো স্টীলের ফাইলিং কেবিনেট। 'বসুন।' ডেস্কের ওপাশের বড় এক রিভলভিং চেয়ারে বসল চিক্‌কি। ওরা বসল তার মুখোমুখি।

'বড় সমস্যাটা কি, চিক্‌কি?' প্রশ্ন করল লুই।

'সেই একই, লেমন ড্রপ্।'

'কি করেছে?'

'আমাদের রানারদের টাকা-পয়সা ছিনতাই করছে।'

'এ তো শুনেছি নিত্য ঘটনা। নতুন কি?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল লোকটা। রানাকে দেখছে অন্যমনস্ক চোখে। 'নতুন হচ্ছে, গত সপ্তায় চোদ্দবার হিট্ করেছে সে। এ সপ্তার আজ তৃতীয় দিন। এর মধ্যে, কাল সন্ধে পর্যন্ত পাঁচবার হয়ে গেছে। এ সহ্যের বাইরে। এত ক্ষতি স্বীকার করা কষ্টকর।' রানার দিকে ফিরল লোকটা। 'আমাদের নগদ টাকা বয়ে আনে এই রানার, রোজ সন্ধের পর এনে জমা দিয়ে যায় এখানে। সপ্তায় তিন চারটা ছিনতাই সহ্য করা যায়। তিন-চারজন রানার মার খাবে, এ আমাদের ধরাবাঁধা হিসেব। কিন্তু হঠাৎ করে খুব বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেছে।'

'এসব ঠেকানোর কি ব্যবস্থা আছে?' জানতে চাইল ও।

'তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। একশো সাতচল্লিশজন রানার আমাদের। প্রত্যেকদিন লোয়ার ম্যানহাটন থেকে ক্যাশ নিয়ে আসে, এতজনকে প্রোটেকশন দেয়া অসম্ভব। চার-পাঁচজন রানারকে হিসেবের বাইরেই রাখি আমরা, কিন্তু ইদানীং...'

'লেমন ড্রপ্ কে?'

'রুগেইরো বাঞ্চের রানার ছিল এক সময়। এখন বিশেষ করে আমাদের রানার পিকার। শুনি, এ কাজ নাকি রুগেইরোকে না জানিয়ে করে সে। আসলে একদম বাজে কথা। কিছুদিন থেকেই রুগেইরো আমাদের পিছু লেগেছে। সে-ই করাচ্ছে এসব।'

নিউ ইয়র্কে রানাররা হচ্ছে অপরাধ জগতের সিঁড়ির প্রথম ধাপের। এদের সংখ্যা হাজার হাজার। বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘোড়দৌড়ের বেটিং স্লিপ আর বাজীর টাকা সংগ্রহ করে পৌঁছে দেয় এরা যার যার নিয়োগকর্তার পলিসি ব্যাঙ্কে।

'লোকটাকে সরিয়ে দিলে সুবিধে হবে মনে করেন?'

রানার বক্তব্যের অর্থ ধরতে আজ বিশেষ দেরি হলো না লুইর। ঘুরে তাকাল সে। চেহারা নির্বিকার। 'ক্ষতি অন্তত হবে না,' হাসল চিক্কি। 'ও যদি এ জন্যে দায়ী না-ও হয়ে থাকে, যে দায়ী, সে ঘাবড়ে যাবে অবশ্যই।'

'ওকে সরিয়ে দেয়াই ভাল, কি বলো, লুই?' বলল রানা। 'এক ঢিলে দুই পাখি শিকার হবে। আমাদের রানাররাও রেহাই পাবে, রুগেইরোর জন্যেও আরেকটা লেসন হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। ভাবখানা, তুমি যা ভাল বোঝো করো।

চিক্কির দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'লেমন ড্রপ্ কেন নাম হলো তার?'

'লেবুর রসের খুব ভক্ত ব্যাটা। পকেটে সব সময় প্যাকেট নিয়ে ঘোরে। আসল নাম গ্রেগোরিও। ওকে চিনি আমি, আগে এত বদ ছিল না।'

'কি করে চেনেন?'

'আমার ছেলের ক্লাসফ্রেন্ড ও। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। স্বভাব-চরিত্র আগে ভালই ছিল।'

'আই সী।'

'এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের ব্যাপারটা কি, সেনিয়র?'

'নেভার মাইন্ড!' কড়া গলায় চিক্‌কিকে হতাশ করল লুই।

'ইয়েস, সেনিয়র।'

মহড়া যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল রানা। এবার আসল কথা পাড়া উচিত। 'ওর মধ্যে কি?' ফাইলিং কেবিনেটগুলো দেখাল ও। 'ফ্যামিলি জুয়েলস্?'

'না। আমাদের সমস্ত রেকর্ডস।'

'বেটিং অপারেশনের?'

'না, সেনিয়র। পুরো অর্গানাইজেশনের যাবতীয় ব্যবসার। এ টু জেড। এভরিথিং।'

বুকের মধ্যে গরম রক্ত ছলকে উঠল মাসুদ রানার। আগেই অনুমান করেছিল, সেটা সত্যে পরিণত হওয়ায় হার্টবীট দ্রুততর হলো। এই তো, ভাবল ও, হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় এত কাছে রয়েছে জিনিসটা, যে জন্যে ছুটে এসেছে রানা। কোথায় আছে সেই তালিকা? কোন কেবিনেটের কোন ড্রয়ারে? দাঁড়াও, প্যাঁচ আরেকটু লাগিয়ে নিই, তারপর দেখব।

'সিকিউরিটি ব্যবস্থা কি রকম?'

হাসি ফুটল চিক্‌কির মুখে। 'ফাইন, ফাইন। নিচের পাঁচ ফ্লোর খালি। নিজেদের জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্যে কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, খালি। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে প্রয়োজন পড়ে। সন্ধের পর এলিভেটর ডিসকানেক্ট করে দেয়া হয়। সিঁড়ির প্রতিটা ল্যান্ডিঙে লোহার গেট আছে, ইলেক্ট্রিকাল সিস্টেম। সব লাগিয়ে দেয়া হয়। তারপর আছে কুকুর।'

'কুকুর?'

'হ্যাঁ, প্রত্যেক ফ্লোরের জন্যে দুটো করে গার্ড ডগ। ডোবারম্যান। কারও সাধ্য নেই এত বাধা টপ্‌কে ওপরে ওঠার।'

'সে না হয় হলো। কোন ম্যান গার্ড থাকে না?'

'হ্যাঁ। বিগ জুলি আর রেমন্ড থাকে, এই ফ্লোরে। জুলি প্রচণ্ড শক্তি ধরে। ওর মত শক্তিশালী মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। তেমনি ওর সাগরেদ রেমন্ড।'

এগারো

'দু'জন সাহসী মানুষ চাই আমার,' বলল মাসুদ রানা।

রাত ন'টা। প্রিন্স স্ট্রীটের অফিসে জোসেফ ফ্র্যানযিনির সামনে বসে আছে ও। তাকিয়ে আছে ডনের দিকে। লুই ওর পাশে।

'লোকালো-ম্যানিট্রিকে দিয়ে হবে না?' প্রশ্ন করল বৃদ্ধ।

'ওদের এখনও পরীক্ষা করা হয়নি। আর আমি আজ যে কাজ করতে যাচ্ছি, তাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নেই। তাই পরীক্ষিত সাহসী মানুষ প্রয়োজন। খুবই বিশ্বস্ত হতে হবে তাদের এবং সশস্ত্র।'

'কখন?'

'বারোটার মধ্যে। সেই সাথে আমার জন্যে একটা পিস্তল। জার্মান হলে ভাল হয়।'

'তোমার যেটা ছিল সেটা কোথায়?' জানতে চাইল লুই।

'বৈরুতে। প্লেনে বয়ে আনা ঝামেলা বলে আনিনি।'

'ঠিক আছে,' বলল ডন। 'লুই, ফ্যামলিগোট্টি আর রিক্‌কোকে খবর দাও।'

'আচ্ছা।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ডন, দরজায় নক্ শুনে থেমে গেল। ফিলোমিনা ঢুকল ভেতরে। হাতে একটা বাদামী খাম। 'কি ওটা?' প্রশ্ন করল সে।

'মনে হয় চিঠি। গেটের এক গার্ড এসে দিয়ে গেল।'

'গার্ড! সে কোথায় পেল?'

'এক রাইডার দিয়ে গেছে।'

লুই নিল ওটা, এগিয়ে দিল চাচার দিকে। খামের এক মুখ ছিঁড়ে ফেলল সে, ভেতর থেকে শুধু এক টুকরো কাগজ বের হলো। ওটা চোখের সামনে তুলে ধরল সে, পরক্ষণে চমকে উঠল। 'ওহ্, গ্‌ড!'

চট্ করে উঠে দাঁড়াল লুই। 'কি হলো?'

স্থবিরের মত কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল ডন, তারপর বাড়িয়ে দিল কাগজটা। 'পড়ো।'

পড়ল লুই। সাথে সাথে চেহারা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ধপ্ করে বসে পড়ল চেয়ারে। দু'জনকে অবাক চোখে দেখল রানা; খাব্‌লা মেরে তুলে নিল লুইর হাত থেকে খসে পড়া কাগজের টুকরো। ছোট একটা বার্তা ওটা, টাইপ করা। ওতে লেখা:

> **ফ্র্যানযিনি, চ্যালফনট প্লাজা হোটেলের ১২৩৯ নম্বর রুমে পাবে ল্যারি স্পেলম্যানকে। পরনে কাপড়-চোপড় নেই। তারচেয়েও সত্যি হচ্ছে, প্রাণটাও নেই ওর। একে রুগেইরোর শুভেচ্ছা বলে জেনো।**

আলতো করে কাগজটা টেবিলে রেখে দিল ও। চেহারায় দুঃখ দুঃখ ভাব, অথচ মনে মনে হেসে খুন।

'এতদিন ল্যারিকে আটকে রেখেছিল হারামজাদা,' দাঁতে দাঁত চাপল ডন। রেগে অস্থির।

'তাই তো মনে হয়,' বিড় বিড় করে বলল লুই।

কিছু সময় চুপ করে থাকল ডন। 'মনে হয় রেস্টুরেন্টে বোমা ফাটানোর প্রতিশোধ নিল।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'তবে এর মধ্যে প্রশ্ন আছে।'

'কি?' চোখ গরম করে তাকাল বৃদ্ধ।

'ল্যারি নিখোঁজ হয়েছে তিন দিন আগে, এতদিন কেন ওকে আটকে রেখেছিল রুগেইরো?'

'সে সব পরে ভেবে দেখা যাবে। আগে ওর ডেডবডি গোপনে কি করে ওখান থেকে বের করে আনা যায়...'

বাধা দিল মাসুদ রানা। 'প্রয়োজন নেই। থাকুক ওটা যেখানে আছে।'

'মানে?' রেগে উঠছে ডন মনে হলো। 'কেন?'

'বিশেষ এক প্ল্যান আছে আমার বডিটা নিয়ে। প্লীজ, ডন, এ নিয়ে এখন কোন প্রশ্ন করবেন না। উত্তরটা কাল ভোরে নিজে থেকেই জেনে যাবেন আপনি।'

চোখ কুঁচকে দেখল ওকে ডন। 'কি ভাবে?'

'আজকের মত খবরের কাগজ পড়ে।'

'তুমি...' কিছু বলতে যাচ্ছিল লুই, শুরুতেই থামিয়ে দিল ও।

'বলেছি তো, সকালে সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।'

দ্বিধাগ্রস্ত চোখে চাচার দিকে তাকাল সে, বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে। 'ঠিক আছে,' ঘোষণা করল জোসেফ ফ্র্যানযিনি। 'তোমার কথাই থাকল, টনি। কিন্তু লাশটা যদি সকাল পর্যন্ত ওখানে না থাকে?'

'অত সময় প্রয়োজন হবে না। দেড়টা-দুটোর মধ্যেই সেরে ফেলব আমি কাজ।' একটু চুপ করে থাকল ও, ভাবল কিছু। 'তাছাড়া, লাশ যদি পুলিস উদ্ধার করেই বসে, কি এমন হবে? যে মরে গেছে, তার দেহ

নিয়ে টানাটানি করার পিছনে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না আমাদের। সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে।'

ঝাড়া তিন মিনিট চুপ করে থাকল ডন। তারপর আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক।'

'অবাক লাগছে,' বিড় বিড় করে বলল ও। 'আমারই হোটেলে, মাত্র কয়েক রুমের ব্যবধানে ল্যারির মৃতদেহ পড়ে আছে। অথচ...' থেমে গেল। যেন গভীর চিন্তায় পড়েছে। 'এই চিঠি দেয়ার অর্থ লোকটা সোজাসুজি যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে আপনার বিরুদ্ধে। এখন পিছিয়ে আসার সময় নেই, দয়া দেখানোও উচিত হবে না।'

'তো?' এমনভাবে প্রশ্ন করল ফ্র্যানযিনি, যেন রানাই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক। 'এখন কি করা যায়?'

'সে সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে, ডন। আপনার হুকুম পেলে আমি সিয়ার্স বিল্ডিঙের টাওয়ারও উড়িয়ে দিয়ে আসতে পারব, তাতে মনে কোন সন্দেহ রাখবেন না। ভেবে ঠিক করুন কি করবেন।' ঘড়ি দেখল। 'খুব খিদে পেয়েছে। আমি এখন উঠব।'

'ও হ্যাঁ, সরি।' ব্যস্ত হয়ে উঠল ডন।

'সাথে কাকে কাকে দেবেন, মালসহ টনি'স গার্ডেনে পাঠিয়ে দিন তাদের। লেমন ড্রপের ঠিকানাটাও। আমি ঠিক বারোটায় পৌঁছব ওখানে।' পকেট থেকে হেরোইনের টিউবটা বের করল রানা। লুইকে বলল, 'এরকম একটা টিউব জোগাড় করে দিতে পারবে?'

'তোমার সেই টিউবটা না? ভুলেই গিয়েছিলাম। আরেকটা দিয়ে কি করবে?'

'ওটায় কি, হেরোইন?' প্রশ্ন করল ডন।

'হ্যাঁ,' হাসল ও। 'আমার আদি ব্যবসা। আরেকটা টিউব পেলে মালটা অর্ধেক অর্ধেক করতাম। এক সাথে এত টাকার জিনিস নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

'মানে?'

'এর উত্তরটাও কাল পাবেন।'

'তুমি খুব হেঁয়ালি করতে পারো, টনি,' গম্ভীর গলায় বলল বৃদ্ধ। হাত বাড়াল সামনে। 'দেখি।'

দিল রানা। খানিকটা জিভে ঠেকিয়ে পরখ করল সে। 'খাঁটি মাল মনে হচ্ছে। কোত্থেকে কিনেছ?'

'বৈরুত। সিরিয়া তুরস্কের বর্ডারের কোত্থেকে নাকি মালটা আসে শুনেছি। খাঁটি বলে এর খুব কদর অ্যাডিক্টদের মধ্যে। খুচরা বেচলে লাভও ভাল হয়।'

স্থির হয়ে গেছে ডন। রানাকে দেখছে অপলক চোখে। 'সিরিয়ার কোত্থেকে আসে এ মাল?'

'জায়গার নাম বলতে পারব না। তবে বর্ডারের কোথাও থেকে আসে শুনেছি।'

'আই সী!' ওটা রেখে বাঁ দিকের নিচের একটা ড্রয়ার খুলল ডন। খানিক হাতড়ে বের করে আনল একটা টিউব। দৈর্ঘ্যে একটু খাটো ওটা। 'চলবে এই টিউবে?'

'নিশ্চই! খুব চলবে।'

সাড়ে এগারোটায় হোটেল ত্যাগ করল মাসুদ রানা। অ্যাংরি স্কোয়ার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেভেনথ অ্যাভিনিউতে পড়ল। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে চিন্তা। আসল কাজ হয়ে গেছে, খোঁজ পাওয়া গেছে ফ্র্যানযিনির বাংলাদেশী ডিলারদের তালিকার। যে কোন সময় ওটা হস্তগত করতে পারবে রানা। কিন্তু তার আগে আরও জরুরী একটা কাজ আছে। ফ্র্যানযিনি আর রুগেইরোকে এক জায়গায় পেতে হবে। এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি।

এ শহরে ওর পরিচিতের সংখ্যা একেবারে কম নয়। কখন কোথায় কার সামনে পড়ে যেতে হয়, সেই ভয়ে তটস্থ আছে ও। তেমন কিছু

যদি লুই বা ফিলোমিনা সঙ্গে থাকতে ঘটে যায়, কেউ যদি হেঁকে ওঠে, 'হাই, রানা! কেমন আছ? কবে এসেছ বাংলাদেশ থেকে? খবর দাওনি কেন?' মুসিবত হয়ে যাবে।

তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো বিষয়টা এড়ানো যাবে, কিন্তু তারপর? খবরটা ডনের কানে অবশ্যই যাবে, এবং সন্দেহ জাগলে সে ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নিশ্চয়ই করবে। টাকার অভাব নেই, উঠেপড়ে লাগলে মাসুদ রানার পরিচয় জেনে যেতে বড়জোর কয়েক ঘণ্টা ব্যয় হবে তার। তারপর?

বরাত জোরে বেঁচে গেছে ও ল্যারি স্পেলম্যানের হাত থেকে। পরেরবার তেমনটা ঘটার কোন চান্স নেই। কাজেই যা করার দ্রুত করতে হবে। এবং সে জন্যে দুই পালের গোদাকে এক জায়গায় চাই ওর। দুই ডন যাতে এক জায়গায় বসতে বাধ্য হয়, সে আয়োজন করতে হবে। কঠোর হাসি ফুটল রানার মুখে—আয়োজন হয়ে গেছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে কার কত হজম শক্তি। কে কত মার সহ্য করতে পারে।

তবে সে পরীক্ষা করতে গিয়ে সময় যাতে বেশি নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারেও লক্ষ রাখতে হবে। আর ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। অনেক হয়েছে। তালিকার খোঁজ যখন পাওয়াই গেছে, লেফট রাইট বাদ দিয়ে এখন ডবল মার্চ শুরু করা উচিত।

ক্রিস্টোফার স্ট্রীটে এসে উঠল ও। কিছুদূর হেঁটে বাঁয়ে ঘুরে বেডফোর্ডে পড়ল, তারপর দেড় ব্লক দূরত্ব পেরিয়ে টনি'স গার্ডেন। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা এটার। ভিড় ভাট্টা, হৈ-চৈ একেবারেই নেই, ভেতরটা বেশ চুপচাপ। খদ্দের কম। এখন ধীরে ধীরে কমতেই থাকবে। তারপরও যা আছে, কম নয়। কিশোর-কিশোরী থেকে বুড়ো-বুড়ি, সবাই আছে, জোড়ায় জোড়ায়। অল্পবয়সীদের আলোচনার বিষয় একটাই—সেক্স। মাঝারিদের ফুটবল, রেস, আর বুড়ো-বুড়িদের দর্শন। ঘড়ি দেখল রানা, কাঁটায় কাঁটায় বারোটা।

অল্প আলোকিত ডাইনিংরুমের এক কোণে প্রবেশ পথের দিকে মুখ করে বসে আছে লুই লাযারো। নাখোশ চেহারা। তার মুখোমুখি বসা আরও দু'জন—নিশ্চই ফ্যামিলিগোট্টি আর রিক্‌কো হবে, ভাবল মাসুদ রানা।

'হাই, টনি!' হাত নাড়ল লুই।

'হাই!' নতুন দু'জনকে দেখল ও সামনে থেকে। একজন রানার চেয়ে ইঞ্চিদুয়েক খাটো হবে, তবে বেঢপ চওড়া। কাঁধটা বাইসনের। অস্বাভাবিক চওড়া কব্‌জি লোকটার, হাতের তালু ফুল সাইজ প্লেটের মত বড়। আঙুল একেকটা মুন্সিগঞ্জের শবরি কলার মত। অথচ চোখ দুটো আশ্চর্যরকম নিষ্পাপ। শিশুর মত সরল চাউনি। এ ধরনের কেউ সঙ্গে থাকলে অস্বস্তি বোধ করে রানা সব সময়।

অন্যজন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে রানার কাছাকাছি। নায়ক মার্কা চোখা চেহারা। নীল জিনস্ আর ডেনিম জ্যাকেট পরে আছে সে, পায়ে নাইক কেডস্। ওকে দেখল তারা, চাউনিতে এক-আধটু শ্রদ্ধা নিয়ে। অর্থাৎ এরা জেনে গেছে ও কতবড় ঘুঘু। লুই খুব দ্রুত পরিচয় করিয়ে দিল ওদের। বাইসনের নাম রিক্‌কো, অন্যজন ফ্যামিলিগোট্টি।

'তোমার মানুষ আর মালপত্র বুঝে নাও, টনি,' বলল লুই। 'ছেড়ে দাও আমাকে।'

'কাজ শেষ না হতেই?'

'আমাকেও থাকতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, টনি...' তোত্‌লাতে আরম্ভ করল লুই। '...তোমাকে তো বলেইছি আমি কখনও এসব করিনি। আমি থাকলে তোমাদের বরং অসুবিধেই হবে।'

'গাড়ি চালাতে পারো তো?' প্রশ্ন করল রানা।

'কি?'

'ড্রাইভ করতে পারো?'

'এ-এটা কোন প্রশ্ন হলো? তুমি তা ভালই জানো।'

'জানি। সেই জন্যেই তোমাকে আমার প্রয়োজন। তুমি শুধু জায়গামত পৌঁছে দেবে আমাদের, আর নিয়ে আসবে। কোন অ্যাকশনে যেতে হবে না। আর তুমি যা ভেবে ভয় পাচ্ছ, তেমন কিছু ঘটছে না আজ। লেমন ড্রপকে হত্যা করার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছি আমি। ওকে শুধু পাকড়াও করব।'

চোখ কুঁচকে ওকে দেখল লুই। 'তারপর?'

'ওয়েট অ্যান্ড সী।'

'এসব আমার ভাল লাগে না, টনি।'

তার পিঠ চাপড়ে দিল মাসুদ রানা। 'আমি যা করতে যাচ্ছি তাতে লেমন ড্রপের লম্বা সময়ের একটা ব্যবস্থা হবে, ডন খুশি হবে, ঢিলের বদলে পাটকেল খাবে রুগেইরো। সবই হবে, কিন্তু কোন প্রাণহানী ঘটবে না। আর, আগামীতে কোন অ্যাকশনে তোমাকে জড়াব না আমি।'

'অনেস্ট?'

শপথ নেয়ার ভঙ্গিতে এক হাত তুলল ও। 'অনেস্ট।'

'ওকে, টনি। থ্যাঙ্কস।'

'এদের জানিয়ে দিয়েছ আমার নির্দেশের বাইরে এক পা-ও ফেলতে পারবে না কেউ, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত?'

লুই জবাব দেয়ার আগেই মাথা দোলাল বাইসন। 'ডন বলে দিয়েছেন।'

'গুড। এবার শোনো কি করতে যাচ্ছি আমরা।' নিচু কণ্ঠে বলতে শুরু করল ও।

পাঁচ মিনিট পর ছুটল ক্যাডিলাক। গন্তব্য ৮৮, হোরেশিও রোড। লুই ড্রাইভ করছে, রানা তার পাশে বসেছে। রিক্‌কো আর ফ্যামলিগোট্টি পিছনে। প্রথমজনের চেহারা ব্যাজার হয়ে আছে ওর পরিকল্পনা শোনার পর থেকে—পছন্দ হয়নি। জায়গামত পৌঁছে ব্যাটা যাতে ঝামেলা

বাধিয়ে না বসে, সে জন্যে আরেকবার ব্যাখ্যা করল রানা পুরোটা। তারপর সতর্ক করে দিল দু'জনকে। 'মনে রেখো, লোকটাকে জ্যান্ত চাই আমি। একটু-আধটু আহত হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু খুন করা চলবে না কোনমতেই। ওকে?'

'ব্যাপারটা আমার কেমন যেন লাগছে, বস্,' খানিক আমতা আমতা করে বলেই বসল বাইসন।

সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠল লুই। 'শাট আপ্! কেউ তোমার মত চায়নি। টনি যেভাবে বলেছে, ঠিক সেভাবেই করবে তোমরা।'

এরপর আর মুখ খুলল না কেউ। নির্দিষ্ট বিল্ডিঙের সামনে পেভমেন্ট ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল লুই। ভবনটা ছয় তলা, ফ্ল্যাট বিল্ডিং। সামনে ছোটখাট একটা বাগান। আবাসিক এলাকা, তাছাড়া রাতও কম হয়নি, তাই মোটামুটি নির্জন। গেটের দু'দিকের পিলারের মাথায় ঘোলা কাঁচের বক্সে জ্বলছে দুটো আলো, বিল্ডিঙের সব ফ্ল্যাট অন্ধকার। দেয়াল ঘেঁষে পিছনদিকে এগোল ওরা একজন একজন করে। তিন মিনিট পর নিরাপদে পৌঁছে গেল স্টেয়ার কেসের বন্ধ দরজার সামনে।

স্টীলের পিক্ বের করে কাজে লেগে পড়ল রানা। রিক্কো -ফ্যামলিগোট্টি ওকে পাহারা দিচ্ছে। ওদিকে গাড়িতে বসে নভেম্বরের শীতেও ঘামছে লুই। বিশ সেকেন্ড খোঁচাখুঁচির পর খুলে গেল তালা। নিঃশব্দে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ওরা। দ্রুত উঠে এল টপ ফ্লোরে। ল্যান্ডিঙের বাঁ দিকে ৬-বি লেমন ড্রপের ফ্ল্যাট। আবার তালা খোলার কসরতে লেগে পড়ল রানা। এবারও একই সময় ব্যয় হলো।

প্রেতের মত অন্ধকার লিভিংরুমে এসে দাঁড়াল ও। ঘাড়ে নায়কের গরম নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে। বাইসন রয়েছে রানার ডানদিকে। চোখ সয়ে আসতে পা বাড়াল ও। ডানদিকের এক বন্ধ দরজার নিচ দিয়ে আলোর আভাস আসছে দেখে সেদিকে চলল। কাছে এসে দরজার গায়ে কান পাতল রানা, পরমুহূর্তে কপাল কুঁচকে উঠল।

ভেতর থেকে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ আসছে। ঝড়ের বেগে দম

নিচ্ছে কেউ, গোঙাচ্ছে, কী সব বলছে বিড় বিড় করে। ঠোঁট মুড়ে হাসল ও, ভাল সময়ই পৌঁছেছে ওরা। জরুরী কাজে ব্যস্ত রয়েছে গ্রেগরিও ওরফে লেমন ড্রপ।

তার সঙ্গিনীর কথা ভেবে আফসোস হলো রানার, খামোকা ভুগতে হবে বেচারীকে। নবে বাঁ হাত রাখল ও, অন্য হাতে অস্ত্র তৈরি। নব ঘোরাতে যাবে, এমন সময় থেমে গেল ভেতরের ঝড়। ভালই হলো, এখন আরও সুবিধে। এক মিনিট সময় দিল ও, আস্তে করে খুলে ফেলল দরজা। দু'হাতে ওয়ালথার ধরে এক লাফে ঢুকে পড়ল ভেতরে, ফুট চারেক ডানে সরে জায়গা করে দিল সঙ্গী দু'জনকে। বেড সাইড ল্যাম্প জ্বলছে ঘরে।

সাদা চাদর ঢাকা দুটো দেহ পড়ে আছে বিছানায়। একটা প্রকাণ্ড, অন্যটা তুলনায় হাস্যকর রকম ছোট। লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। এক হাতে চোখ ঢেকে চিৎ হয়ে পড়ে আছে লেমন ড্রপ্; প্রশস্ত বুক ঘন ঘন ওঠানামা করছে। মেয়েটি পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, মুখ গুঁজে রেখেছে সঙ্গীর পিঠের নিচে। চেহারা দেখা গেল না। আজব কাণ্ড! তিন তিনজন অস্ত্রধারী ঘিরে আছে, টেরই পায়নি একজনও।

'হ্যালো, লেমন ড্রপ্!' অমায়িক কণ্ঠে ডাকল মাসুদ রানা।

হাতটা সরে গেল চোখের ওপর থেকে, ঘুম ঘুম চোখে তাকাল লোকটা। ঠিক কপালের চার ইঞ্চি তফাতে স্থির হয়ে থাকা জিনিসটা কি, বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল, সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল সে। একটু একটু করে বড় হতে শুরু করল দু'চোখ, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

আচমকা ডান পা তুলে হীল দিয়ে তার পাঁজরে মাঝারি ওজনের এক লাথি বসিয়ে দিল রানা। কুঁকড়ে গেল গ্রেগরিও। ওদিকে থতমত খেয়ে উঠে বসেছিল নগ্ন মেয়েটি। রানা এবং আরও দুই ডাকাতকে ঘরের মধ্যে দেখে চেঁচিয়ে ওঠার জন্যে হাঁ করল সে, বাঁ হাতে দড়াম করে থাবড়া মেরে বসল বাইসন। 'চুপ করে থাক্, মাগী!'

হাঁ পুরো বন্ধ হলো না বটে, তবে চেঁচানোর খায়েশ মিটে গেছে তার। তীব্র আতঙ্কিত চোখে ওদের দেখল সে কিছু সময়, তারপর হঠাৎ করেই বুঝি ইজ্জত আব্রুর কথা খেয়াল হলো। এতগুলো পুরুষের সামনে ন্যাংটো হয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পেরে এলোমেলো চাদরটা চট্ করে টেনে নিল মেয়েটি, বুক ঢাকল। তার দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁট চাটল রিক্কো। সে রয়েছে খাটের ওপাশে, মেয়েটির পাশে। মাসুদ রানা এপাশে। ফ্যামলিগোট্টি পায়ের কাছে।

'কা-কারা তোমরা?' অনেকক্ষণ পর কথা বলার সাহস অর্জন করল লেমন ড্রপ্। 'কি চাও?''

'বলছি।' পিস্তল দোলাল রানা। 'তবে কিছু করতে যাওয়ার আগে খেয়াল রেখো, ওই লোকটা বড় ভয়ঙ্কর,' রিক্কোকে দেখাল। 'খালি হাতেই টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারে ও তোমার মত দু'চারজনকে।'

মাথা ঘুরিয়ে বাইসনকে দেখল গ্রেগরিও, সুযোগটা ছাড়ল না রানা। চট্ করে অস্ত্র বাঁ হাতে চালান করে ডান হাতে জুডো চপ্ মেরে বসল তার কানের নিচে। কিন্তু যুৎসই হলো না মার। লাথি খাওয়া কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল গ্রেগরিও, একই মুহূর্তে ওদিক থেকে লাফিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল রিক্কো। একটা বালিশ দিয়ে লোকটার নাকমুখ চেপে ধরল বিছানার সাথে। মেয়েটির জন্যে নড়াচড়া করতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'সর্, মাগী!'

ভয় পেয়ে নিজেকে চাদরে পেঁচিয়ে নেমে যাচ্ছিল সে খাট থেকে, ঘাড়ে অস্ত্র ঠেসে ধরে এক কোণে নিয়ে বসিয়ে রাখল ফ্যামলিগোট্টি। ওদিকে বালিশ দিয়ে লেমন ড্রপকে ঠেসে ধরেই বাঁ হাতে ধাঁই করে তার দু'পায়ের ফাঁকের মোক্ষম জায়গায় না ঘুসি, না কিলগোছের এ টা কিছু মেরে বসল রিক্কো। ঝট্ করে দু'পা ভাঁজ হয়ে উঠে এল লোকটার, নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল সে। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না, পেটের ওপর জেঁকে বসে তার নাকমুখ চেপে ধরে অনড় হয়ে থাকল বাইসন।

পা ছুঁড়ল কিছুক্ষণ গ্রেগরিও, দানবটাকে পেটের ওপর থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কোমর-পিঠ ওপরদিকে ঘন ঘন ঝাঁকাল খানিক, দু'হাতে বালিশ সরাবার চেষ্টা তো ছিলই। কিছুতেই হলো না কিছু। নেতিয়ে পড়ল এক সময় গ্রেগরিও—জ্ঞান হারিয়েছে।

সশব্দে দম ছেড়ে মুখ তুলল রিক্‌কো। চেহারা দেখে বোঝা যায় হতাশ হয়েছে। 'বেহুঁশ হয়ে গেছে, বস্।'

'বালিশ সরাও,' বলল রানা। 'মরে যাবে তো!'

ওকে এদিকে ঘুরতে দেখে এইবার আমার পালা ভেবে শিউরে উঠল মেয়েটি, কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। 'প্লীজ, আমাকে মেরো না। প্লীজ, টনি!'

অবাক হলো ও। ভাল করে তাকাল মেয়েটির দিকে। এবং চিনল। এ সেই পিচ্চি রাস্টি পোলার্ড, স্কুল শিক্ষিকা। কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দু'গাল বেয়ে স্রোতের মত পানি ঝরছে তার।

'হ্যালো!' ভুরু নাচাল ও। 'এই লি'ল স্কোয়াট ইটালিয়ান দাঁড়কাকের ফ্ল্যাটে কেন তুমি, আইরিশ ময়ূর? অফ টাইম টীচিং দিতে এসেছিলে বুঝি?'

বড় এক ঢোঁক গিলল রাস্টি, উত্তর দিল না।

'ওঠো! কাপড় পরে নাও।' রিক্‌কোর দিকে ফিরল রানা। 'এটাকে জাগাও এবার।'

'ইয়েস, বস্।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, ফ্যামলিগোট্টির সাথে ধাক্কা লেগে গেল। বুকের কাছে মুঠো করে ধরে থাকা চাদরটা খসে পড়ে গেল তার হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠল সে, 'ইউ লাউজি সান অভ বিচ্! লজ্জা করে না...'

হো হো করে হেসে উঠল রানা। 'থাক্, আর সতী-সাবিত্রী সাজতে হবে না তোমাকে, রাস্টি। যাও, কাপড় পরো।'

আগুন চোখে রানাকে দেখল সে, তারপর নগ্ন দেহে মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা চেয়ারের দিকে। কাপড়-চোপড় খুলে ওটার ওপর রেখেছে সে। যাওয়ার সময় খুব সম্ভব ভুলেই গিয়েছিল চাদরটা তোলার কথা। তার নিতম্বের ঢেউ দেখে ঢোঁক গিলল ফ্যামলিগোট্টি।

রুম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল রিক্‌কো, কিচেনের ফ্রিজ থেকে একটা ঠাণ্ডা বীয়ার নিয়ে ফিরে এল। মুখ খুলে ওটা উপুড় করে ধরল সে গ্রেগরিওর বুকের ওপর। সরু ধারায় গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জিনিসটা, বুক-পেট বেয়ে দু'দিক থেকে নেমে বিছানায় জমা হতে লাগল।

একটু পর গুঙিয়ে উঠল গ্রেগরিও, পেশী নড়তে শুরু করল দেহের। চোখ খোলার আগেই ডান হাত আপনাআপনি কুঁচকির দিকে নেমে গেল তার, ব্যথা পাওয়া জায়গা স্পর্শ করতে চাইছে। ওয়ালথারের নল দিয়ে লোকটার নাকের ডগায় চাপ দিল রানা। একটু একটু করে বাড়াতে থাকল চাপ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল তার ব্যথায়।

'কে?' চোখ না খুলেই বলল গ্রেগরিও। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'কি...'

'যা বলি, নীরবে পালন করে যাও,' থমথমে গলায় বলল ও। 'তাহলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবে এ যাত্রা।'

'কারা তোমরা?' চোখ মেলল লোকটা। 'কি চাও?'

ঢাকাই ছবির ভিলেনের মত ঠা-ঠা করে হেসে উঠল রানা। 'পপআই ফ্র্যানযিনির শুভেচ্ছা জানাতে চাই।'

দু'চোখে নগ্ন আতঙ্ক ফুটল গ্রেগরিওর। চাবি দেয়া পুতুলের মত ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। এক হাতে এখনও কুঁচকি আঁকড়ে ধরে আছে।

'নেমে পড়ো, লেমন ড্রপ্। কাপড় পরো।'

রানার ওপর চোখ রেখে ভয়ে ভয়ে নেমে পড়ল লোকটা। অন্য দু'জনকেও দেখল। 'কাপড় কেন...'

'চোপ, শা-লা!' দু'পা এগোল রিক্‌কো চোখমুখ পাকিয়ে।

তার চেহারা দেখে কলজের পানি জমে গেল লোকটার, তাড়াতাড়ি চেয়ারটার দিকে এগোল সে। ততক্ষণে কাপড় পরে নিয়েছে রাস্টি, এক কোণে দাঁড়িয়ে চিরুনি বোলাচ্ছে চুলে। প্রচুর সময় লাগল গ্রেগরিওর তৈরি হতে। কুঁচকির ব্যথায় কাতর হয়ে আছে, নড়তে-চড়তেই ছয় মাস লাগিয়ে দিচ্ছে।

শেষ সময়ে সমস্যা দেখা দিল জুতোর ফিতে বাঁধা নিয়ে। উবু হয়ে হাত বাড়াতে গিয়ে ককিয়ে উঠেই থেমে গেল সে মাঝপথে। রানার নির্দেশে কাজটা শেষ পর্যন্ত রাস্টি পোলার্ডকে করতে হলো। ধীরে ধীরে নিজেকে দাঁড় করাল গ্রেগরিও। এগোল রানা, তার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে হাসি।

'গত সপ্তায় আমাদের কতজন রানারকে ছিনতাই করেছ, গ্রেগরিও?'

'কিসের রানার?' অবাক হওয়ার ভান করল লোকটা।

'আচ্ছা! বুঝতে পারছ না? ঠিক আছে, গত সপ্তার কথা বাদ দাও, এ সপ্তায় ক'বার, কতজনের টাকা-পয়সা...'

'কিসের কথা বলছ তুমি?'

ডান হাঁটু ঝট্ করে ওপরদিকে উঠে গেল রানার। মারটা মেরে বড় তৃপ্তি পেল ও —দু'পায়ের ফাঁকে একদম জায়গামতই লেগেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় বিস্ফারিত হয়ে কপালের দিকে রওনা হলো গ্রেগরিওর দু'চোখ। গোড়া কাটা কলাগাছের মত ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ল সে, দু'হাতে জায়গাটা চেপে ধরে ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

কাছে গিয়ে বাঁ হাতে তার এক গোছা চুল মুঠো করে ধরল রানা, হ্যাঁচকা টানে যতটা সম্ভব তুলে আনল। 'মনে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, ছাড়ো! ফর গড'স সেক!'

'কার হুকুমে করেছ তুমি ও-কাজ?'

'কারও হুকুমে না। আমি নিজেই...'

জোর এক ঝাঁকি দিল রানা চুল ধরা হাতে, ককিয়ে উঠল গ্রেগরিও। 'সত্যি কথা না বলা পর্যন্ত রেহাই নেই তোমার, বলো!'

'রু...রু...!'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, বলো। সবাই শোনার অপেক্ষায় আছি আমরা।'

'রুগেইরো! ডন রুগেইরো!'.

'ওকে।' চুল ছেড়ে দিতেই ঠাস্ করে মাথা আছড়ে পড়ল তার মেঝেতে। এদিক-ওদিক তাকাল রানা। 'টেলিফোনটা কোথায় তোমার?'

'ও ঘরে। লিভিংরুমে।' চোখ বুজে উবু হয়ে বসে আছে লেমন ড্রপ। চেহারা ভীষণরকম বিকৃত। আহত জন্তুর মত এদিক-ওদিক মাথা দোলাচ্ছে।

'তোমরা কেউ ইংরেজি জানো?' নায়ক আর বাইসনের দিকে তাকাল ও।

লজ্জা পাওয়া হাসি দিল ফ্যামলিগোট্টি। 'কোনমতে কাজ চালাতে পারি, বস্।'

'চলবে না। রিক্কো?'

'না।'

'ওকে, এদের পাহারা দাও তোমরা। আমি একটা ফোন করে আসছি। সাবধান থেকো।'

'ইংরেজি না জানলে কি হবে, বস্,' বলল বাইসন। 'এই কাজ খুব ভাল জানি আমরা। একটা কেন? সারারাত ধরে করুন না ফোন।'

লিভিংরুম থেকে ওর হোটেলে ফোন করল রানা। ডেস্ক ক্লার্কের সাড়া পেতে নিচু কণ্ঠে বলল, 'শুনুন, ক'দিন আগে আমি আপনাদের ১২৩৯ নম্বর রুম বুক করেছিলাম, এক সপ্তার ভাড়াও অগ্রিম দেয়া আছে। রেজিস্টারটা দেখুন তো!'

খানিক নীরবতা। 'রাইট, স্যার। কিন্তু আপনার গেস্ট তো এলেন

না।'

'হ্যাঁ, উনি আসছেন না, তার বদলে অন্য একজন এসেছেন। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবেন হোটেলে। আপনি তার নামটা লিখুন।'

'বলুন, স্যার।'

'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্রেগরিও।'

আরেকটা নম্বর ঘোরাল রানা কথা সেরে। ছয় রিঙের পর সাড়া দিল সদ্য ঘুম ভাঙা এক কণ্ঠ। 'কলটন? মাসুদ রানা।'

'ও-ও গড! রানা, রাত দুটোর সময়...'

'সময়ের কথা ভুলে যাও। সকালের জন্যে স্কুপ নিউজ পেতে চাইলে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো ক্যামেরা নিয়ে।'

'কি!' মুহূর্তে ঘুম উধাও হয়ে গেল সাংবাদিকের কণ্ঠ থেকে। 'সত্যি?'

'না তো কি ঠাট্টা করছি এত রাতে?'

'সিরিয়াস নিউজ?'

'সিরিয়াসের বাবা। আধঘণ্টার মধ্যে চলে এসো চ্যালফনট প্লাজায়। বারো তলার ৩৯ নম্বর রুমে আছে তোমার নিউজ।'

'কি, খানিকটা আভাস দেয়া যায় না?'

'একজোড়া মেয়ে-পুরুষ, একটা লাশ আর ডোপ।'

'ও ক্রাইস্ট! মাফিয়া?'

'রাইট।'

ফোন রেখে বেডরুমে চলে এল রানা। দু'পায়ে খাড়া দেখা গেল লেমন ড্রপ্‌কে, তবে অবস্থা সুবিধের নয়। ব্যথায় নুয়ে আছে। 'এখন এক জায়গায় যাচ্ছি আমরা, গ্রেগরিও। প্রাণের মায়া থাকলে আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তুমি। মনে রেখো, আমার পিস্তল প্রতি মুহূর্তের জন্যে তৈরি থাকবে।'

রাস্টির দিকে ঘুরল এবার ও। 'তোমার ব্যাপারেও একই কথা,

ম্যাডাম। এক চুল এদিক-ওদিক দেখলে ঘিলু উড়ে যাবে, মনে থাকে যেন।'

ওদের ওপর চোখ রেখে রিক্‌কো আর ফ্যামলিগোট্টিকে একটু তফাতে নিয়ে গেল রানা। দু'জনকেই কিছু নির্দেশ দিল নিচু কণ্ঠে। মাথা দোলাল ওরা। চেহারা খুশি খুশি। 'লেট্‌স মুভ!'

নেমে এল সবাই। লুইর বদলে ড্রাইভিং সীটে উঠল এবার বাইসন। মাঝে গ্রেগরিওকে নিয়ে পিছনে বসল রানা আর লুই। সামনে রিক্‌কো আর ফ্যামলিগোট্টির মাঝে রাস্টি। ছুটল গাড়ি দ্রুতগতিতে। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। হোটেলের দু'মিনিট হাঁটা পথের দূরত্বে পৌঁছে নেমে গেল রানা পরিকল্পনা অনুযায়ী। লুই নেমে সামনে বসল, নায়ক আর রাস্টি পিছনে, গ্রেগরিওর সাথে। ঝিম্ মেরে বসে আছে লোকটা। কোনদিক তাকাচ্ছেও না।

ফের রওনা হলো ক্যাডিলাক, রানা হেঁটে এগোল। হোটেলের প্রায় নির্জন পোর্টিকোতে এসে দাঁড়াল গাড়ি। হাতের ওপর ফেলে রাখা ওভারকোটের তলায় নিজের অস্ত্র ঢেকে লেমন ড্রপের কোমরে খোঁচা লাগাল ফ্যামলিগ্রোট্টি। 'নামো! সোজা হেঁটে গিয়ে সই করবে এন্ট্রি কার্ডে। নইলে...' থেমে গেল সে হুমকি পুরো না করে।

রিক্‌কো নেমে এসে রাস্টির পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। 'চলো, যাওয়া যাক্।' তর্জনী দিয়ে তার মেরুদণ্ডে হাল্‌কা চাপ দিল সে। 'খবরদার! পিস্তল তৈরি আছে মনে রেখো।'

পা চালাল ওরা জোড়ায় জোড়ায়। লুই ধীরেসুস্থে নামল গাড়ি থেকে। ওদের সাথে যাচ্ছে না সে, অন্য কাজ আছে। নীরবে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল ফ্যামলিগোট্টি আর গ্রেগরিও। '১২৩৯ নম্বরের গেস্ট এঁরা,' বলল নায়ক ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। 'কার্ড রেডি?'

'ইয়েস, স্যার।' কার্ডটা এগিয়ে দিল ক্লার্ক। গ্রেগরিওকে দেখল ভাল করে। 'ভদ্রলোক অসুস্থ?'

'লঙ এয়ার জার্নি করলে যা হয় আরকি!' মারফতি হাসি দিল

ফ্যামলিগোট্টি। 'সই করুন, মিস্টার গ্রেগরিও।'

নীরবে নির্দেশ পালন করল সে। একটু দূরে রাস্টিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিক্কো, গ্রেগরিওকে ক্লার্কের হাত থেকে চাবি নিতে দেখে মেয়েটিকে ঠেলা দিল সে। 'এলিভেটর!'

'এঁদের মালপত্র?' জানতে চাইল ক্লার্ক।

'অন্য গাড়িতে আসছে,' বলল ফ্যামলিগোট্টি।

ওদের লিফটে উঠতে দেখে দ্রুত ফয়েইর-এ চলে এল লুই। কোণার দিকের একটা ফোন বুদে ঢুকে পুলিসের নম্বর ঘোরাতে শুরু করল। একই সময় পৌঁছল রানা। চাবি নিয়ে রওনা হলো নিজের রুমে যাওয়ার জন্যে। ১২৩৯ নম্বর রুমের দরজা খুলে গ্রেগরিও-রাস্টিকে ভেতরে ঢোকাল নায়ক আর বাইসন। একটু পর রানাও ঢুকল। বাতাসে নাক টানল, নাহ্, গন্ধ নেই কোন।

ওরা দু'জন যখন জোর করে কাপড় খোলাচ্ছে গ্রেগরিও-রাস্টির, রানার এক হাত সবার অলক্ষে ঘুরে এল বিছানার মাথার দিক থেকে। খানিকটা হেরোইন ভরা কনটেইনারটা রেখে দিয়েছে বালিশের তলায়। বাথরুমে উঁকি দিল রানা এবার। আছে। এখনও গোসল করছে ল্যারি স্পেলম্যান।

কয়েক মিনিট পর দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল। পুলিস আর সাংবাদিক কলটন প্রায় একই সাথে পৌঁছল হোটেলে। ততক্ষণে সার্ভিস স্টেয়ার দিয়ে নেমে ল্যাক্সিংটন অ্যাভিনিউতে গিয়ে পড়েছে নায়ক আর বাইসন। অপেক্ষায় ছিল লুই, ওদের তুলে নিয়ে কেটে পড়ল সে।

রানাও সেঁধিয়ে গেছে নিজের রুমে। কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করল দ্রুত হাতে। মামলা আপাতত খতম।

বারো

খুশিতে আত্মহারা ডন জোসেফ ফ্র্যানযিনি। ঘরদোর উড়ে যাওয়ার জোগাড় তার হাসির ঠেলায়। হুইল চেয়ারের ওপর ক্রমাগত ঝাঁকি খাচ্ছে লোকটার বিশাল বপু, বেলুনের মত ফোলা পেটটা কাঁপছে প্রবল বেগে, যেন ভূমিকম্প চলছে ভেতরে। হাসির সাথে তাল ঠুকছে ডন, মুঠো করা ডান হাত বৈদ্যুতিক হাতুড়ির মত বিরতিহীন উঠছে আর নামছে। কিল মেরে চলেছে সে সমানে। কিলের আঘাতে আঘাতে ডেস্কের সমস্ত কিছু লাফাচ্ছে সশব্দে।

সামনেই পড়ে আছে আজকের দুটো পত্রিকা, আসার পথে কিনে এনেছে লুই লাযারো। একটা নিউ ইয়র্ক টাইমস, অন্যটা নিউজ। নিজের কাজ সেরে নিউজের এক সিনিয়র ক্রাইম রিপোর্টারকে ফোন করে খবরটা জানিয়েছিল কলটন। দুটোরই ফ্রন্ট পেজে ছাপা হয়েছে গতরাতের খবর, ছবিসহ। মোটামুটি একই ছবি।

হোটেল রুমের খাটে মাথা নিচু করে বসে আছে নগ্ন গ্রেগরিও। তার পিছনে দু'হাতে বুক ঢেকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে রাস্টি পোলার্ড। সম্পূর্ণ নগ্ন। চেহারায় বিহ্বল একটা ভাব। ইনসেটে আছে পুলিসের উদ্ধার করা স্পেলম্যানের মৃতদেহ আর একটা হেরোইন কন্টেইনারের খুদে ছবি। নিউজ ছয় কলামে বেশ বড় হেডিং দিয়ে ছেপেছে খবরটা। নিউ ইয়র্ক হেডিং করেছে:

হোটেল রুমে রক্ষিতা, লাশ ও হেরোইনসহ কুখ্যাত মাফিয়োসো গ্রেফতার

হাসতে হাসতে পেটে খিল্ ধরে গেছে ডনের, ঘেমে উঠেছে সে। লুই আর ফিলোমিনা পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে চাচার। ওরাও হাসছে। স্পেলম্যানকে খোয়াবার দুঃখ মনে হলো ভুলেই গেছে ডন। টনি ক্যানযোনেরির গতরাতের হেঁয়ালির জবাব পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। আরও খুশি এই জন্যে যে কালকের অপারেশনে ছোট হলেও লুইর একটা ভূমিকা ছিল। তার ব্যবসায়ী ভাইপো টনির ছোঁয়ায় লাইনে আসতে শুরু করেছে, এরচেয়ে বড় খুশির কিছু নেই ডনের।

লুই নিজেও খুশি। এতদিন নিজেকে ভীরু মনে হত তার, ভাবত সে এসবের উপযুক্ত হতে পারবে না কোনদিন। আজ সে ধারণা বদলেছে। সেই খুশিতে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত।

নিউজ গ্রেগরিও ওরফে লেমন ড্রপ্‌কে ডন গিতানো রুগেইরোর কীম্যান আখ্যা দিয়ে খবরের শেষে মন্তব্য করেছে, এ ঘটনার পিছনে ডন পপআই ফ্র্যানযিনির হাত আছে বলে তাদের বিশ্বাস। এর ফলে যে কোন মুহূর্তে এই দুই মাফিয়া পরিবারের মধ্যে ভয়াবহ সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় একই আশঙ্কা টাইমসও করেছে।

একটু একটু করে উচ্ছ্বাস কমে এল। চোখের পানি মুছে আরেকবার পত্রিকা দুটো পড়ল ডন। 'টনি কোথায়?' লুইকে জিজ্ঞেস করল সে।

'হোটেলে। এসে পড়বে এখনই।'

কিছু ভাবল ফ্র্যানযিনি। 'সাঙ্ঘাতিক ছেলে তো!'

'কিন্তু এতে লাভ কি হলো?' বলল ফিলোমিনা। 'পুলিস কি প্রমাণ করতে পারবে যে খুনটা রাস্টি আর গ্রেগরিও মিলে করেছে?'

'না, তা অবশ্য পারবে না,' বলল পপআই। 'তবে লম্বা সময়ের

জন্যে ভোগান্তির একটা বোঝা চাপল ও ব্যাটার মাথায়। খুন সে যে করেনি, তা প্রমাণ করতে জান বেরিয়ে যাবে।'

'ওদের ছেড়ে দেবে পুলিস?'

'এখনই না। খুনের সন্দেহ তো থাকলই, সাথে আছে হেরোইনের ব্যাপারটা। খুব ভাল লইয়ারের সাহায্য ছাড়া সহজে রেহাই পাচ্ছে না একজনও। সপ্তা দুয়েক তো খাটতেই হবে জেল, আরও বেশি লাগে কি না সেটাই দেখার বিষয়।'

'কিন্তু ওরা যদি পুলিসকে টনি আর লুইর কথা জানিয়ে দেয়? যদি বলে দেয় ওদের ফাঁসাবার জন্যে এ ঘটনা সাজিয়েছে ওরা?'

'বলে লাভ নেই। বিশ্বাস করবে না ওরা।' আনমনে বড়সড় মাথাটা দোলাল ডন। 'প্রথম কারণ হলো, লুইর মুখে যা শুনলাম, তাতে গাড়ির ভেতরে অন্ধকারে ওকে দেখতে পায়নি ওরা কেউ। রাইট, লুই?'

মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ।'

'আর দ্বিতীয় হলো, টনির অস্তিত্বই নেই কাগজ-কলমে।'

'মানে?' বিস্মিত হলো লুই। 'অস্তিত্ব নেই কি রকম?'

হাসল ডন। 'ভুলে গেলে ও মারিয়ো সালেরনো নামে ঢুকেছে এ দেশে?'

'ও মাই গড! তাই তো!'

'তবে আমার ধারণা পুলিসের কাছে এসব বলবেই না লেমন ড্রপ্। প্রতিপক্ষের হাতে এমন আহাম্মক হওয়ার কথা ফাঁস করে নিজেকে ছোট হতে দেবে না সে। তাছাড়া রুগেইরোও সে অনুমতি দেবে না।' কানের লতি চুলকাল জোসেফ ফ্র্যানযিনি। 'তবে...এখন আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। বলা যায় না, তোষক নিয়ে বসতে পারে রুগেইরো।'

নিতে ওকে বাধ্য করব আমি, মনে মনে বলল মাসুদ রানা। ঘরে ঢুকে নড করল ফ্র্যানযিনিকে। 'হ্যালো, ডন।'

আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'কাম, বয়! কাম!' দরাজ গলায় হাঁক ছাড়ল। 'তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। বোসো।

কংগ্রাচুলেশনস!'

'ধন্যবাদ।' বসল ও। 'হ্যালো' জানাল লুই-ফিলোমিনাকে। মেয়েটি ওকে সম্মোহিতের চোখে দেখছে। দেখছে তো দেখছেই। মুখে মিটিমিটি হাসি। লুইর অবস্থাও মোটামুটি এক। রানার পাশের চেয়ারে এসে বসল সে।

'আমাদের বোধহয় এখন শো-ডাউনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া উচিত, ডন,' বলল রানা। 'অপ্রস্তুত থাকা পছন্দ নয় আমার। অবশ্য সেটা বড় কথা নয়। বড় হচ্ছে আপনার স্বার্থ।'

'আমিও এতক্ষণ সেই আলোচনাই করছিলাম এদের সাথে।'

'বেশি প্রয়োজন নেই। আপাতত বিশজন কাজের মানুষ দিন, বাকি সমস্ত দায়িত্ব আমার।'

মুখের কাছে মুখ এনে অনেকক্ষণ ধরে রানাকে দেখছে ফিলোমিনা। ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক চাপা হাসি। বুকের ভেতরে যে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, সে কথা লেখাই আছে চেহারায়। 'হুঁম্!' বলল সে। 'এইরকম এক বীরপুরুষের খোঁজেই ছিলাম আমি মনে মনে।'

দু'হাত মাথার নিচে দিয়ে শুলো রানা। ফিলোমিনার বেডরুম এটা। ঘণ্টাখানেক আগে বাইরে থেকে রাজকীয় ডিনার সেরে ফিরেছে দু'জনে। কাছেই এক গির্জার ঘড়ি রাত বারোটার সঙ্কেত জানাল। 'তাই নাকি?'

ওর নাকের ডগা টিপে দিল ফিলোমিনা। 'ইয়েস, সেনিয়র।'

'খোঁজ তো পেলে, এখন কি করতে চাও?'

'যা চাই, তা মনে মনে চাই, তোমাকে বলব কেন?'

'ঠিক আছে, বোলো না। কিন্তু পরে মনের চাওয়া আর সত্যিকারের পাওয়ার মধ্যে যদি মিল না পাও, আমাকে দোষ দিয়ো না যেন।'

চোখ কোঁচকাল মেয়েটি। 'এ কেমন কথা হলো?'

'বলছি, লড়াই যদি বেধেই যায়, কে বাঁচে কে মরে...'

ওর মুখ চাপা দিল ফিলোমিনা। 'বাজে কথা বলবে না। আমি জানি তোমার কিছু হবে না।'

'কি করে জানো? ভবিষ্যৎ দেখতে পাও নাকি?'

'না। তবে ভালমন্দ আগে থেকে টের পাই।'

'যাক্,' মুচকে হাসল ও। 'বুকের সাহস বেড়ে গেল শুনে।'

'ওই জিনিসটার যে কোন ঘাটতি নেই তোমার মধ্যে, সেটাও বুঝি আমি।' হেসে উঠল সে। 'ভালই দেখালে কাল রাতে। চাচা এতই খুশি তোমার ওপর যে কি বলব!'

নিঃশব্দে হাসল মাসুদ রানা।

'বেচারী রাস্টি! ভালই প্যাঁচে ফেঁসে গেছে। উচিত হয়েছে, একদম ঠিক হয়েছে। টনি, তোমরা যখন গেলে, ওরা দুটো কি করছিল তখন?'

'পরে বলব, আগে কফি খাওয়াও।'

'সে কি! এখন কফি? ঘুমাবে না?'

'আপাতত কয়েক রাত না ঘুমিয়েই কাটাতে হবে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল ও।

'কেন?'

'যে কোন মুহূর্তে আমাদের ওপর হামলা চালিয়ে বসতে পারে রুগেইরো। কাজেই সতর্ক থাকতে হবে।'

মুহূর্তে হাসি উবে গেল মেয়েটির চেহারা থেকে। 'ও, তাই তো!'

'ঘাবড়িয়ো না,' তার নগ্ন পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'লড়াইয়ে আমরাও কম যাই না। যদি তেমন কিছু ঘটেই, জনমের শিক্ষা দিয়ে দেব ওকে। কাল থেকে অফিসে আসা-যাওয়ার সময় সতর্ক থেকো। অস্ত্র আছে তোমার?'

'আছে একটা স্যাটারডে নাইট স্পেশাল। জানি কি করে গুলি ছুঁড়তে হয়। কিন্তু ছোঁড়ার সুযোগ হয়নি এখনও।'

'হাত ব্যাগে রেখো সব সময়। হয়তো খুব শীঘ্রি জুটে যাবে সুযোগ।'

ঠিকই অনুমান করেছিল ও।

*

পরদিন দুপুরেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল রুগেইরো। ওদিকে রানা তখন ডাউনটাউনের এক বিশাল ভবনের বেজমেন্টে ফ্র্যানযিনি বাহিনীকে যুদ্ধের কৌশল শেখাচ্ছে। বিল্ডিংটা ফ্র্যানযিনির। লুইও আছে ওদের মধ্যে।

আট সশস্ত্র লোক হামলা চালিয়ে বসল ডনের তেল কোম্পানির অফিসে। নিতান্তই সৌভাগ্য যে তার খানিক আগে চাচাকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ফিলোমিনা, কাউন্টিং হাউসের উদ্দেশে। গেটের এবং ভেতরের দুই গার্ড মারা গেল আক্রমণকারীদের ব্রাশ ফায়ারে। আহত হলো দুই অফিস কর্মচারী। লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেল তারা অফিস, সিন্দুক ভেঙে নগদ টাকা লুট করে নিয়ে গেল।

খবর পেয়ে ছুটে এল মাসুদ রানা। অফিসে তখন যাওয়ার পথ নেই, পুলিস ঘিরে রেখেছে। লুইর ফ্ল্যাটে মীটিং বসল। প্রচণ্ড রাগে ডন তখন দিশেহারা। অর্গানাইজেশনের সক্ষম প্রত্যেককে খবর দেয়া হলো। সারারাত ধরে দু'জন, চারজন করে সেখানে এল তারা—প্রায় শ'দেড়েক মানুষ।

'তোষক নেয়ার' চূড়ান্ত নির্দেশ দিল ডন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে তোষক নেয়া বলে মাফিয়া। ছয় থেকে দশজনের সশস্ত্র যোদ্ধার একেকটা দল ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সবখানে, আশ্রয় নেয় নিজেদের হাইড আউটে। যেখানে দিনের পর দিন লুকিয়ে থাকে তারা, সুযোগমত বের হয়ে শত্রু অবস্থানের ওপর ঝটিকা হামলা চালিয়ে আবার ফিরে আসে। ঐতিহ্য অনুযায়ী ফ্লোরে তোষক বিছিয়ে থাকে তারা যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। শুরু হয়ে গেল জোর প্রস্তুতি।

ওদিকে সংবাদ মিডিয়া আর পুলিসের তৎপরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সবখানে চাপা উত্তেজনা। মানুষ বুঝে গেছে বড় রকমের এক রক্তারক্তি কাণ্ড খুব শীঘ্রি ঘটতে যাচ্ছে নিউ ইয়র্কে। খবরের কাগজগুলো কুখ্যাত মাফিয়া গোষ্ঠির উত্থান থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কত প্রাণহানি

ঘটেছে তাদের নিজেদের কোন্দলের জন্যে, পুরো ইতিহাস ফেঁদে বসল এই সুযোগে। ফ্র্যানযিনি আর রুগেইরোর ভূত ভাগিয়ে ছাড়ল গালের চোটে। ভদ্র ভাষার গাল অবশ্য।

চারদিকে একই গুঞ্জন—অতীতের দুই ডন, গ্যাল্লোস আর কলম্বোসের ঐতিহাসিক যুদ্ধের পর এই দুই ডনের লড়াই হতে যাচ্ছে বৃহত্তর গ্যাঙ ওঅর।

হাউস্টন স্ট্রীটের এক তিনতলা অ্যাপার্টমেন্টে নিজের দলসহ তোষক নিল রানা। খুব খুশি ও, অবশেষে বাধিয়ে দেয়া গেছে পালের দুই গোদার মধ্যে। জানা কথা, বেশিদিন টিকবে না লড়াই। বেগতিক দেখলে কমিশন নিশ্চই মীটিঙে বসতে বাধ্য করবে ফ্রানযিনি-রুগেইরোকে। অথবা তার আগেই যদি কোন এক পক্ষ সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এমন ধোলাই খেয়ে বসে, সে-ই সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে বসবে অন্য পক্ষের কাছে।

মীটিঙের অপেক্ষায় আছে মাসুদ রানা। সেই জন্যেই এ যুদ্ধের আয়োজন করেছে।

লোকালো-ম্যানিট্রিসহ আরও ছয় মাফিয়া হুড রয়েছে ওর দলে। লুইক্লেও দলে টেনে নিয়েছে রানা, লড়াই করাবার জন্যে নয়, তার নিরাপত্তার জন্যে। ওদের সেফ হাউসের তিন জানালা দিয়ে সামনের রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। ছাদের দরজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করল রানা প্রথমে, তারপর সিঁড়ি। শত্রুর ওপরে আসার সব উপায় বন্ধ করে নিশ্চিত হলো। উনিশটা সেফ হাউসে অবস্থান নিল ফ্র্যানযিনি বাহিনীর উনিশ গ্রুপ।

প্রতিটি গ্রুপের সাথে আছে 'হার্ড কেস', যে গ্রুপে যতজন মানুষ, সেই কয়টা করে। ওসবের মধ্যে আছে পিস্তল, রাইফেল, সাব-মেশিনগান, গ্রেনেড, পর্যাপ্ত গোলাগুলি। এছাড়া প্রতিটি দলের আছে একটা করে মেসেঞ্জার বয়—খবরের কাগজ, বীয়ার, খাবার ইত্যাদি পৌঁছে দেয়া কাজ তাদের। টিভি ইত্যাদিও আছে যোদ্ধাদের

মনোরঞ্জনের জন্যে। আর হিট লিস্ট। কোন্ দলকে কোন্ কোন্ শত্রু সম্পত্তিতে আঘাত করতে হবে, তার তালিকা।

অন্যদিকে রুগেইরো বাহিনীর প্রস্তুতি নেয়ার কাজও শেষ। প্রথম দু'দিন ঘটল না কিছুই। কোন পক্ষই আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করল না। টেলিফোন আর খবরের কাগজ ছাড়া বাইরের জগতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন বলে মন হাঁপিয়ে উঠল রানার। তবু ভাল দুই দেহরক্ষী নিয়ে রোজ একবার করে এসে ঘুরে যায় ফিলোমিনা। ঘণ্টা দুয়েক গল্প-গুজব করে যায়।

তৃতীয় দিনটাও কিছুই ঘটল না দেখে চিন্তায় পড়ে গেল ও। ফিলোমিনা তা আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেল। জানিয়ে গেল, রুগেইরো নাকি লড়াইয়ে আগ্রহী নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে ডনকে। সন্ধি করতে প্রস্তুত সে। কিন্তু ফ্র্যানযিনি পাত্তা দিচ্ছে না। কারণ আগের দিন 'রুগেইরোর পাঠানো' ল্যারির প্যাকেটটা পেয়েছে সে। পঞ্চম দিনে ধৈর্য হারাল রানা। অনর্থক বসে থেকে হাতে-পায়ে জঙ ধরার অবস্থা হয়েছে।

সবার সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে সন্ধের পর বের হলো ও ঘাঁটি ছেড়ে। একটু 'খোলা হাওয়া' না খেলেই নয়। ফিরল আধ ঘণ্টা পর এক বাক্স ঠাণ্ডা বীয়ার নিয়ে। খুশি হলো অন্যরা। এক ঘণ্টা পর বেজে উঠল টেলিফোন। রানা ধরল। কিন্তু দু'বার 'হ্যালো', 'হ্যালো' করে ইশারায় লুইকে ডাকল কাছে। 'কি বলে শোনো। তোমাকে চায়।'

কানে লাগাল সে রিসিভার। 'ইয়েস? কে? হোয়াট!' চমকে উঠল লুই। 'কোথায়, কখন?' রানার দিকে তাকাল। 'আচ্ছা, আচ্ছা! মারা গেছে কেউ? হুঁম, বুঝেছি। ঠিক আছে।' ফোন রেখে দিল লুই। কাঁপছে অল্প অল্প।

'কি হয়েছে?'

'আক্রমণ করেছে রুগেইরোর দল।'

'কখন? কোথায়?'

'ব্লীকার স্ট্রীটে, কয়েক মিনিট আগে। আমাদের তিনজন গুরুতর

জখম হয়েছে।'

এগিয়ে এল মাসুদ রানা। 'কে দিল খবর?'

'আমাদেরই কে একজন। নাম জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি। তবে চাচার কথা বলেছে লোকটা। তাঁর লোক নাকি।'

'তাহলে ঠিকই আছে।' চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল ও, হুঙ্কার ছাড়ল। 'গেট রেডি! হারি আপ্!' লুই চালাকিটা ধরতেই পারেনি, ভাবছে রানা। ওর জায়গায় আর কেউ হলে এত সহজে হয়তো কাজ হত না। অবশ্যই কলারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিত সে। অনভিজ্ঞ লুইর মনেই জাগেনি কথাটা।

আধঘণ্টা পর সেফ হাউস ত্যাগ করল ওরা। দুই লিমোয় চেপে ছুটল নিউ জার্সি। ওখানে আছে রুগেইরোর এক ক্যাসিনো, গোল্ডেন পার্ক হোটেলের চোদ্দ তলায়, ওদের হিট লিস্টের এক নম্বর।

ইউনিফর্ম পরা এলিভেটর স্টার্টার বা অপারেটর বাধা দেয়ার কথা ভাবারও সময় পেল না। ঘাড় ধরে এলিভেটরে তোলা হলো ওদের দুটোকে, হাত-পা বেঁধে চিত করে ফেলে রাখা হলো ফ্লোরে। উদ্যত সাব মেশিনগান হাতে এলিভেটর ত্যাগ করল ফ্র্যানযিনি বাহিনী, মাসুদ রানা সবার আগে। দ্রুত ঢুকে পড়ল ক্যাসিনোয়।

চোখ ধাঁধানো প্রকাণ্ড হলরুম ভর্তি মানুষ। মাথার ওপর উঁচু সিলিঙের সাথে ঝুলছে ডজনখানেক মহামূল্যবান ঝাড়বাতি। চার দেয়ালে দামী, মনোরম ড্রেপার, পায়ের নিচে টকটকে লাল কার্পেট। রুলেট হুইলে স্টীল বলের ছোটাছুটি; ক্রুপিয়ের একঘেয়ে কণ্ঠের উচ্চারণ, জুয়াড়ীদের গুঞ্জন আর বিস্ময় ধ্বনি—জমজমাট কারবার। লাখ লাখ ডলারের বাজী খেলা হয়ে থাকে রোজ এখানে। পুব উপকূলের সবচেয়ে বড় গ্যাম্বলিং হাউস।

হলরুমের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে একজনের সাথে কথা বলছিল এক যুবক। ছাব্বিশ থেকে আটাশের মধ্যে বয়স। দীর্ঘদেহী। চমৎকার চেহারা। অ্যান্থনী রুগেইরো—গিতানো রুগেইরোর ছোট ভাই।

ওদের ভেতরে ঢুকতে দেখেই বুঝে নিল সে যা বোঝার। ঘুরে দৌড় দেয়ার জন্যে পা তুলল, একই মুহূর্তে মেরুদণ্ডে লোকালোর সাব মেশিনগানের গুলির আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। পলকে ক্যাসিনোর হাসিখুশি পরিবেশ পাল্টে গেল। গুলির আওয়াজে কেঁপে গেল সবার অন্তরাত্মা।

বাঁশীর মত তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল এক মেয়ে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ব্যাপক ভাঙচুর আর লুটপাট চালাল ফ্র্যানযিনি বাহিনী। মেয়েদের যাবতীয় গহনা-আংটি, পুরুষদের টাকা-ঘড়ি আর জুয়োর বোর্ডের টাকা, সব নিয়ে দু'ঘণ্টা পর ডেরায় পৌঁছল দলটা।

শুরু হয়ে গেল একের পর এক হামলা, পাল্টা হামলা। ভুয়া ফোন কলের ব্যবস্থা আরও আগেই কেন করল না ভেবে নিজের ওপর রাগই হলো রানার।

পরদিন দুপুরে ম্যাকডগাল স্ট্রীটের এক রেস্টুরেন্টে রেইড চালাল রুগেইরো বাহিনী। নিয়ম ভেঙে ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল ফ্র্যানযিনির চার 'হাইজ্যাক স্পেশালিস্ট'। লাঞ্চ খেতে গিয়েছিল। পিছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকল একজন মেশিনগানধারী, ঝাঁঝরা করে দিল সব ক'টাকে। জায়গায়ই মৃত্যু হলো লোকগুলোর।

দু'দিন পর প্রতিশোধ নিল ফ্র্যানযিনি। ব্রুকলিন হেইটস অ্যাপার্টমেন্ট থেকে রুগেইরো পরিবারের বয়স্ক কনসিলিয়রিকে অপহরণ করল তার আরেক বাহিনী। পরদিন জাঙ্কইয়ার্ডে পাওয়া গেল তার মৃতদেহ। পরবর্তী শিকার হলো চিক্‌কি রাইট, ফ্র্যানযিনির কাউন্টিং হাউস অপারেশনস চীফ। ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ডজনখানেক গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। জ্বর কমানোর ওষুধ আনতে গিয়েছিল রাইট।

এরপর মরল ফ্র্যাঙ্কি মার্চেট্টো—রুগেইরোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার জুয়েলারী ব্যবসার অংশীদার। নিজের গাড়িতে মৃত পাওয়া গেল তাকে। বুকে চারটে বুলেটের ক্ষত।

এর পরদিন জ্যামাইকা উপসাগরে ভাসমান এক নিশ্চল রো বোট থেকে মৃত উদ্ধার করা হলো ফ্র্যানযিনির দুই চ্যালাকে। জবাই করে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে তাদের। একটা সূতোও ছিল না কারও দেহে।

পরদিন সকালে তার জবাব দিল ফ্র্যানযিনি বাহিনী। রুগেইরো বাহিনীর নামকরা এক গ্যাঙ লীডার, কার বোমা বিস্ফোরণে ছেলেসহ ধুলো হয়ে গেল। মিকি মনসানো বা মিকি মাউস নাম তার। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসার জন্যে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করতে গেলে ঘটে বিস্ফোরণ—ইগনিশন ঘোরানোমাত্র ভিড়িম।

একই দিন ডনের নির্দেশে বিকেলে ডন রুগেইরোর নিজস্ব এস্টেটে হামলার নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল রানা। বিভিন্ন গ্রুপ থেকে বিশজন বাছাই করা ভয়ঙ্কর খুনে ডাকাতকে জড়ো করা হয়েছে এ জন্যে। একটুপর রওনা হবে ওরা, এমন সময় লড়াই বন্ধ করার নির্দেশ এল। ফ্র্যানযিনি-রুগেইরোর যুদ্ধে চরম বিরক্ত কমিশন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'জনকে মীটিঙে বসার নির্দেশ দিয়েছে তারা।

বসার জায়গাও প্রস্তুত। নিউ জার্সির বাইরে এক সামার রেস্ট ওটা, নিউ ইয়র্কেরই আরেক ডন, আলফ্রেড কারবোনির বিলাসবহুল অবসর যাপন কেন্দ্র। কমিশনের অন্যতম সদস্য কারবোনি।

এক কথায় মেনে নিয়েছে ফ্র্যানযিনি-রুগেইরো। এর মধ্যেই প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে দু'পক্ষের। তারওপর জনমতও একটা ব্যাপার। মার্কিনীরা খেপে বোম হয়ে গেছে ইটালিয়ান গুণ্ডাবাহিনীর যন্ত্রণায়। তাড়াতাড়ি লড়াই বন্ধ না করলে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেবে। সে ধাক্কা সামাল দেয়া খুবই কঠিন হবে।

ঠাপ ছেড়ে বাঁচল রানা। সেফ হাউস ছেড়ে যে যার আখড়ায় ফিরে গেল সবাই। ডনের বাসভবনে সন্ধের পর জরুরী বৈঠক বসল। জানা গেল, সকাল ঠিক দশটায় কারবোনির উপস্থিতিতে বসবে শান্তি বৈঠক। ফ্র্যানযিনি-রুগেইরা প্রত্যেকে দু'জন করে বডিগার্ড সঙ্গে নিতে পারবে।

আর থাকবে দুই পরিবারের কনসিলিয়রি—পরামর্শ দাতা। বাড়তি একজনও সঙ্গে নেয়া চলবে না। এবং সামার রেস্টে মোতায়েন কারবোনির নিজস্ব গার্ড বাহিনীর নির্দেশ মেনে চলতে হবে তাদের বডিগার্ডের।

স্থির হলো মাসুদ রানা আর রিক্কো যাবে ফ্র্যানযিনির বডিগার্ড হিসেবে। ঠিক এই সুযোগটাই চাইছিল ও মনে মনে। খুশি মনে হোটেলে ফিরে এল ও। অন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। সময় নেই আর।

তেরো

ঠিক দশটায় কাউন্টিং হাউসের পাশের বিল্ডিং, পনেরো নম্বর ওয়েস্ট ব্রডওয়ের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল মাসুদ রানা, হাতে ব্রীফকেস। ওটার বন্ধ গেটের পাশে সাঁটা ভাড়াটের নাম পড়ল ও, চারতলার ক্যানডি গুলকো নামটা পছন্দ হলো। বাযারে চাপ দেয়ার আগে পাশের কাউন্টিং হাউসের ছয়তলার দিকে চোখ তুলে দেখে নিল একবার। একটা জানালা দিয়ে সামান্য আলোর আভাস আসছে।

'ইয়েস?' বিল্ট-ইন স্পীকারের মাধ্যমে একটা মেয়ে-কণ্ঠ ভেসে এল বাযার রিঙের জবাবে।

'ফ্রেমন্টি ফ্লাওয়ার শপ,' বলল ও।

'কে?'

'ফ্রেমন্টি ফ্লাওয়ার শপ থেকে এসেছি, ম্যাম,' কণ্ঠে অধৈর্য ভাব ফোটাল ও। 'ক্যানডি গুলকোর জন্যে ফুল নিয়ে এসেছি।'

'ও আচ্ছা, চলে আসুন।'

টানা কিরকির আওয়াজের সাথে খুলে গেল বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত গেট, নিজেকে ভেতরে সেঁধিয়ে দিল রানা। উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। চারতলা অতিক্রম করে যাওয়ার সময় গুলকোর বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে হাসল মৃদু। মনে মনে বলল, সরি, ম্যাম। আজ নয়, সুযোগ হলে আর কোনদিন। সোজা ছাদে উঠে এল, কাউন্টিং হাউসের দিকের কিনারায় এসে দাঁড়াল।

মাঝের আবছা অন্ধকার গহ্বর দেখে মনে হলো সেদিন ওর অনুমানে ভুল ছিল। কোনমতেই আট ফুটের কম হবে না দুই ভবনের দূরত্ব। টার মোড়া ছাদের এদিক ওদিক তাকাল রানা। ইঁটের লম্বা চিমনির গায়ে হেলান দিয়ে থাকা জিনিসটা দেখে হাসল নিঃশব্দে। ওটা একটা তক্তা। যথেষ্ট লম্বা, তবে পাশে ছয় ইঞ্চির বেশি নয়। জিনিসটা ওর ওজন সইতে পারবে কি না ভেবে খানিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগল। তারপর যা হয় হবে ভেবে নিয়ে এল।

সময় একটু বেশিই লাগল ওটা দুই ছাদের প্রান্তে সেট করতে। যত শক্তিশালীই হোক, একা একজনের পক্ষে কাজটা কঠিন। মুঠো সামান্য আলগা পেলেই অন্য মাথা নিজের ভারে রওনা হয়ে যেতে চায় নিচের দিকে। তারওপর বিন্দুমাত্র শব্দ করা চলবে না। আগেই তক্তার দৈর্ঘ্য অনুমান করে নিয়েছে রানা, ওর প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ বারো ফুট প্রায়।

এপাশে দু'ফুট মত বাড়তি রেখে আল্লার নাম নিয়ে উঠে পড়ল ও, ব্রীফকেস দু'হাতে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে এক পা এগোল ভয়ে ভয়ে। কাঁপছে তক্তা, বাঁকা হয়ে গেছে অনেকটা। দূর! ভাবল রানা, এত সমস্যা দেখার সময় নেই। পা টিপে একটু একটু করে এগানোও চলবে না। ওজনের হেরফের হলে পুরো উল্টে না গেলেও ওকে কাৎ করে ফেলে দেয়ার অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে ব্যাটা। তাছাড়া মনের ভয়ের কাছে পরাজিত হওয়ার একটা ব্যাপারও আছে।

কাজেই ঝুঁকি নিয়ে দৌড় দেয়াই স্থির করল ও। সেটাই সহজ হবে।

হলোও তাই। তক্তার দুলুনীর সাথে তাল রেখে লম্বা তিন পায়ে পাশের ছাদে চলে এল ও। বুকের ধড়ফড়ানি থামানোর জন্যে মিনিট দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে সিঁড়িরুমের বন্ধ দরজার দিকে পা বাড়াল। যদি ভেতর থেকে বন্ধ থাকে দরজা, বোল্ট লাগানো থাকে, তাহলে সমস্যা, ভাবল ও। সে ক্ষেত্রে স্কাইলাইট দিয়ে ঢুকতে হবে। কঠিন হয়ে যাবে সেটা।

নব ধরে বিসমিল্লা বলে ঘোরাল মাসুদ রানা। খোলা! হাসি পেল ওর। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা মনে পড়ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীদের নৌ-আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে সমস্ত কামান সাগরের দিকে তাক করে বসে ছিল ব্রিটিশরা। জাপ বাহিনী সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগায়, পিছন থেকে এসে লেজ মাড়িয়ে দেয় ওদের। বিস্মিত হওয়ার সুযোগও পায়নি ব্রিটিশরা।

কাউন্টিং হাউসের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সেরকম—নিচে ফিটফাট, ওপরে সদরঘাট। ব্যাটারা হয়তো কোনদিন চিন্তাই করেনি এ পথে বিপদ আসতে পারে।

পকেট থেকে পাতলা নাইলনের কালো একটা মোজা বের করে ভেতরে মাথা গলিয়ে দিল। ওয়ালথার বের করে সাইলেন্সার জুড়ে নিল নলের মাথায়। তারপর নিঃশব্দে ল্যান্ডিঙে এসে দাঁড়াল। সাবধানে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। মূল দরজাটা বন্ধ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, কিন্তু কোন কুকুরের দেখা পাওয়া গেল না।

নিশ্চিন্ত মনে তর তর করে নামতে শুরু করল রানা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল। তারপর হাত বাড়াল নবের দিকে। ছাদের দরজাই যখন খোলা, এটাও তাই থাকবে। থাকা উচিত। ঝট্ করে নব ঘুরিয়েই দরজা ঠেলে দিল ও ভেতর দিকে। খুলে হাঁ হয়ে গেল পাল্লা, ভেতরের দু'জনও হাঁ হয়ে গেল চোখের সামনে অস্ত্র হাতে দাঁড়ানো কালো মুখোশ পরা যমদূতকে দেখে। চরম বিস্ময়ে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলো বিগ জুলি আর অপরিচিত একজন, খুব সম্ভব রেমন্ড।

রানার হাত দশেক তফাতে একটা স্টীল টপ্ ছোট টেবিলের

দু'দিকে বসে রয়েছে ওরা, দু'জনের হাতেই তাস। টেবিলের ওপর আধখালি জিনের বোতল, দুটো গ্লাস, আর একটা উপচে পড়া অ্যাশট্রে দেখা গেল। বাতাসে ধোঁয়ার বদ গন্ধ। হীল দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। রুমের নিশ্চল মেইন কম্পিউটরের ওপর দিয়ে ঘুরে এল দৃষ্টি।

বিগ জুলির সঙ্গীকে দেখল ও ভাল করে। লম্বায় সে জুলির সমান বলেই মনে হয়, তবে পাশে দশাসই। মানুষটা নিগ্রো। এই প্রথম এ দলে একজন কালো মানুষ দেখল মাসুদ রানা। নজর ঘুরে জুলির মুখের ওপর স্থির হলো ওর, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

এক মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের সামলে নিল ওরা, রেমন্ডের বাঁ হাত ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে দেখে ওয়ালথার নাচাল ও। 'দু'হাত টেবিলের ওপর রাখো তোমরা, যেন আমি পরিষ্কার দেখতে পাই।'

জমে গেল রেমন্ড, জুলির দিকে তাকাল, তারপর একযোগে নির্দেশটা পালন করল ওরা। 'এসব কি...' শুরু করতে যাচ্ছিল জুলি, প্রচণ্ড এক ধমক মেরে থামিয়ে দিল রানা।

'শাট আপ্!'

কিন্তু ধমকে ভয় পাওয়ার বান্দা নয় ব্যাটারা। 'গেট খুললে কি করে তুমি নিচের?' বলল জুলি।

ব্রীফকেস দোলাল ও। 'এরমধ্যে একটা সুপার রে-গান আছে, ওটা দিয়ে গলিয়ে দিয়েছি।'

'কুকুর?' গলা ভেঙে গেল জুলির।

'মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি।'

'এতগুলো...'

'আবার কথা বলে!' চোখ রাঙাল ও রেমন্ডকে। 'শুয়ে পড়ো মেঝেতে উপুড় হয়ে।'

'জাহান্নামে যাও!'

গুলি করল মাসুদ রানা। চুরমার হয়ে গেল জিনের বোতল। চমকে

উঠল ওরা। কাঁচের আঘাতে জুলির গাল কেটে গেল। 'শুয়ে পড়ো। হাত মাথার পিছনে।'

এবার দেরি করল না রেমন্ড, নির্দেশ পুরো হওয়ার আগেই শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। দু'হাত ঘাড়ের পিছনে। কয়েক পা এগিয়ে ওদের টেবিলের ওপর ব্রীফকেস রাখল রানা। নজর লোক দুটোর ওপর। বাঁ হাতে কেসের ঢাকনা খুলে ভেতর থেকে দুই টুকরো লম্বা দড়ি বের করল, একটা ছুঁড়ে দিল জুলির দিকে। 'এটা দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধো ওকে। সাবধান! আমি চেক্ করে দেখব বাঁধন। আগে হাত পিছমোড়া করে বাঁধো, তারপর পা। কুইক!'

হুকুম পালনে দেরি হলো না জুলির। কাজ শেষ হতে তাকে পিছিয়ে যেতে বলল ও, বাঁধন টেনে দেখল রেমন্ডের—ঠিকই আছে। যথেষ্ট মজবুত হয়েছে। 'এবার তুমি, শুয়ে পড়ো।'

ভদ্রলোকের মত শুয়ে পড়ল সে। পিছন থেকে পা টিপে এগোল মাসুদ রানা। এখন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। তাই ওয়ালথার উল্টো করে ধরে উবু হলো ও। রানার দেরি দেখে ও কি করছে দেখার জন্যে মুখ ঘোরাতে যাচ্ছিল বিগ জুলি। ঠিক তখনই আঘাত করল রানা, কানের পাশে থ্যাচ করে আছড়ে পড়ল বাঁট। জ্ঞান হারাল জুলি।

এবার তাকে আচ্ছাসে বাঁধল ও। ভাল করে টেনেটুনে দেখে সন্তুষ্ট হলো। ফ্লোরে গাল ঠেকিয়ে ওর কাজ দেখছে রেমন্ড। সবশেষে চওড়া টেপ দিয়ে দু'জনের মুখ আটকে দিল রানা।

নিশ্চিন্ত মনে চিক্কি রাইটের অফিসে চলে এল। কেবিনেটের লক গুলি করে উড়িয়ে দিল ও। একটা একটা করে ড্রয়ার খুলে কাগজপত্রের ভেতর প্রার্থিত তালিকাটা খুঁজতে লেগে গেল। ঝাড়া এক ঘণ্টা চেষ্টার পর পাওয়া গেল সেটা। একটা ম্যানিলা খামের ভেতর। ফ্র্যানযিনির হেরোইন অপারেশনের সব কিছু। আসল তালিকাটাও আছে অন্যগুলোর সাথে।

প্রথমদিকের কয়েকটা নাম পড়ল ও তালিকার, তারপর শিস বাজাল। এমন কিছু নাম চোখে পড়েছে, যাদের হেরোইন ব্যবসার সাথে

জড়িত থাকার কথা কল্পনাই করা যায় না। বাংলাদেশের অনেক রথী-মহারথী এরা। বেশিরভাগই দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্য-সমর্থক।

পুরো তালিকার ওপর চোখ বোলাল ও আরেকবার, ঠিকই আছে। ওটা কোটের বুক পকেটে রেখে কেবিনেটের সবগুলো ড্রয়ার খালি করে ফেলল। কাগজপত্র-দলিল সব এনে ফেলল বাথরুমে, আগুন ধরিয়ে দিল। আরও যেখানে যেসব রেকর্ডস আছে, সব খুঁজে খুঁজে এনে ফেলতে লাগল আগুনে।

সবশেষে গুলি করে একটার পর একটা কম্পিউটর ধ্বংস করতে লাগল রানা। দুটো এক্সট্রা ক্লিপ খরচ হলো কাজটা শেষ করতে। আগুন নিভতে এক ঘণ্টার বেশি ব্যয় হলো। অতঃপর সন্তুষ্টমনে রেমন্ডের কাছে এসে দাঁড়াল। জুলিরও জ্ঞান ফিরেছে তখন। 'ফ্র্যানযিনিকে বোলো, এটা রুগেইরোর সর্বশেষ শুভেচ্ছা বার্তা ছিল।'

বুঝতে পারেনি ও, মারাত্মক এক ভুল করে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, বিগ জুলিকে হত্যা না করা। রানার জানা ছিল না, লোকটা ভয়েস রিকগনাইজিং এক্সপার্ট। কারও কণ্ঠস্বর একবার শুনলে জীবনে ভোলে না সে।

যে পথে এসেছে, সে পথেই বেরিয়ে গেল রানা। হোটেলে ফিরে একটা মেসেজ পেল: কল মিস ফিলোমিনা। চাবি নিয়ে রুমে চলে এল ও, চিন্তিত মনে রিং করল পরিচিত নম্বরে। 'কোথায় ছিলে তুমি, টনি?' প্রথম রিঙেই সাড়া দিল ব্যস্ত ফিলোমিনা।

'ঘুরতে বেরিয়েছিলাম একটু। কেন?'

'রাতে আসছ না?'

'না, ম্যাডাম,' চিন্তার কিছু নেই দেখে হাঁপ ছাড়ল রানা। 'সকালে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।'

'সেই জন্যেই তো কখন থেকে ট্রাই করছি। খুব জরুরী একটা কথা ছিল।'

'এখন তো পেলে। বলে ফেলো।'

'শোনো, চাচার হুইল চেয়ারের পিছনে একটা র‍্যাক আছে। একটা হট ওয়াটার ব্যাগ থাকে ওখানে সব সময়।'

'কেন?'

'মাঝে মাঝে খিঁচুনি ওঠে চাচার, তখন কাজে লাগে ওটা। গরম পেলে খিঁচুনি কমে যায়।'

'আই সী!'

'এখন যেটা আছে, সেটা বেশ পুরনো। লীক্ করছে। কয়েকদিন থেকেই পাল্টাব পাল্টাব ভাবছি, কিন্তু মনেই থাকে না ছাই। তুমি যদি কষ্ট করে একটা নতুন ব্যাগ কিনে...'

'বুঝেছি। পুরনোটা ফেলে আরেকটা গরম পানিসহ মজুত করতে হবে, এই তো?'

'হ্যাঁ, প্লীজ! আমি কাল তোমাদের সাথে যাচ্ছি না। চিন্তায় থাকব। তুমি যদি এখনই কষ্ট করে একটা ব্যাগ কিনে আনো, খুব ভাল হয়।'

'ওকে। চিন্তা কোরো না।'

'কাল সঙ্গে নিয়ে যেয়ো কিন্তু। মীটিঙে চাচা যদি উত্তেজিত হয়ে পড়েন, ওটা প্রয়োজন হবে।'

'ওকে, ওকে। শিওর।'

হাসল ফিলোমিনা। 'বাঁচলাম। কাল দেখা হচ্ছে তো?'

'আগে ভালয় ভালয় ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে।'

'আচ্ছা। গুড নাইট ডার্লিং।'

রিসিভার রেখে চোয়াল ডলতে লাগল রানা। ধীরে ধীরে ক্রূর হাসি ফুটল মুখে। আসল কাজটা কি ভাবে সমাধা করা যায় ভেবে এতক্ষণ খাবি খাচ্ছিল ও, পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। ফিলোমিনা দেখিয়ে দিয়েছে সে পথ। মনে মনে ধন্যবাদ জানাল ও মেয়েটিকে।

চোদ্দ

নিঃশব্দে গন্তব্যের উদ্দেশে ছুটে চলেছে ডন ফ্র্যানযিনির বিলাসবহুল লিমো। রিক্‌কো চালাচ্ছে। রানা বসেছে তার পাশে। ডন ফ্র্যানযিনি ও তার কনসিলিয়রি পিছনে। অর্ডার মাফিক কোম্পানি ডনের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করেছে এ গাড়ি। পিছনের আসন অর্ধেকটা নেই। সেখানে তার হুইল চেয়ার বসানোর জন্যে আছে বিশেষ ব্যবস্থা। ডনসহ ওটা সহজে ভেতরে ওঠানো-নামানোরও বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

নিজের কবরের ওপর স্ফিংসের মত বসে আছে বিশালদেহী জোসেফ ফ্র্যানযিনি। চেহারায় গভীর আস্থার ছাপ। তার নিতম্বের মাত্র তিন ইঞ্চি নিচে নিঃশব্দে পুড়ে চলেছে বোমার ফিউজ। ঠিক সোয়া দশটায় ফাটবে। দুই পাউন্ড প্লাস্টিকের পুরোটা।

রাতেই নতুন হট ওয়াটার ব্যাগ কিনে এনেছিল মাসুদ রানা। পরের কাজ বেশ কঠিন ছিল, সময় লেগেছে শেষ করতে। ব্যাগের সরু গলা দিয়ে একটু একটু করে পুরোটা বিস্ফোরক ভেতরে পাঠাতে পাক্কা দু'ঘণ্টা ব্যয় হয়েছে। বেশি ভুগতে হয়েছে ডেটোনেটর ও ফিউজ সেট করা নিয়ে।

বাকি রাত সাফাই সেরেছে রানা সকালে, ডনের বাসায়। তাকে পাল্টাতে তোলার সময় এক ফাঁকে ব্যাগটা গুঁজে দিয়েছে র‍্যাকের পেছনদিকে। আগেরটা রয়েছে তার ওপর। ওটা ইচ্ছে করেই পলায়নি।

দশটার পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে কারবোনির বিশাল সামার রেস্টে পৌঁছল ওরা। বিরাট এলাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুরুগম্ভীর চেহারার প্রাসাদোপম রেস্ট। ভারী মেইন গেটে কারবোনির চার সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে। তাদের একজন এগিয়ে এসে উঁকি দিয়ে ভেতরের সবাইকে দেখল স্থির, অপলক চোখে। তারপর মাথা ঝাঁকাল রিক্কোর উদ্দেশে—যেতে পারো ভঙ্গিতে।

বাগানের মধ্যে দিয়ে তৈরি পথ ধরে মূল ভবনের দিকে চলল লিমো। আরও কয়েকটা ছোট ছোট বিল্ডিং আছে ওটার পিছনে। নিশ্চয়ই গার্ড-কর্মচারীরা থাকে ওগুলোয়।

একটা হেলিকপ্টারের ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। সামনের খোলা মাঠে রয়েছে ওটা। যন্ত্রটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লোক। পাইলট নিশ্চয়ই। ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল সে, গাড়ির শব্দে চোখ তুলে এক পলক তাকাল। কার কপ্টার? ভাবল রানা, গিতানো রুগেইরোর?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সামনে নজর দিল। মূল ভবনের বিশাল পোর্চে থেমে দাঁড়িয়েছে তখন গাড়ি। ওদের একটু সামনে আরেকটা গাড়ি দেখা-গেল—ধূসর রঙের এক মার্সিডিজ। লেটেস্ট মডেলের।

স্বয়ং ডন কারবোনি অভ্যর্থনা জানাল ফ্র্যানযিনিকে। আশির ওপরে বয়স লোকটার, তবে এখনও যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ। মাথা ভর্তি এক রাশ চুল, সব পেকে সাদা। মৃদু বাতাসে দুলছে কাশ বনের মত। ডন যেদিকে বসেছে, সেদিকের দরজার নিচ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অটোমেটিক র‍্যাম্প। তারওপর দিয়ে হুইল চেয়ারটা নামিয়ে আনল রানা। কাজের ফাঁকে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে পিছনদিকটায়। আছে জিনিসটা জায়গামত।

গিতানো রুগেইরো আগেই পৌঁছেছে। ভেতরে কারবোনির বিশাল বোর্ড রুমে বসে আছে সে। ঠিক মাঝখানে পাতা দীর্ঘ এক টেবিলের মাথায়। দু'পাশে দুই প্রকাণ্ডদেহী বডিগার্ড। রুগেইরো নিজেও দীর্ঘদেহী,

বেশ হ্যান্ডসাম। ফ্র্যানযিনিকে ভেতরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল, নড করল। মুচকে হেসে ফ্র্যানযিনিও নড করল। হাত মেলাল দুই পাপের সাম্রাজ্যের অধিপতি।

টেবিলের প্রান্তে বসল বৈঠকের সভাপতি, কারবোনি। তার ডানে, দু'হাতের মধ্যে ডন ফ্র্যানযিনি এবং বাঁয়ে রুগেইরো।

'সময় নষ্ট করা উচিত হবে না আমাদের,' হ্যান্ডশেক পর্ব শেষ হতে বলল কারবোনি। 'কাজের কথা শুরু হোক।'

হোক, মনে মনে বলল রানা। ঘড়ি দেখল, আর আট মিনিট বাকি। কোন একটা ছুতোয় কেটে পড়তে হবে এখন। 'রিক্কো,' চাপা কণ্ঠে বলল ও। 'তুমি থাকো। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।'

'ওকে, বস্।'

ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। সবে তিন পা এগিয়েছে, এই সময় পিছন থেকে চাপা একটা কির কির আওয়াজ এল। টেলিফোন বাজছে। সেটটা কোথায় আছে দেখার জন্যে হাঁটার ওপরই পিছনে তাকাল ও, পরমুহূর্তে ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। আপনাআপনি জমে গেল। জোসেফ ফ্র্যানযিনির মোবাইল ফোন। কে করল ফোন! ততক্ষণে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে সে।

'ইয়েস! জুলি? বলো।'

যা বোঝার বুঝে নিল রানা পলকে, দ্রুত পা বাড়াল দরজার উদ্দেশ্যে। পরমুহূর্তে পিছনে ফ্র্যানযিনির হুঙ্কার শুনে ছোটখাট এক লাফ দিল ওর কলজে।

'হোয়াট!' বোর্ড রুম উড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো তার চিৎকারে। 'কি বললে!' ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল লোকটা। দৃষ্টি বিস্ফারিত। এত বড় হাঁ করে আছে, আস্ত একটা ডিম গালে ঢুকে যাবে অনায়াসে।

দরজা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল মাসুদ রানা। পরমুহূর্তে ঘরদোর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডন। কম্পিত ডান হাত তুলে রানাকে দেখাচ্ছে। 'রিক্কো! ওকে...ওকে ধরো! ওকে ঠেকাও!'

অন্যরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কারবোনি ও রুগেইরো চট্ করে উঠে পড়ল আসন ছেড়ে। দ্বিতীয়জনের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে ভয়ে। দ্রুত পিছিয়ে যেতে শুরু করল সে। দুই বডিগার্ড সামনে থেকে আড়াল করে রেখেছে তাকে। ওদিকে কারবোনি অসহায়ের মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কি ঘটছে, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

এক ঝট্কায় দরজা খুলেই করিডরে লাফিয়ে পড়ল রানা। ওর মধ্যেই বের করে ফেলেছে ওয়ালথার।

'টনিকে ধরো, রিক্কো!' গলার রগ ফুলিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল ফ্র্যানযিনি। 'ওকে ঠেকাও!'

প্রথমবার নির্দেশটা বুঝতে ভুল হয়েছে ভেবে তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রিক্কো, এবার আর হলো না। যদিও চেহারার অবিশ্বাস তার গেল না। পর পর দুটো গুলি করল সে দরজা সই করে, কিন্তু রানা তার সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় আগে বেরিয়ে পড়েছে হল ছেড়ে। বাঁ আস্তিনে হ্যাঁচকা এক টান খেল ও করিডরে পা রেখেই।

দ্রুত এক পাক ঘুরল রানা, 'কড়াক!' শব্দে মৃত্যু বর্ষণ করল ওর ওয়ালথার। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছিল রিক্কো, আচমকা এক অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খেল যেন, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক চোখে রানাকে দেখল খানিক, তারপর নিজের বুকের দিকে তাকাল। ঠিক মাঝখানে ঢুকেছে রানার বুলেট, হড় হড় করে রক্ত বের হচ্ছে ওখানকার ছোট্ট ফুটো থেকে।

এক মুহূর্ত পর টলে উঠল লোকটা, এক পা এগিয়ে এল। থেমে দাঁড়াল। তারপর হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল মুখ থুবড়ে।

ঘুরেই তীরবেগে পোর্চের দিকে ছুটল রানা। ভেতরে তখন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে ফ্র্যানযিনি, রুগেইরোকে তার গার্ডদের রানার পিছনে পাঠাতে অনুরোধ করে চলেছে বারবার। কিন্তু কানে তুলছে না লোকটা, উল্টে ভাবছে এসব পপআইর কোন নোংরা চাল। গার্ডদের সরিয়ে দিলে ওকে হয়তো হত্যা করবে সে।

ওদিকে করিডরের অর্ধেকটা অতিক্রম করার আগেই কারবোনির দুই গার্ডের সামনে পড়ে গেল মাসুদ রানা। গুলির শব্দে ছুটে এসেছে তারা, হাতের অস্ত্র প্রস্তুত। ওকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে দেখে থমকে পড়ল লোক দুটো, সামান্য ওপরে উঠল তাদের ডান হাত।

মুহূর্তের ব্যবধানে আরও দু'বার মৃত্যু উদ্‌গীরণ করল রানার ওয়ালথার। এক গার্ড ছিটকে পড়ল ফ্র্যানযিনির গাড়ির ওপর, অন্যজন বসে পড়েছে জায়গায়। লাফ দিয়ে শেষেরজনকে টপকাল রানা, পৌঁছে গেল পোর্চে।

ওকে দেখতে পেয়ে গেটের এক গার্ড উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলে উঠল সঙ্গীদের উদ্দেশে। ওরাও সতর্ক হয়ে গেছে গোলাগুলির আওয়াজ শুনে। প্রমাদ গুনল রানা তাদের দু'জনকে কোনাকুনি ছুটে আসতে দেখে। স্টেন উঁচিয়ে ঝোপঝাড় দলে পিষে তুফান বেগে আসছে ওরা। দ্বিধায় পড়ে গেল রানা কি করবে ভেবে। গার্ডদের ঠেকাবে, না নিজের জান বাঁচাবে?

বুদ্ধিটা হঠাৎ করেই এল মাথায়। ও-ও কোনাকুনি ছুটল 'কপ্টারের দিকে, সেই সাথে বাঁ হাত তুলে অগ্রসরমান গার্ড দুটোকে এগোতে নিষেধ করল। 'এসো না!' চেঁচিয়ে বলল ও। 'এসো না, পালাও! বাড়ির ভেতর বোমা আছে, এখনই ফাটবে! পালাও সবাই!'

কাজ হলো। এক গার্ড দাঁড়িয়ে পড়ল চট্ করে, ভয়ে ভয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল। তারপর সন্দেহের চোখে দেখল ছুটন্ত রানাকে। অন্যজন থামেনি তখনও, তবে দৌড়ের গতি অনেক কমে গেছে।

'এখনও দাঁড়িয়ে আছ আহাম্মকের দল?' দূর দিয়ে ওদের পাশ কাটাবার সময় খেঁকিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'বলছি না বাড়ির মধ্যে বোমা আছে, এখনই ফাটবে? পালাও, গাধার বাচ্চা!'

এইবার কানে পানি গেল। ডেকে দ্বিতীয় গার্ডকে থামাল প্রথম। কিছু বলল ভীষণ উত্তেজিত কণ্ঠে। দু'জনেই ভয়ে ভয়ে আরেক তাকাল বাড়িটার দিকে। পরমুহূর্তে পাঁই পাঁই ছুটল উল্টো দিকে

ততক্ষণে পৌঁছে গেছে 'কপ্টারের কাছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হয়তো পা ব্যথা হয়ে গেছে, তাই নিজের সীটে উঠে বসেছিল পাইলট লোকটা। ম্যাগাজিনের পাতায় সেঁটে ছিল দৃষ্টি, দূর থেকে আচমকা গুলির শব্দ ভেসে আসতে চোখ তুলল সে।

পরক্ষণে চোখ পড়ল উদ্যত পিস্তল হাতে ডাকাত চেহারার মাসুদ রানার ওপর—ঝড়ের বেগে এদিকেই আসছে। বাঁ হাত তুলে অদৃশ্য কাউকে কিছু বোঝাচ্ছে দৌড়ের ফাঁকে। কলজেয় আতঙ্কের হিমশীতল ছ্যাঁকা খেয়ে জমে গেল পাইলট, আঙুলের ফাঁক গলে ম্যাগাজিন পড়ে গেল। হুঁশ ফিরতে মুহূর্তখানেক সময় লাগল তার, ড্যাশবোর্ডে রাখা নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। শত্রু পৌঁছে গেছে।

কপালে রানার ওয়ালথারের ঠাণ্ডা নলের স্পর্শ অনুভব করে শিউরে উঠল পাইলট। চোখ বুজে ফেলল।

'জলদি স্টার্ট দাও!' হুঙ্কার ছাড়ল রানা। বাড়ি আর গেটের অবস্থানের দিকে চকিতে নজর বুলিয়ে নিল। 'কুইক! এক্ষুণি পালাতে হবে এখান থেকে।'

চোখ মেলল পাইলট। ভয়ে ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে, কাঁপছে বলির পাঁঠার মত। ঠিক তখনই আচমকা পোর্চে উদয় হলো কারবোনি, সঙ্গে রয়েছে গিতানো রুগেইরোর দুই গার্ড। রানার ওপর চোখ পড়ামাত্র ছুটে আসতে শুরু করল লোকদুটো। শেষ পর্যন্ত রুগেইরোকে নিজের সমস্যা বোঝাতে পেরেছে ফ্র্যানযিনি, রানার পিছনে তাই লেলিয়ে দিয়েছে সে ওদের। ওদিকে জায়গা ছেড়ে নড়েনি কারবোনি। মাথার কাশ বন দুলিয়ে গেটের গার্ডদের উদ্দেশে খেঁকাচ্ছে লোকটা, হাত তুলে রানাকে দেখাচ্ছে ঘন ঘন।

ততক্ষণে স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে পাইলট। প্রথমে থেমে থেমে, যেন দ্বিধার সাথে দুটো পাক খেল রোটর, তারপর ক্রমেই দ্রুততর হতে থাকল গতি। সাথে তাল রেখে দুলছে 'কপ্টার। থাবা দিয়ে পাইলটের

অস্ত্রটা বের করে নিল রানা ব্যস্ত হাতে, ইসরায়েলের তৈরি কোবরা পিস্তল। প্রথম গুলিতে কুণ্ডলি পাকিয়ে আছড়ে পড়ল রুগেইরোর এক বডিগার্ড, দ্বিতীয়জন শুয়ে পড়ে মিনি উজির সাহায্যে এক পশলা জবাব দিল। কিন্তু তাড়াহুড়োয় লক্ষ্য ঠিক ছিল না তার, ওদের বেশ দূর দিয়ে চলে গেল বুলেটগুলো।

কারবোনির দিকে তাক্ করে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল এবার মাসুদ রানা। গায়ে মারেনি, ভয় দেখানোর জন্যে। উদ্দেশ্য সফল হলো। পায়ের দু'হাত সামনে ধুলো উড়তে দেখে এক লাফে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল বৃদ্ধ। একই মুহূর্তে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল গেটের চার গার্ড।

দুটো গুলি ঠুশ্ ঠুশ্ করে 'কপ্টারের ডিমের খোসার মত দেখতে স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। প্রাণভয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল পাইলট, রোটর মিটার তখন সর্বোচ্চ আরপিএম নির্দেশ করছে। হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে গুলি করতে লাগল মাসুদ রানা। রোটরের ঝোড়ো বাতাসে চুল, স্যুট-টাই উড়ছে ফত্ ফত্ শব্দে। দুটোরই ম্যাগাজিন শেষ করে ফেলল, তারপর এক লাফে উঠে পড়ল 'কপ্টারে।

'নাউ! হপ দ্যা ব্লাডি মেশিন আপ!' চিৎকার করে বলল ও।

বলতে যা দেরি, গঙ্গাফড়িঙের মাটি ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না। সাঁই সাঁই করে শূন্যে উঠে যেতে থাকল ওটা কোনাকুনি। নিচ থেকে তখনও সমানে গুলি করে চলেছে কারবোনির চার গার্ড এবং রুগেইরোর অবশিষ্ট বডিগার্ড। শেষেরজনের বাঁ হাত নেতিয়ে ঝুলছে দেহের পাশে, রানার গুলিতে আহত হয়েছে।

পনেরো সেকেন্ড দেরিতে ঘটল বিস্ফোরণ। বোর্ডরুমের প্রতিটি জানালার কাঁচ, পাল্লা-ফ্রেম সব ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাইরে। তার পিছন পিছন এল দেয়ালের অংশ, ইঁট-সিমেন্টের চলটা, ছেঁড়াখোঁড়া পর্দা, এবং আগুন। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল কারবোনির বিধ্বস্ত বোর্ডরুমে। সবগুলো জানালা দিয়ে বের হচ্ছে গাঢ়

কমলা রঙের আগুন আর ধোঁয়ার ঘন মেঘ। ভেতর থেকে অনেকগুলো ড্রাগন আগুন ছুঁড়ছে মনে হলো ওপর থেকে।

হাঁ করে নিচের দৃশ্য দেখছে পাইলট, ঘামে চক্ চক্ করছে তার সারামুখ। একটা ঢোঁক গিলে ওর দিকে তাকাল সে। 'কি...কি হলো ওখানে?'

অমায়িক এক টুকরো হাসি হাসল মাসুদ রানা। 'যা হওয়ার তাই হলো।'

নিচে তাকাল। হঠাৎ এক জ্বলন্ত মশালের ওপর চোখ পড়ল। ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এল পাগলের মত, সারা গায়ে আগুন জ্বলছে তার। বেশিদূর এগোতে পারল না লোকটা, দু'তিন পা বহু কষ্টে অতিক্রম করে পড়ে গেল পোর্চের সামান্য বাইরে। ওপর থেকে দৈর্ঘ্য দেখে তাকে গিতানো রুগেইরো মনে হলো।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও আর কেউ বের হয় কি না দেখার জন্যে। না। হলো না। লিলিপুট সাইজের গার্ডরা ছাড়া আর কারও ছায়াও নেই। থাকার কথাও নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সামনে নজর দিল মাসুদ রানা।

কয়েকদিন পর। এক গভীর রাতে একযোগে কয়েকটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল নুসাইবিনসহ সিরিয়া-জর্ডান সীমান্তের গোটা এলাকা। রাতের বাকি সময় এবং পরেরদিন সেখানকার বড় বড় কয়েকটা গুদামে আগুন জ্বলতে দেখা গেল।

গুদামগুলো পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত সে আগুন নিভল না। এতবড় এক কাণ্ড কি করে ঘটল সাধারণ মানুষ জানে না। তারা কেবল হতবাক হয়ে আগুনই দেখল।

মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশের গোয়েন্দা সংস্থা অবশ্য জানে ভেতরের কথা। যার যার নিজস্ব সূত্র মারফত তারা জানতে পেরেছে, সেই রাতে মাসুদ রানা নামের এক বাংলাদেশী স্পাইকে দেখা গেছে

নুসাইবিনে।

বিস্ফোরণের পরপরই হাওয়া হয়ে গেছে সে। কি ভাবে কোনদিক থেকে সরে পড়েছে লোকটা, সে ব্যাপারে অবশ্য তাদের কারও কোন ধারণাই নেই।

* * * *